এ কে এ কে

BanglaBook.org

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

www.BanglaBook.org

সবাই চলে গেল। একে একে।
প্রথমে মা, পরে জ্যাঠাইমা।
মেজো কর্তা, মানে জ্যাঠামশাই। ছোট
কর্তা, মানে বাবা। এমন-কি, টম নামের
প্রিয় কুকুরটাও।
গেল সহপাঠী অমল। গেলেন সহকর্মী
অমূল্যদা। প্রেরণাদাতা বোসদা। খঞ্জ
নারানকাকু। ঋষিকল্প মাস্টারমশাই।
মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে অমলাদি।
এমনও আরও কতজন।
কেউ আগে, কেউ পরে। কেউ বয়সে,
কেউ সহসা, কেউ আঘাতে, কেউ
অভিমানে-বিতৃষ্ণায়—অপঘাতে,
আত্মঘাতে।
সে দিনের অকালে মাতৃহারা ছেলে বিলু
আজ বৃদ্ধ। যেন এক যক্ষ, যার একমাত্র
কাজ স্মৃতির দুর্লভ মোহর আগলে
রাখা। জীবনের একেকটি অধ্যায় যেন
একেকটি উজ্জ্বল মোহর। চোখের
সামনে ফিরে-ফিরে ভাসে নানান
অধ্যায়ের টুকরো-টুকরো চলচ্ছবি।
আনন্দের, বেদনার, প্রেমের, প্রতিশোধের,
ব্যর্থতার, রিরংসার, পাপের, সারল্যের।
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্বতাস্পন্দিত
কলমের এই উপন্যাস দু-দিক থেকে
আকর্ষণীয়। একদিকে যুদ্ধের
পটভূমিকায় একটি বিশেষ মানুষের
জীবনকাহিনী, অন্য দিকে ঘটনাঘন সেই
জীবনের সূত্রে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে
অসামান্য উপলব্ধিময় কিছু উচ্চারণ।

www.BanglaBook.org

সন্ধে হয়ে আসছে। সব পাখি ফিরে এসেছে গাছে। এই সময়ে তারা খুব কচরমচর করে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে সারাদিন কে কি করেছে, সব বলাবলি করে। কে কতদূর উড়ে গেছে। নতুন কি জায়গা দেখেছে। কোন্ গাছে কি ফুল ধরেছে। কি ফল ধরেছে কোন্ গাছে। কত কথা! একটু তর্কাতর্কিও হয়। কেউ আবার দল ছেড়ে এক পাশে সরে এসে এক ঝলক গান গেয়ে নেয়। দিনের শেষ গান। পশ্চিমের গোলাপী আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন শেষের প্রার্থনা। পশ্চিমে গঙ্গা। বিশাল, বিশাল গাছের ফাঁক দিয়ে জল দেখা যাচ্ছে চিকচিকে। সূর্য অস্ত যাবার সময় এই জলেই গলে যায় সোনা হয়ে। বেলুড় মঠের বিশাল চূড়া ক্রমেই কালো হয়ে আসছে, আরও কালো। তারও দূরে একটা কারখানার লম্বা, কালো চিমনি আকাশের গায়ে ধূসর ধোঁয়া ছেড়ে লিখছে—রাত এসে গেল, রাত। দূরে কোনও এক বাড়িতে বেজে উঠল সন্ধ্যার প্রথম শাঁখ। গাছের ডালে প্রায় সব পাখিই নীরব হয়ে গেছে, কেবল একটা পাখিই ফড়্ফড়্ করছে। মনের মতো জায়গা পায়নি ঘুমোবার।

বিলু পশ্চিমের জানালার খাঁজ থেকে নেমে এল। সব তার দেখা হয়ে গেছে। আর কিছু দেখার নেই। রাতের প্রথম বাদুড়টাও গাছের ডাল ছেড়ে হুশ করে উড়ে গেছে গঙ্গার দিকে। পশ্চিমের প্রথম তারাটার সঙ্গেও তার চোখাচোখি হয়ে গেছে। সন্ধ্যার সময় নিমগাছের ডাল নাচিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা যে বাতাসটা আসে সেটাও এসে গেছে। দিন তার সব গল্প বলে রাতের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। দক্ষিণের বড় রাস্তায় সেই মজার ঘুগনিঅলার হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। লোকটার বিশাল বড় গোঁফ। ঠোঁটের ওপর ঝুলঝুল করে ঝোলে। গায়ে খাঁকির জামা। তার আবার চারটে পকেট। লোকটা না কি যুদ্ধে গিয়েছিল। ফিরে এসেছে। ছুটি হয়ে গেছে। মন ভাল থাকলে যুদ্ধের গল্প বলে। ট্যাঙ্ক, কামান, প্লেন, বোমা-প্যারাসুট।

বিলুকে দরজার দিকে এগোতে দেখে, তাদের বাড়ির সর্বক্ষণের রাঁধুনী বামুনদি দরজা আগলে দাঁড়াল, 'কোথায় যাবে?'

www.BanglaBook.org

ছ' বছরের ছেলে বিলু পশমের মতো মাথার চুল ঝাঁকিয়ে, বড় বড় নীল চোখ তুলে বললে, 'কেন, আমার মায়ের কাছে যাবো। এখন তো আমার পড়ার সময়।'

বামুনদি বিলুকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'আজ তোমার পড়ার ছুটি। আজ আর তোমাকে পড়তে হবে না। আজ তুমি আমার সঙ্গে বসে লুডো খেলবে, সাপলুডো খেলবে। তোমাকে আমি গল্প বলবো। গান শোনাবো। সেই তারকা রাক্ষুসীর নাচটা নেচে দেখাবো। তারপর আবার বাঘবন্দী খেলবো। তারপর গরম, গরম ফুলকো লুচি, কড়কড়ে আলুভাজা খাওয়াবো। পরেশের দোকানের বড় বড় শাঁখ সন্দেশ খাওয়াবো।

বিলু নিজেকে জোর করে সেই বলিষ্ঠ মহিলার হাত থেকে কোনওক্রমে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'আমি মায়ের কাছে যাবো। যাবোই যাবো। তোমার কোনও কথা শুনবো না। সেই দুপুর থেকে তোমরা আমাকে এই ঘরে আটকে রেখেছো। হু আর ইউ

বিলু মাঝে মাঝে রেগে গেলে ইংরিজি বলে। ইংরিজি গালাগালও দেয় যখন ভীষণ রেগে যায়। যেমন এন ই এস টি, নেস্ট, পাখির বাসা। আর এ এম, র‍্যাম ভেড়া। স্লাই ফক্স। এইচ ই এন, হেন, মুরগী। তার ফার্স্ট বুকের যত কিছু সব গলগল করে বলে যায়। বিলুদের বাড়ি লেখাপড়ার বাড়ি। তার ঠাকুরদা ছিলেন বিখ্যাত মানুষ। সুপণ্ডিত। নামী প্রধান শিক্ষক। বিলুর বাবা, জ্যাঠামশাই দু'জনেই ইংরেজিতে সুপণ্ডিত। বাড়ির চালচলনও সাহেবী কেতার। ব্রাহ্ম না হয়েও ব্রাহ্মধারার। সব বেদান্তবাদী। তেত্রিশ কোটি দেবদেবী নয়, এক ঈশ্বর। সন্ধেবেলা ঠাকুরঘরে বসে প্রদীপ জ্বেলে প্রার্থনা। ভোরবেলা পূব দিকে হাত জোড় করে সমবেত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ। ইংরেজের ভাল দিক আর রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এই বাড়ির সংস্কৃতি। শ্রেষ্ঠ বাঙালি পরিবার হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।

বামুনদি বিলুকে ঝট করে কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'ছিঃ, তুমি কত বুঝদার ছেলে! অমন রাগ করতে আছে। তুমি তো জানো মায়ের অসুখ করেছে। ডাক্তার বদ্যি এসেছে। তুমি এখন ওখানে গিয়ে কি করবে! কত লোক ওখানে গিজগিজ করছে। ওষুধের গন্ধ, ইঞ্জেকসান দিচ্ছে। তোমার ভাল লাগবে না ওখানে!'

বিলুকে বুঝদার ছেলে বললে, তার ভীষণ ভাল লাগে। তখন সে সত্যিই বুঝদার হয়ে যায়। বিলু শান্ত হয়ে বললে, 'সেই সকালে আমি একবার মাত্র

www.BanglaBook.org

গেছি। মা হাত তুলে কি আমাকে বলতে গেল, তুমি অমনি আমাকে তুলে নিয়ে চলে এলে। তুমি বিচ্ছিরি। তুমি আমাকে এই ঘর থেকে বেরোতে দিচ্ছ না কেন ? আমি তাহলে জ্যাঠাইমার কাছে যাব। কখন সন্ধে হয়ে গেছে, প্রার্থনা করতে হবে তো ! ঠাকুরঘরেও যেতে দেবে না !'

'কেন দেবো না ? ঠাকুরঘরের পাশেই তো দক্ষিণের ঘর, সেই ঘরে মা। অনেক লোকজন। তারা ঠাকুরঘরেও ভিড় করে আছে। জ্যাঠাইমা এখন মায়ের কাছে। সবাই চলে গেলেই তোমাকে আমি নিয়ে যাবো।'

কথা বলতে বলতে জল আসছিল বামুনদির চোখে। চৈত্র সংক্রান্তি আজ। গাজনের সন্ন্যাসীরা দূরে কোথাও ঢাক বাজাচ্ছে। ন'পাড়ায় চড়কের মেলা বসেছে। মেলা থেকে সব ফিরছে। শিশুর দল ভেঁপু বাজাচ্ছে। সকালে মেজবাবু বাজার থেকে বেল কিনে এনেছিলেন। কথা ছিল বিকেলে পানা হবে। বরফ দিয়ে। সব ভেস্তে গেল। ছোট বউদির অবস্থা খুব খারাপ। আজ টানা তিন মাস ছোট বউদি বিছানায় পড়ে আছেন। সকালে ঝকঝকে গাড়ি চেপে এসেছিলেন সব চেয়ে বড় ডাক্তার। গম্ভীর মুখ। তাঁর জুতো জোড়াও গাড়ির মতো ঝকঝকে। অনেকক্ষণ দেখলেন। ঘরের বাইরে এলেন। মাথা নাড়লেন। গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন নিচে।

বিলু বামুনদির গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'হ্যাঁ গো, সবাই যদি যেতে পারে আমি কেন পারব না। তুমিই বলো। ওই দেখ, ওদিকে কত কত লোক। আমি একবারটির জন্যে যাই না বামুনদি। আমি মাকে বিরক্ত করব না। বুকের ওপর পড়ব না। আঙুল ধরে টানবো না। কিচ্ছু করব না। দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখেই চলে আসবো।'

'এখন নয় বাবা। আর একটু পরে আমিই তোমাকে নিয়ে যাবো।'

বাড়িটা বিশাল। উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত। দক্ষিণটা সদরের দিক। বিশাল এক বারান্দা ঘুরে চলে গেছে পূব থেকে পশ্চিম হয়ে উত্তরে। এক মহল থেকে আর এক মহলের দূরত্ব এত বেশি যে এ-মহল ও-মহলের খবর পায় না। বিলুর কানে আসছে অস্পষ্ট গুঞ্জন। অনেক লোকের সাবধানে চলাফেরা। বিলু এক ঝলক তার জ্যাঠাইমাকে দেখতে পেল। এক গামলা গরমজল নিয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে চলে গেলেন। বিলুর খুব অভিমান হল—এত ভালবাসেন জ্যাঠাইমা, একবারও কি আসতে পারছেন না।

বিলুর বাবা আর জ্যাঠামশাইয়ের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, প্রাণের বন্ধু অসিতবাবুর দুই ছেলে, সুমন আর কল্যাণ। সুমন ছোট, বিলুর সমবয়সী, কল্যাণ দু'বছরের

www.BanglaBook.org

বড়। দু'জনেই এল। বিলুকে বামুনদির কোলে দেখে কল্যাণ গম্ভীর চালে বললে, 'অ্যাস্, কোলে উঠেছিস কেন? নেমে আয়, নেমে আয়। লুডো খেলি।'

বিলু বললে, 'ধ্যাস, লুডো খেলতে ভাল লাগে না।'

'তুই নেমে আয় তো, হাতির দাঁতের নতুন ছক্কা এনেছি। যতবার চালবি ততবার ছয় পড়বে।'

বামুনদি আশ্চর্য হবার ভান করে বললে, 'হাতির দাঁতের ছক্কা। বাবা, সে তো রাজা, মহারাজরা খেলে। কই দেখি, কই দেখি!'

বিলুর মনটা সামান্য ঘুরলো। সুমনের চেয়ে কল্যাণকে তার বেশি ভাল লাগে। ফর্সা রঙ। গাঁট্টা গোট্টা চেহারা। এক মাথা কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। ভীষণ কালো সেই চুল। বড় বড় চোখ। বড় বড় চোখের পাতা। বিলু কল্যাণকে ভীষণ পছন্দ করে। কল্যাণেরও অনেক গুণ। সে গাইতে পারে, নাচতে পারে। ভীষণ ভাল খেলতে পারে। নানা কিছু উদ্ভাবন করতে পারে। অন্যকে নকল করে দেখাতে পারে। ভীষণ চটপটে। ভীষণ সাহসী। আরশোলা, মাকড়সা দেখলে একটুও ভয় পায় না। ভূতকেও ভয় করে না।

কল্যাণ বেশ বড় মাপের একটা ছক্কা লুডোর বোর্ডের ওপর ফেললে। হাতির দাঁতের যেমন রঙ হয়। সামান্য হলদে। তার ওপর নিকষ কালো ফুটকি। বিলু ঝুঁকে পড়ল। জিনিসটা সত্যিই সুন্দর দেখতে। এমন একটা ছক্কা পেলে সত্যিই লুডো খেলতে ইচ্ছে করে। শুরু হল লুডো খেলা।

ওদিকে দক্ষিণে রাস্তার দিকের বড় ঘরে চলেছে যমেমানুষে টানাটানি। মেজ বউ চপলা, ছোটবউ আরতির পায়ে গরমজলের সেঁক দিচ্ছেন। বাড়ির ডাক্তার নাড়ী টিপে বসে আছেন। ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে এ বাড়ির আদরের বউ। মেজকত্তা বড় ঘর দেখে, স্বভাব দেখে, শিক্ষা দেখে, রূপ দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন ছোট ভাইয়ের। সংসারে কোনও ভাবেই ঢোকার ইচ্ছে ছিল না তাঁর। তিনি প্রথমে চেয়েছিলেন স্বামীজীর আদর্শে বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যাবেন। সংসার বড় ছোট জায়গা। ছোট সুখ, ছোট দুঃখ, ছোট মন, ছোট লোক, সবই ছোট ছোট। ছোট কত্তা পাহাড় ভালবাসেন। আকাশের গায়ে পাহাড় দেখলে ধরতে ছোটেন। একসময় ইচ্ছে হয়েছিল এভারেস্টে উঠবেন। ইচ্ছাটা প্রকাশ করা মাত্রই বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। আত্মীয়স্বজন জনে জনে এসে কেউ হাত জোড় করে, কেউ পায়ে ধরে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল— পাহাড় পাহাড়ের জায়গায় থাক না, তুমি কেন মাথা ঘামাচ্ছ। ছোটকর্তা অচল, অটল। নিজেকে সেই দুরূহ কাজে ট্রেনিং দেবার জন্যে চল্লিশ ফুট লাকলাইন

www.BanglaBook.org

দড়ি কিনে এনে ছাদের আলসেতে বেঁধে পশ্চিমের বাগানে ঝুলিয়ে দিলেন। বাড়ির সবাই হাঁ করে দেখছে। ব্যাপারটা কি হতে চলেছে। ছোটকত্তা দড়ি ধরে দেয়ালে পা দিয়ে দিয়ে তিনতলা থেকে নেমে আসবেন বাগানে। আবার দড়ি বেয়ে উঠে যাবেন ছাদে।

মেজকত্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এই উদ্ভট ইচ্ছেটার কারণ জানতে পারি কী। সব কিছুর তো একটা কারণ থাকবে?'

ছোটকত্তা ছাদে মালকোঁচা মারতে মারতে বললেন, 'মেজদা, তোমার কমান সেন্স সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা ছিল। ক্লাইম্ব শব্দটার সঙ্গে পরিচিত আছ?'

'আছি।'

'মাউন্টেন ক্লাইম্ব করতে হয়। এ তোমার বাড়ির সিঁড়ি নয় যে ধাপে ধাপে উঠে যাবে। এটা সেই ক্লাইম্বিং প্র্যাকটিস।'

'তুমি প্র্যাকটিস করার আগে এই দড়িতেই আমি গলায় দড়ি দোবো। তুমিও প্রস্তুত, আমিও প্রস্তুত দেখি কে হারে,কে জেতে?'

'তুমি একটা কাওয়ার্ড।'

'তুমি একটা ডেয়ার ডেভিল। তোমার কাছে তোমার নিজের জীবনের দাম না থাকতে পারে, আমাদের কাছে আছে।'

'আমি করবই।'

'আমি তাহলে ঝাঁপ দেবোই।'

সেদিন কি যে হত, বলা কঠিন। অচলাবস্থা ভাঙার জন্যে এগিয়ে এলেন মেজবউদি। ছোটকত্তা বউদিকে খুব মান্য করেন। তিনি নিজেই পছন্দ করে মেজ ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছেন। প্রবাসী বাঙালী। মেজ বউয়ের জন্ম, বড় হওয়া, লেখাপড়া, সবই শ্যামদেশে। বাবা ছিলেন রেঙ্গুন হাইকোর্টের নামকরা আইনজীবী। নারী স্বাধীনতার দেশের মেয়ে। চালচলনে পাকা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম মেয়েদের মতো থ্রি-কোয়ার্টার হাতার ব্লাউজ পরেন। সাদা সিল্কের শাড়িই পছন্দ করেন। সাধারণ বাঙালী মেয়ের চেয়ে মাথায় লম্বা। মেজ কত্তাও বেশ লম্বা। সাধারণ বাঙালী মেয়ের মাথা তাঁর বুক ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। সামান্য নারীবিদ্বেষী ছোট কত্তার সমস্ত পরীক্ষা তুড়ি মেরে পাশ করে চপলা এই বাড়ির বউ হতে পেরেছিলেন। লম্বা কিন্তু কোল কুঁজো নয়। নাকটা আর্যদের মতো। চোখ দুটো দেবীর মতো। ছোটকত্তা চোখের মণির উজ্জ্বলতাও মেপেছিলেন। বলেছিলেন 'ল্যাকলাশ্চার' নয়। মানুষের 'কমান সেন্স' না কি চোখে ঝিলিক মারে। ভেটকি মাছের মতো চোখ হলে ভোঁদা হয়। মানুষের জন্মের এক

www.BanglaBook.org

'জার্মান থিয়োরি' ওঁর মতে 'ক্ল্যাসিক্যাল থিওরি' কোথা থেকে রপ্ত করেছেন। প্রচুর পড়াশোনা তো! যত রাত বাড়ে ততই জ্বর বাড়ার মতো, যত রাত বাড়ে ততই ছোট কত্তার পড়ার ধূম বাড়ে। এই বই নামাচ্ছেন। হাতের তালুতে ভটাস ভটাস শব্দ করে ধুলো ঝাড়ছেন। টেবিলে বইয়ের পাহাড় জমতে জমতে, একসময় টেবিল ল্যাম্পটাই চাপা পড়ে যেত। লাজুক মেয়ের হাসির মতো কোনও এক ফাঁক দিয়ে একটু আলোর চুমকি ছুঁড়ত। মেজকত্তা থেকে থেকে পরীক্ষার হলের ইনভিজিলেটারের মতো এসে পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু স্নেহের গলায় বলতেন, 'রাত কাকে বলে তুমি বাই এনি চান্স জানো কী?'

'জানি!'

'রাতের ব্যবহার জানো? হাউ টু ইউস এ নাইট।'

'জানি!'

'তাহলে দিনের মতো ব্যবহার করছ কেন? সামান্য একটু ঘুমের তো প্রয়োজন আছে?'

'প্রয়োজন মানুষ তৈরি করে। ঘুম একটা বদ অভ্যাস। এলেই যখন শুনে যাও একটু ভাল ইংরিজি How do people go to sleep I am afraid I have lost the Knack. I might try busting myself smartly over the temple with the night light. এই দেখ জ্ঞানের মন্দিরে প্রদীপ জ্বেলে বসে আছে মধ্যরাতের পূজারী।'

'এদিকে দেহমন্দির যে গেল। দয়া করে আমার কথা শুনে একটু ঘুমোও।'

সেই ছোটকত্তার ধারণা, ছেলেরা সব মায়ের দিকে যায়। তেজী, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মহিলা সুসন্তানের জন্ম দেয়। চপলার মুখ বাদামের মতো। গায়ের রঙ ইহুদীদের মতো। কণ্ঠস্বর মৃদু কিন্তু স্পষ্ট। রাগী নয় ঋজু। ছোটকত্তার মনে হয়েছিল, মেয়েটি তরুণী ইরাণী-বালা। শিক্ষিতা। মুক্তোর মতো হাতের লেখা। ইংরেজি ভীষণ ভাল জানে। ঘোড়ায়ও না কি চাপতে পারে। মেজর মতো একজন মৃদু স্বভাবের মজলিশী মানুষের জন্যে ভাল একজন প্রশাসকের প্রয়োজন। সেই সর্ব অর্থে ভাল প্রশাসক এখন ছোটকেও স্নেহের শাসনে বেঁধে ফেলেছেন। গুণ আর বিদ্যার দিক থেকে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমানে সমানে।

চপলা এসে দড়িটা তুলে নিতে নিতে বললেন, 'ছোট ঠাকুর এই বিদ্যায় তুমি বড় জোর একটা ভাল হাউসব্রেকার হবে, মাউন্টেনিয়ার হতে পারবে না কোনওদিন। এটা থাক শীতকালে আমরা যখন পাহাড়ে যাব চেঞ্জে, সেই সময়

www.BanglaBook.org

ক্লাইম্বিং হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

ছোট আর মেজো দু'জনেই সে-যাত্রায় প্রাণে বাঁচলেন।

এরপরেই তাঁর সামনে উদয় হলেন ডক্টর ডেভিড লিভিংস্টোন। অবশ্যই মাঝরাতে। বললেন, বীর, সাহসী, জ্ঞানী, এই গৃহকূপে বসে তোমার জীবন নষ্ট করছ ? তুমিই আমার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, ভুল করে বাংলাদেশে জন্মে গেছে। আসলে তুমি জাত বৃটিশ। সেই দিব্যদর্শনে ছোট কত্তা ভূপর্যটক হবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ব্যাপারটা যাতে কোনও ভাবেই অসম্পূর্ণ থেকে না যায়, তার জন্যে খ্রীস্টান হবেন বলে একটা ফতোয়া জারি করলেন। আবার লেগে গেল মেজর সঙ্গে।

মেজ প্রশ্ন করলেন, 'ভূপর্যটনের সঙ্গে ধর্মের কী রিলেশান ?'

'একজন ভাল মিশনারীই একজন ভাল ভূপর্যটক হতে পারেন। বাইবেল আর ক্রুশ, একটা মানচিত্র, বন্দুক, জাঙ্গল নাইফ অর এক ফাইল কুইনিন, এই হল ফোর্স, ইনস্পিরেশান। সেন্টপলস ক্যাথিড্রালে আমার খবর নেওয়া হয়ে গেছে। ফার্স্ট থিং ফার্স্ট। ফার্স্ট আই উইল বি এ ক্রিশ্চান। ডিসাইপ্‌ল অফ লর্ড খ্রাইস্ট, দি এপিটোম অফ লাভ অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস। আথার্টনে বন্দুক আর নাইফ দেখে এসেছি। নিউম্যান অ্যাটলাস।'

মেজ সাহস করে প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের গীতা কি দোষ করল রে !'

'গীতা হল কুরুক্ষেত্রের সঙ্গী মেজদা, ভূপর্যটনের নয়। আবার যদি কখনও কুরুক্ষেত্র হয়, তখন ট্যাঙ্কের টারেটে বসে গীতা পড়ব। তুমি চার্চ দেখেছ ? দেখে এস সেন্টপলস। চূড়া উঠে গেছে আকাশে। চার্চ-বেল যখন বাজে, মনে হয় জীবনের কথা বলছে— লিভ অ্যান্ড লেট লিভ। তোমার গীতা নয়— মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। চার্চের ভেতরে গেলে মনে হয় স্বর্গে গেছি। আর বিশ্বনাথের মন্দিরে যাও ! হরিব্‌ল। অ্যাজ গুড অ্যাজ নরক। পচা ফুল, বেলপাতা, প্যাচপেচে কাদা, গোবর। এই পরিবেশ ছাড়া তোমার ভগবান অ্যাট ইজ ফিল করেন না। মনে আছে বৈদ্যনাথধামে তুমি মরতে মরতে বেঁচেছিলে। বাঁচিয়েছিলুম আমি। তা না হলে বাবা বৈদ্যনাথের মাথায় হাজার খানেক ভীম ভবানীর ঠেলায় যেভাবে উপুড় হয়ে পড়েছিলে বুকের খাঁচা ভেঙে দম আটকে মরতে। চার্চে যাও, দেখে এস ডিসিপ্লিন কাকে বলে। তকতকে ফ্লোর। ঝকঝকে ফার্নিচার, স্টেইনড গ্লাস উইন্ডো। অরগ্যানের উদাত্ত সুর। পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে, সব লাইন দিয়ে প্রার্থনা করছে। আমেন শব্দটা একবার ভাবো ! কি সুন্দর। আর তোমার ভক্তরা ! গামছা পরে ঘটি ঘটি দুধ ঢালছে শিবের মাথায়। তোমাদের

www.BanglaBook.org

পুরোহিত ! ইয়া ভুঁড়ি, আদুর গা, তেলচিটে পইতে, হেঁটের ওপর কাপড়, গলায় গামছা, কপালে এক ধাবড়া কালি, জবাফুলের মতো চোখ। তোমাদের আরতির শব্দ ! স্ট্যান্ড করা যায় না।'

'তোমাদের তোমাদের করছ, তুমি কি ধর্মান্তরিত হয়েছ ?'

'ফর্মালি হইনি, ইনফর্মালি আমি তো অহিন্দুই। মসজিদও আমার ভাল লাগে। নামাজের কি ডিসিপ্লিন।'

সেই রাতেই মেজকত্তা আর মেজবউ পরামর্শে বসে গেলেন। ছোট ক্রমশই রোমান্টিক হয়ে উঠছে। এক্ষুনি ওর বিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বিবাহেই এর সমাধান। রাতটাই ওর কাছে সাংঘাতিক। যেই আমরা দু'জনে দরজা বন্ধ করি তখনই ও সবচেয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তখনই আসেন আমুণ্ডসেন-লিভিংস্টোন-শিপটন পার্টি। বলা যায় না, ও যে-মেজাজের ছেলে, হয় তো সত্যিসত্যিই খ্রীশ্চান হয়ে গেল। কেবলই বলে বিলেত চলে যাব। এদিকে রোমান্টিক ওদিকে ঘোরতর নারীবিদ্বেষী।

মেজবউ বললেন, 'তোমরা নিজেদের কিছুমাত্র চেন না। ছোটঠাকুর মোটেই নারী বিদ্বেষী নয়। সৌন্দর্যের পূজারী। শিশুর মতো সরল। তা না হলে তোমার সামনে আমার প্রশংসা করতে পারে। গ্রাম্য মহিলাতে ওর বিদ্বেষ। ওর চাই বিলিতি ধরনের মেয়ে। তা না হলে বলে, বউদি তোমাকে একটা গাউন তৈরী করিয়ে দোবো।'

'ওই রকম একটা ভাই পাওয়া গর্বের। আমি তো সব পরীক্ষা গড়িয়ে গড়িয়ে পাশ করেছি। ও কিন্তু সব পরীক্ষায় ফার্স্ট। কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়নি। একবার অঙ্কে একশোর মধ্যে নিরানব্বই পেয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ। দেখা গেল পরীক্ষক টোটালে ভুল করেছেন। ও হল আমাদের গর্ব।'

পাশের পাড়াতেই বর্ধিষ্ণু মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাস। এক সময় বিশাল বনেদী পরিবার ছিল। ভেঙেচুরে একটু ছোট হয়ে গেলেও ধনী, অভিজাত, সুসংস্কৃত। সবচেয়ে বড় কথা সবাই সুন্দর। সব চাঁপাফুলের মতো গায়ের রঙ। মুকুজ্যে মশাইয়ের একেবারে পেশোয়ারী শরীর। ছ'ফুট লম্বা। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে যখন রাস্তায় বেরোতেন, মটোর গেলে লোক যেমন সরে দাঁড়ায়, সেইরকম সরে দাঁড়াত। পাঞ্জাবির তলা থেকে দেহের রঙ ফুটে বেরোচ্ছে। ব্যাক ব্রাশ করা চুল। খাড়া নাক। খাঁটি পেশোয়ারী নাক। মিহি ধুতি, চওড়া পাড়। লোকে একটু গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসত। তিনি পাত্তা দিতেন না। গম্ভীর মুখে, রাজহাঁসের মতো, সবার মধ্যে

www.BanglaBook.org

দিয়ে পথ কেটে বেরিয়ে যেতেন। এত রক্ত গায়ে, ফর্সা ভরাট গাল দুটো গোলাপী দেখাত। বড়লোক, কিন্তু নোঙরা বড়লোক নন। বাজে কোনও ব্যাপারে থাকতেন না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্ত। কনফারেনসে প্রথম সারির মাঝের আসন তাঁর জন্যে বাঁধা। নিজেও একজন গাইয়ে। ধ্রুপদ আর ধামারে ওস্তাদ। বড়, বড় শিল্পীরা আসরে বসে তাঁকে না দেখলে মনমরা হয়ে যেতেন। সমঝদার শ্রোতা। শিল্পী ঝট করে একটা ভাল কাজ করে ফেললেই মুকুজ্যেমশাই হায় হায় করে উঠতেন। কেউ সামান্য একটু বেপর্দা লাগিয়ে ফেললেই তিনি ঠিক ধরে ফেলতেন আর চুকচুক করে উঠতেন।

খবরে খবর এসে গেল। মুকুজ্যেমশাইয়ের সংসারে শোকের ছায়া নেমেছে। বলা নেই কওয়া নেই সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী দুম করে চলে গেলেন ; যাকে বলে সংসারটাকে ভাসিয়ে দিয়ে। স্ত্রীকে বড় ভালবাসতেন। সংসারে থাকল এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়ে বড়। ঘটকী চপলাকে রূপের বর্ণনা দিচ্ছে—মনে করো পূর্ণিমার রাতে তোমাদের ছাদে আকাশ থেকে একটা পরী নেমে এল, তুমি তোমার বড় কাঁচিটা দিয়ে রুপোর ডানা দুটো কেটে দিলে। একটা চুমকি বসানো শাড়ি পরিয়ে দিলে। তা মা যা হল মেয়েটি হল তাই। আমি মেয়েমানুষ, তা রূপ দেখে মা আমারই মাথা ঘুরে যায়। ইচ্ছে করে ছেলে হয়ে যাই। এইবার তুমি বলবে রূপ তো হল, গুণ! তা দাও, ফিরিস্তিটা একবার মেলাও। বাপ গান ভালবাসে মেয়ের একেবারে ব্যায়লার মতো গলা। সামনে দিয়ে তোমার চলে যাবে মনে হবে ভেসে চলে গেল তুলোর মতো। লেখাপড়া জানে। সব কাজকর্ম জানে। হাতের কাজ দেখলে চোখ ঠিকরে যাবে তোমার। সুগন্ধী, মানে অঙ্গ দিয়ে সব সময় সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়। বুঝতেই পারছ, সুলক্ষণা, পদ্মগন্ধা। এইবার গড়নপেটন, অবিকল যেন তুমি।

সেই আরতি মাত্র বছর দশেকের মতো সংসার করে ফিরে যাচ্ছে। ঘরের এককোণে চেয়ারে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন মুকুজ্যেমশাই। মেয়ের পাশে রাত জাগছেন পর পর কয়েকদিন। রাজা ক্যানিয়ুটের মতো বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে পেশোয়ারী মানুষটিকে। স্ত্রীকে ভালবাসতেন, চলে গেলেন তিনি। মেয়েটি বড় আদরের। প্রায়ই বলতেন, বুক দিয়ে প্রদীপ আগলাবার মতো করে এই মেয়েকে আমি মানুষ করেছি। বুকের আর সে ক্ষমতা নেই। এ যা বাতাস প্রদীপ নিববেই। বিয়ের পর বাপ মেয়েতে সম্পর্কটা আরও মধুর হয়েছিল। নিজের সংসার বলে তো কিছুই ছিল না। রাজার মতো মানুষটি মেয়ের সংসারে একেবারে মিশে গিয়েছিলেন। একটা প্রাণের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন এই

www.BanglaBook.org

পরিবারে। গানে, গল্পে, মজলিশে। বাইরের ঘরের চেয়ার জুড়ে বসে থাকতেন মনে হত বাড়িটা একেবারে ভরে গেছে। ছোট কত্তা বলতেন, এ সিগনিফিক্যান্ট প্রেসেন্স। একটা উপস্থিতি।

মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে মুকুজ্যেমশাই কি না করেছেন। শ্মশানে গিয়ে রাত জেগেছেন। তান্ত্রিকের কাছ থেকে কবচ এনেছেন। লাইন দিয়ে টোট্‌কা ওষুধ। কবিরাজ এনেছেন। হেকিম এনেছেন। এনেছেন হোমিওপ্যাথ। তিনি ছুটেছেন দেশী পথে। বিদেশী পথে যা করার সবই করেছেন মেজ আর ছোট। দিন ফুরলে, সন্ধে হলে, তেল ফুরলে কেই বা কি করতে পারে। যে রোগ হয়েছে, সে রোগের কোনও ওষুধ বেরোয়নি। যারা টোট্‌কা দিয়েছিলেন মুকুজ্যেমশাই তাদের তুলোধোনা করতে গিয়েছিলেন। তারা বলেছে, এ বোঝাই যাচ্ছে, এ রোগ শিবেরও অসাধ্য।

মুকুজ্যেমশাই ইস্টনাম জপ করছেন। একটা টান অনুভব করছেন, কে যেন টানছে তার মেয়েকে ধরে। মেজকত্তা জানালা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন ওই জানালাটাই বিপজ্জনক জায়গা। ওই পথেই বেরিয়ে যাবে আরতি। দরজা আগলে দীনবন্ধু। দীনবন্ধু এই পরিবারের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। জোয়ান ছেলে। লেখাপড়ায় একটু খাটো। মেজকত্তা একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। গ্রামে বাড়ি। এই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। যেমন খাটিয়ে, তেমনি বিনীত, ভদ্র। মেজকত্তা, ছোটকত্তার সঙ্গে তার মামার সম্পর্ক। দুই বউই দীনুকে ভীষণ ভালবাসে। দীনু ভেতরে ভেতরে অনবরত কেঁদে চলেছে। চোখ দুটো লাল। জল টলটলে। দীনু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেইখান থেকে ছোট মাইমার ধবধবে সাদা পা দুটো দেখতে পাচ্ছে। পাতলা পায়ের পাতা। ছোট মাইমার সবই সুন্দর। হাত দুটো কত লম্বা ছিল। দাঁড়ালে প্রায় হাঁটুর কাছে নেমে আসত। আঙুলগুলোও লম্বা লম্বা। দুল পরা কান দুটো কি সুন্দর দেখাত। আর চোখ! তার তো কোনও তুলনা ছিল না। বড় বড় চোখের পাতা, সব সময় যেন ভিজে ভিজে। মেজ মাইমা গরম জলের সেঁক দিচ্ছেন।

ছোট কত্তা ঘরের বাইরে। পেছনে হাত মুড়ে সমানে পায়চারি করছেন। এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক। আরতি এই সাংঘাতিক খেয়ালী মানুষটিকে একেবারে বশ করে ফেলেছিলেন, তাঁর ছেলেমানুষী দিয়ে। মেয়ে যেমন পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করে ঠিক সেইভাবে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন নিজেকে। দুটো মাত্র কথাতেই ছোটকত্তা জল হয়ে যেতেন, 'বুঝতে পারিনি গো', 'ভুল হয়ে গেছে গো।' ছোটকত্তা পায়চারি করছেন ঘরে। সবাই তাই দেখছে।

www.BanglaBook.org

মনে মনে তিনি চলে গেছেন ডার্কেস্ট আফ্রিকায়। নিঃসঙ্গ এক পথিক। দুর্গম অরণ্য। ঘন অন্ধকার। মাঝে মাঝে আরতির জীবনের নানা মধুর ঘটনা, মধুর ভঙ্গি ভেসে আসছে। বাইরে নিজেকে যতই কঠিন-কঠোর দেখাবার চেষ্টা করুন, ভেতরে বসে আছে মস্ত বড় এক প্রেমিক। পরিচ্ছন্ন প্রেমিক। ছোটকত্তা মাঝে মাঝে আবার জাপানীদের মতো হয়ে যেতেন। চন্দ্রমল্লিকা ফুল, চাঁদের আলো, ফোয়ারা, ঘর জোড়া মাদুর। চীনেমাটি বাটিতে খাবার। এক টুকরো জমিতে জাপানী কায়দার বাগানের পরিকল্পনা করেছিলেন। সেখানে ছোট্ট একটা নদী থাকবে, সাঁকো থাকবে, নকল পাহাড়, গাছ। এইসব ব্যাপারে আরতির ছেলেমানুষের মতো উৎসাহ ছিল। যেসব ব্যাপারে কল্পনা আছে, মায়া আছে, জগৎছাড়া সব ব্যাপার আছে সেইসব ব্যাপার পেলে আরতিকে আর দেখে কে! আরতি রোজ রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর মেজকত্তার কাছে ঘণ্টাখানেক গল্প শুনতেন। মেজকত্তার অসীম প্রতিভা। মুখে মুখে এমন গল্প তৈরি করতে পারতেন শ্রোতার আর নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকত না। বেশির ভাগই উদ্ভট, কিন্তু বলার গুণে সত্যের চেয়েও সত্য। মাঝে মাঝে আরতি মেজকত্তার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত। চপলা এসে আদর করে তাকে তুলে ধরে ধরে ছোটকত্তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। ঘুমিয়ে পড়লে আরতি শিশু। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকত না। কোন দিকে দরজা, কোন দিকে জানালা, সব বেঠিক। কখনও খাবার আগে ঘুমিয়ে পড়লে, খেতে বসিয়ে চপলাকে খাইয়ে দিতে হত। আবার বলে বলে খাওয়াতে হত, তা না হলে পরের দিন সকালেই আরতি অভিমান—তোমরা কাল রাতে রাবড়ি খেলে আমাকে দিলে না।

ডাক্তারবাবু হঠাৎ নাড়ী ছেড়ে দিলেন। ব্যস্ত হয়ে কনুই থেকে গলায় হাত রাখলেন। তাড়াতাড়ি স্টেথো বসালেন বুকে। সোজা হলেন। স্টেথোটা গলায় ঝোলালেন। খুব চাপা গলায় বললেন 'আর দরকার নেই। চলে গেছেন'। ডাক্তারবাবু প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন। বড় একটা খেলা শেষ হলে রেফারি যে-ভাবে বাঁশি বাজান, সেই ভাবে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন—অ্যাম সরি। সোজা বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে। টেবিলে বসে, ডেথ স্যার্টিফিকেট লিখলেন। কাগজটা টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। দীনুর কানে, কানে বললেন, 'রইল'। জুতোর কোনওরকম শব্দ না তুলে নেমে গেলেন নিচে।

ঘর নিস্তব্ধ। কারোর মুখে কোনও কথা নেই। চপলা না হয়ে অন্য কোনও মেয়ে হলে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যেত। চপলা মাথা হেঁট করে নেমে এলেন খাট

www.BanglaBook.org

থেকে। হাতে এনামেলের জলের গামলা। সেই জলে টপটপ করে কয়েক বিন্দু জল পড়ল চোখ থেকে। ছোটকত্তাকে ছ'বছর আগে এই ঘর থেকে বেরিয়ে একটা শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন, তোমার ছেলে হয়েছে। আজ সেই ঘর থেকেই বেরিয়ে ছোটকত্তাকে বললেন, 'যাও দেখা করে এসো।'

ছোটকত্তা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। অদ্ভুত শব্দ করে একবার হাসলেন। কান্নাটাকেই হাসিতে নিয়ে এলেন। ঘরে ঢুকে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গুড বাই'। তারপর বললেন, 'চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে একটু পরিপাটি করে দিলে বেশ হত। কেউ আজ টিপ পরিয়ে দেয়নি?' ফিরে তাকালেন। মেজকত্তাকে বললেন, 'কাঁদছ কেন? মৃত্যু তো শোকের নয় আনন্দের। মুক্তির আনন্দ। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥'

মেজকত্তা দুঃখেও অবাক, ছোট গীতা আওড়াচ্ছে। বাইবেল নয়।

হঠাৎ বিলু লুডোর ঘুঁটি, ছক, সব এলোমেলো করে খাড়া উঠে দাঁড়াল। কল্যাণ হাত ধরে টেনে বসাতে বসাতে বললে, 'এ কি রে! কোথায় যাবি তুই!'

'মা আমাকে ডাকছে।'

'আমরা শুনতে পেলুম না, তুই শুনতে পেলি। মা এখন ঘুমোচ্ছেন।'

'ধ্যাত।' হাত ছিনিয়ে নিয়ে বিলু দরজার দিকে ছুটল। বামুনদি কোনও রকমে তাকে চেপে ধরল। বিলু দু'হাতে বামুনদির খাটো চুল ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার শুরু করল, 'ওরে বাবারে! এরা আমাকে মার কাছে যেতে দিচ্ছে না রে! ও মা, আমি তোমার কাছে যাবো মা।'

কল্যাণ নাচ দেখাতে শুরু করেছে, বাঁদর নাচ, ভাল্লুক নাচ, একের পর এক। বিলু দেখছেই না। চপলা ছুটে এলেন। ওরা খাট আনতে গেছে, ফুল আনতে গেছে। শবযাত্রা হবে নিঃশব্দে, যথোচিত আড়ম্বরে, বিলিতি স্টাইলে। ছোটকত্তার চোখে হিন্দুর শবদাহ একটা পৈশাচিক ব্যাপার। তিনি বলেন বেরিয়াল ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্ড মোস্ট ডিগনিফায়েড।'

চপলা এসে, বিলুর থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়ালেন। চপলাকে বামুনদির চুল ছেড়ে দু'হাত বাড়িয়ে বললে, 'জ্যাঠাইমা গো, আমি একবার মাকে দেখব।'

চপলার কঠিন পরীক্ষা। নিজেকে অচল, অটল রাখার পরীক্ষা। চপলা জানে, বিলু তাকে যেমন ভয় পায় সেইরকম ভালোও বাসে। এখন কোন মূর্তি সে দেখাবে, ভয়ের না ভালবাসার!

www.BanglaBook.org

চপলা বললেন, 'তুমি না বুঝদার ছেলে। তুমি এইরকম করলে হয় বাপি! মা এইসবে একটু ঘুমিয়েছে। তুমি গেলেই ঘুম ভেঙে যাবে। মায়ের আবার সেই যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। তুমি একটু এদের কাছে থাকো। আমি চান করে সব পাল্টে তোমার কাছে আসবো। এখন তোমাকে আমি কোলে নিতে পারছি না বাপি। তোমার সেই দম দেওয়া মটোর গাড়িটা কোথায়!'

কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, সত্যিই তো! দম দেওয়া সেই টুকটুকে লাল রঙের গাড়িটা। বিলুর ভীষণ প্রিয়। কল্যাণ খাটের তলায় নিচু হল। চপলা বললেন, 'দেখ তো বাবা।' বামুনদিকে ইশারা করে চপলা বেরিয়ে গেলেন। কল্যাণ খাটের শেষ মাথা থেকে, শুধু গাড়িটা নয়, আরও একটা মজার জিনিস বের করে আনল। বিলুর জ্যাঠামশাই বিলুকে দিয়েছিলেন, এই বছর তার জন্মদিনে। ভারী সুন্দর একটা কলের পুতুল—'ফ্যাটি কুক'। মোটা ভুঁড়িঅলা একটা লোক। তার মাথায় সাদা, লম্বা রাঁধুনীদের টুপি। তার ডান হাতে একটা হাতা, বাঁ হাতে একটা চামচ। দম দিয়ে ছেড়ে দিলেই, সে অমনি হেলেদুলে, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে সারা ঘরে ঘুরে বেড়ায়। যেন কতই ব্যস্ত। একবার এদিক যায়, একবার ওদিক যায়।

বিলুকে তার মায়ের কাছ থেকে দূরে রাখারই আপ্রাণ চেষ্টা চলছে এই তিন মাস। আরতির অসুখটা তো ধরা গেল না কিছুতেই। কেউ বললেন সূতিকা, কেউ বললেন অন্ত্রে যক্ষ্মা। দুটো রোগেরই এখনও তেমন কোনও ওষুধ বেরোয়নি। যা গবেষণা চলছিল তাও আপাতত বন্ধ। ইওরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আজ আর কাল, এদিকে এল বলে। খবর-কাগজ এলেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েন।

লাল মটোর গাড়ি একবার এদিক থেকে ওদিক যায়, একবার ওদিক থেকে এদিক। কল্যাণ নানা ভাবে চেষ্টা করছে বিলুকে আনন্দ দেবার। ফ্যাটি কুক টলে টলে ঘুরছে সারা ঘরময়। বিলুকে দেখলেই মনে হয় বসে আছে উদভ্রান্তের মতো। উপায় নেই বলেই বসে আছে। সে যে বুঝদার ছেলে। চপলাই এই বিশেষণ বের করেছেন। মানুষের সামনে মানুষের একটা ভাল ছবি এঁকে দিতে পারলে, মানুষ তখন নিজেকেই নিজে অনুকরণ করে। ছোটদের ভেতরে একটা গর্বের বীজ পুঁতে দিতে হয়। সেটাও ক্রমে ছোট থেকে বড় হতে থাকে। চপলা যখনই সময় পান বিলুকে বিলুর ভবিষ্যৎ দেখাতে থাকেন। তুমি বিজ্ঞানী হবে। ব্যায়াম করে তখন তোমার সুন্দর চেহারা। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে প্যাসনে। বাড়ির সামনে গাড়ি। বিলুবাপী জাহাজে চড়ে ইংল্যান্ড যাবে। বিজ্ঞানীদের

www.BanglaBook.org

সভায় পেপার পড়বে। কী হাততালি ! কত প্রশংসা ! একটু একটু করে বিলুর মনে বড় হবার স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতেন। বিলুর মনে সূর্য ওঠাতেন। মনের আকাশ ভরে দিতেন রঙে। বিলুর জ্যাঠামশাইও বিলুকে বিলুরই গল্প শোনাতেন। তাঁর গল্প আরও বিশাল। কখনও বিলু বিরাট ফুটবল প্লেয়ার। একটা খেলায় কত গোলই যে দেওয়াতেন বিলুকে দিয়ে ! কোনও গল্পে বিলু সেন্টার ফরোয়ার্ড। কোনও গল্পে আবার গোলকিপার। বিলুর গোলে কেউই বল ঢোকাতে পারছে না। বিলু তখন চাইনিজ ওয়াল। শুনতে শুনতে বিলুর চোখ বড় বড় হয়ে যেত। একটু থামলেই বিলু অমনি ছটফট করত, তারপর, তারপর। বিলু তাই আজ এমন কাজ করবে না যাতে নাম খারাপ হয়ে যায় ! বিলু যে শ্রেষ্ঠ ছেলে।

চপলা পরিপাটি করে আরতির চুল বাঁধলেন। চুল ছিল বটে মেয়েটার। খোলা চুল নেমে যেত একেবারে পায়ের কাছে। সেই চুল ! ছোটকত্তা এই চুলের ঢল দেখে অবাক হয়ে যেতেন। যাকে বলে থ মেরে যাওয়া। কপালে একটা সিঁদুরের টিপ আঁকলেন ভোরের সূর্যের মতো করে। সিঁথিতে সিঁদুর দিতে দিতে বললেন, 'বেশ কেমন চলে গেলি বল ? আমাকে একলা ফেলে। তোর তো আশার অন্ত ছিল না ! কী হল ! আমি এখন কাকে নিয়ে সংসার করবো। ফর্সা ফুলের মতো শরীরে লাল একটা বেনারসী পরানো হল। সোনার জরির কাজ করা।'

মুকুজ্যেমশাই সহজ সরল মানুষ। তিনি একবার চপলার পাশে এসে ফিশফিশ করে বললেন, 'হ্যাঁ বউমা, কোনও ভাবে কিছু করা যায় না, না ? কোনও সাধুসন্ত মহাপুরুষ ! আমি এখনও বেঁচে আর এমন মেয়েটা আমার চলে যাবে !'

কিছু করা যায় না। 'এ এক অচিন পাখি, কমনে আসে কমনে যায়।'

পায়ে আলতা পরানো হল সুন্দর করে। বউ ভাতের দিন আরতিকে ঠিক যে-ভাবে সাজানো হয়েছিল ঠিক সেই-ভাবে সাজালেন চপলা। যতক্ষণ সঙ্গ পাওয়া যায়। ছেড়ে দিলেই তো চলে যাওয়া। চির যাওয়া। এ এমন নয় যে মাঝে মধ্যে বেড়াতে আসবে। গেল তো গেল তো গেলই। কিন্তু কোথায় ?

সমস্ত কিছু হচ্ছে নিঃশব্দে। বিলুকে জানানো চলবে না। সবাই বলে নাড়ী কাটা হলেও, অদৃশ্য একটা নাড়ীর যোগ থেকেই গিয়েছিল। জানতে পারলে বিলুকে আর সামলানো যাবে না। এক সময় ফুলে ফুলে ঢাকা একটা খাট জনশূন্য পথ ধরে যাত্রা করল। গঙ্গাকে ডান দিকে রেখে, দু সার বাগান বাড়ির মধ্যে দিয়ে। এই পথে দুই বউ রোজই সেজেগুজে বিলুর হাত ধরে পাখি ডাকা

www.BanglaBook.org

ভোরে বেড়াতে বেরোতেন। বড় বড় পাঁচিলের গা বেয়ে উঁকি মারা, ঝুমকোলতা, মাধবী লতা, জুঁই ফুল ফুটিয়ে রাখত। অবাক হয়ে ভাবত সুন্দরী দু'জন কে! ভোরকে আরও বিভোর করতে পথে বেরিয়ে পড়েছে! বিলু ছুটে ফুল কুড়তো। আরতি এক ঝুমকো মাধবী লতা ছিঁড়ে দিদির খোঁপায় গুঁজতো। চপলা আরতির খোঁপায় গুঁজতে গুঁজতে বলতেন—চুল করেছিস বটে! মেয়ের চেয়ে মেয়ের খোঁপা ভারি! রাতের অন্ধকারে গাছে গাছে চলেছে ফুল ফোটার আয়োজনে। সকালে সব অপেক্ষায় থাকবে! কখন আসবে সেই দুই বউ। সঙ্গে সেই ফুল শিশু। দুই বউয়ের এক বউ যাচ্ছে। যাচ্ছে; কিন্তু ফিরবে না আর!

॥ ২ ॥

বিলু এক সময় নিরুপায় হয়ে ঘুমিয়েই পড়ল। চপলাই ঘুম পাড়ালেন। শুনতে পাচ্ছেন দক্ষিণের ঘরে ধোয়াধুয়ি চলেছে। মণি আর নিরঞ্জন এই পরিবারের দুই পুরনো ভৃত্য, ঝাড়ু, বালতি আর ফিনাইল নিয়ে লেগে গেছে কাজে। আরতি সকলের ভালবাসার হলেও তার অসুখটা মোটেই ভাল ছিল না! খুবই সংক্রামক। দুঃখের হলেও সত্য, আরতিকে দেখতে আসতে অনেকেই ভয় পেতেন। ওই দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে চলে যেতেন। এই পরিবারেরই এক আত্মীয় ডাক্তার নিয়মরক্ষার মতো, ঘরের বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে এক নজর দেখে শুধু মাত্র একটি প্রেসক্রিপশন করেছিলেন মুখে, প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিওর।

জানালার বাইরে বাতাস লাগা নিম গাছ চামরের মতো দুলছে। শব্দটা যেন প্রকৃতির দীর্ঘশ্বাসের মতো। এই অঞ্চলটা ফাঁকা ফাঁকা। বিশাল বিশাল মাঠময়দান আর বড় বড় পুকুর। ধারে, ধারে জমিদার বাড়ি। কলকাতার বাবুদের বাগান বাড়ি। এই বাড়িটাও প্রায় সেইরকম। কেবল এর একটা বাড়তি অতীত ইতিহাস আছে। বাড়িটা ছিল ওলন্দাজ রাজকর্মচারীদের কুঠি বাড়ি। সেই কায়দায় তৈরি। সামনের দিকে একটা কাঠগড়া মতো করা আছে। দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠেই। মনে হয় আদালতও বসত। একতলায় একটা গুম ঘর আছে।

আজ রাতে চপলার পক্ষে ঘুমনো অসম্ভব। অকাতরে শেয়াল ডাকছে দূরের মাঠে। গাছের ডালে ভারি একটা কিছু এসে নামল। হয় প্যাঁচা, না হয় বাদুড়। বিলু অকাতরে ঘুমোচ্ছে। চপলা এক ফাঁকে উঠে চোরের মতো পা টিপে টিপে

www.BanglaBook.org

দক্ষিণের ঘরে গেলেন। সারা ঘর তকতকে করে ধোয়া। সমস্ত জানালার খড়খড়ি বন্ধ। খাঁ খাঁ শূন্য একটা খাট। খাটের মাঝখানে একটা পদ্মফুল। বিশাল পিলসুজে বড় একটা প্রদীপ। স্থির শিখায় জ্বলছে। তিন মাসের লড়াই শেষ।

চপলা পেছন ফিরে তাকিয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। দরজার সামনে বিলু। বড় বড় চোখ। কপালের ওপর চুল। ফুলের মতো মুখ। চপলা তাড়াতাড়ি সামনে গিয়ে হাঁটুমুড়ে বসে পড়লেন। বিলু তাকিয়ে আছে, যেন স্বপ্ন দেখছে,

'আমার মা কোথায়? নেই তো!'

চপলা দুহাতে বিলুকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলেন।

বিলু আবার বললে, 'আমার মা কোথায়? নেই তো!'

গলা ধরে এসেছে। গলা দিয়ে করুণ চিৎকারের মতো একটা শব্দ বেরলো, 'মা।'

চপলা বিলুকে কোলে নিয়ে বসে পড়লেন ঘরের লাল মেঝেতে। কান্না এসে গলার কাছে দলা পাকাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে কথা বলা খুবই কঠিন কাজ; তবু বিলুর জন্যে হাসতে হবে।

চপলা ছেলেকে বুকে চেপে ধরে দোল খেতে খেতে বললেন, 'মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে বাবা। দেখবে এইবার একেবারে ভাল হয়ে, আগের মতো সুন্দর হয়ে ফিরে আসবেন'

ধরা ধরা গলায় বিলু বললে, 'মা কী বলে গেল?'

'বলে গেল, বিলু যেন লক্ষ্মী হয়ে থাকে। ঠিক মতো খাওয়াদাওয়া করে, লেখাপড়া করে। বিলু বাপি আমার তোমার কাছে রইল।'

চপলা বড় করে ঢোঁক গিললেন। আর পারছেন না। মিথ্যে দিয়ে সত্যকে ঢাকতে।

'কাল তুমি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে?'

'হাসপাতালে যে ছোটদের যেতে নেই বাপি।'

চপলা মনের চোখে দেখতে পেলেন, শ্মশানে চিতা প্রায় নিবে আসছে। আরতি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক মুঠো ছাই হয়ে যাবে। ভোরের প্রথম পাখি কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে ডাকছে। ঘুম ছাড়েনি। আলোর চিড় ধরছে পূব আকাশে। সময়টা খুবই বিপজ্জনক। এখুনি সব এসে পড়বে শ্মশান থেকে। তার আগেই বিলুকে সরাতে হবে।

চপলা বললেন, 'চলো বাপি আমরা আর একটু ঘুমিয়েনি। তারপর একটু

www.BanglaBook.org

বেড়াতে যাবো।' বিছানায় শুইয়ে বিলুর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। বড় বড় চোখ খুলে শুয়ে আছে ছেলেটা। আরতির মুখখানা একেবারে কেটে বসানো। হঠাৎ দপ করে বিলুর চোখ বুজে গেল। শিশুরা এই ভাবেই ঘুমোয়। বিলুর পাশ থেকে উঠে যেতে চপলার আর সাহস হল না। চিন্তা শিশুদেরও রেহাই দেয় না। যতই বোঝাবার চেষ্টা করা হোক, সন্দেহ যাবার নয়। মায়ের মৃত্যু রেখাপাত করবেই।

ভোর হতেই বিলুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেন চপলা। ভাগ্য ভাল, বাড়িটার দু'প্রান্তে দুটো সিঁড়ি। সদর দক্ষিণে, খিড়কি উত্তরে। ওলন্দাজ জলদস্যুরা অনেক মাথা খাটিয়ে নকশাটা করেছিল। সামনের দিক থেকে আক্রান্ত হলে পেছনের দরজা দিয়ে সদলে পালাবে। আবার সামনের দিক দিয়ে মানুষ ধরে এনে, গুম ঘরে পিটিয়ে লাশ করে, পেছনের দরজা দিয়ে ভাসিয়ে দেবে গঙ্গায়। পেছনের দরজা খুললে একটা সুঁড়িপথ চলে গেছে গঙ্গায়। ভিজে, ভিজে, অন্ধকার, অন্ধকার। ঘাসে ঢাকা। বর্ষায় বড় বড় শামুক ঘুরে বেড়ায়। রাস্তাটার দু'পাশে বড় বড় সাবুগাছ। গ্রীষ্মে মাথার দিকটা বেঢপ ফুলে ওঠে, গর্ভবতী রমণীর মতো। তখনই বুঝে নিতে হবে সাবু ধরেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে কখন একদিন ফট করে ফেটে ঝরতে থাকবে দানা। শুরু হয়ে যাবে কাঠবেড়ালীদের মহোৎসব। নেমে আসবে বুলবুলির ঝাঁক। শালিক আসবে দর্শকের ভূমিকায়। সে এক মহা বনমহোৎসব। পথের শেষে কচ্ছপের পিঠের মতো একখণ্ড জমি। বিশাল, বিশাল অর্জুন, মেহগিনি আর কৃষ্ণচূড়া গাছ। গুঁড়ি, গুঁড়ি ঝরাপাতার গালচে বিছিয়ে রেখেছে তলায়। শুকনো ভাঙা ডাল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে পোড়া কঙ্কালের হাত। গাছের মাথা সেই আকাশসীমায়। বসে আছে দু'একটি ধ্যানী শকুন। কখন কোন শুভক্ষণে অদূর গঙ্গায় ভেসে আসবে মৃতদেহ। গাছের ডাল কাঁপিয়ে বিশাল ডানা মেলে ছায়ার মতো উড়ে যাবে। মাঠের শেষটা গড়িয়ে নেমে গেছে গঙ্গায়। আলো-ছায়া থেকে হঠাৎ আলো। গেরুয়া জল ছুঁয়ে নেমে এসেছে বৈরাগী আকাশ। ভিজে বাতাসে জলের গন্ধ, মাটির গন্ধ। দোল খাচ্ছে জেলে নৌকো। আঁষটে জাল উড়ছে। কাদায় পোতা লম্বা লম্বা বাঁশ। পিটুলি গাছের ঝোপ। ভৌতিক পাকুড়।

চপলার এই দিকটায় আসতে ভালই লাগে। বেশ একটা বিদেশ, বিদেশ, মৃত্যু, মৃত্যু, কোথাও একটা যেতে হবে, যেতে হবে ভাব আছে। অদৃশ্য বাউল যেন একতারা হাতে নাচে। এই মাঠে এলেই চপলার গাইতে ইচ্ছে করে :

www.BanglaBook.org

এ পরবাসে রবে কে হায় !
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে ॥
হেথা কে রাখিবে দুখভয়সঙ্কটে—
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায় রে ॥

আরতি আসতে চাইত না ভয়ে। আরতির কল্পনার খুব জোর ছিল। কত কি অসম্ভব, সম্ভব যে ভাবতে পারত, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। আরতি বলত, দিদি এই জমিটা যদি কেউ খোঁড়ে, দেখবে অনেক তলায় একটা নৌকো আছে। আর সেই নৌকোটায় বসে আছে সতেরটা কঙ্কাল। তাদের গলায় সোনার চেন। হাতে সোনার বালা আর তাগা, কানে দুল, নাকে নাকছাবি। ওরা ছিল সব তীর্থ যাত্রী। কাশী থেকে গঙ্গাসাগর যাবার পথে পাঁচশো বছর আগে ডুবে গিয়েছিল। তার ওপর পলি পড়ে পড়ে এখন জমি। গঙ্গা সরে গেল পশ্চিমে। আরতি এমন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলত যে চপলার একসময় মনে হত, হয় তো সত্যই বা। একদিন হঠাৎ বললে, দিদি শুনতে পাচ্ছিস ? পড়ন্ত বেলার হুহু বাতাস, বহুরকম গাছের পাতার শব্দ, পাখির ডাক ছাড়া চপলা আর কিছুই শুনতে পেল না। আরতি বললে, ঝুমুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না। সিরাজ কলকাতা যাবার পথে এইখানে নৌকো বেঁধেছিল। আর নাচ দেখাতে এসেছিল এই গ্রামেরই এক বাঈজী। সেই বাঈজী আজও সন্ধের ঝোঁকে আসে। রোজ আসে। স্পষ্ট ঝুমুরের শব্দ। কান খাড়া করে শোন।

বিলুর ডান হাতটা ধরতেন চপলা, আর বাঁ হাতটা ধরতেন আরতি। আর বিলু ধেই ধেই করে নেচে নেচে চলত। কখনও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ত। কখনও পেছনে। কখনও ঝুলত। তার আনন্দ দেখে কে ? মা আর জ্যাঠাইমার নির্ভয় আশ্রয়ে একটি শিশুর যত ধরনের চপলতা। আরতির চেয়ে চপলা অনেক সবলা। ধকলটা তারই হত বেশি। বিরক্তি শব্দটা চপলার অভিধানে নেই। নেই অসহিষ্ণুতা। তার মনে হত স্বর্গের উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিশুগাছের শিকড়ে বসে যখন গান ধরতেন, এ পরবাসে রবে কে হায়, আরতি মুখ চেপে ধরতেন—এই গানটা এই জায়গায় বসে গাসনি ভাই, আমার কান্না পায়। চপলা সঙ্গে সঙ্গে গান বদলে গাইত :

এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে,
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি
লহো লহো করুণ করে ॥

চপলা এক হাত দিয়ে পাশে বসা আরতিকে বুকের কাছে টেনে নিত। দু'জনে

www.BanglaBook.org

গলা মিলিয়ে গাইত

যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে
তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদন ভরে
যেন আমায় স্মরণ করে ॥

এই লাইনে আসা মাত্রই আরতির গলা ভারি হয়ে আসত। চপলাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলত, দিদি তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাসনি, তাহলে আমি কেমন করে বাঁচব ! তুই আমার জন্মজন্মান্তরের দিদি। আর ঠিক ওই সময় বিলু এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত দু'জনের কোলে। তখন তিনজনেই উঠে পড়ে খানিক ছোটাছুটি করে নিত। এক সময় আলো জ্বলে উঠত ওপারে, টিপটিপ। আরতি গেয়ে উঠত, ওই দেখ দিদি, নিশি এল দেখে চোখেরি পলকে শূন্য কে সাজাল দীপমালায়। তারপরেই বলত, দিদি চল ভাই চলে যাই, ছেলেটার গায়ে বাতাস লেগে যাবে। আরতির একটু আধটু মেয়েলী কুসংস্কার ছিল, যেটা চপলার একেবারেই নেই।

আজ বিলুর আর একটা হাত ধরার জন্যে কেউ নেই। বিলুর বাঁ হাত চপলার ডান হাতের মুঠোয়। বৃদ্ধ ভ্রমণকারীর মতো দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। সেই আনন্দ নেই। গান নেই। গল্প নেই। হাসি নেই। বিলুর সেই চপলতা নেই। বিশাল বিশাল গাছ মাথা তুলে প্রথম সূর্যের আলো ধরছে। সেই আলো গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে নিচে। গঙ্গার জলে কাঁচভাঙা ঢেউ। বিলু গুটগুট করে হাঁটছে চপলার পাশে পাশে। বেড়ানো নয় একটা দায়িত্ব। বিলুকে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে দূরে রাখা। পাড় থেকে একে একে নৌকো খুলে চলে যাচ্ছে মাঝ গঙ্গার দিকে। ভরা গঙ্গায় জাল ফেলবে জেলেরা। চপলা বিলুকে নানা রকম গল্প বলার চেষ্টা করছেন। তেমন মন লাগছে না। বিলুও কেবল শুনে যাচ্ছে। কোনও প্রশ্ন নেই।

চপলা বিলুকে নিয়ে একপাশে বসলেন। মুক্ত বাতাস, জলের শব্দ, লাল, নীল, সবুজ পালতোলা নৌকো, পাখির ডাক, সবই আছে সেই আগের মতো, কিন্তু প্রাণটাই নেই। আনন্দের হাটবাজার সব ভেঙে দিয়ে অসময়ে চলে গেল আরতি।

গায়ে গা লাগিয়ে, ঘন হয়ে বসে আছে বিলু। বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে তার মাথার চুল। কাঁচের মতো বড় বড় দুটো চোখ। বিলুকে দেখিয়ে ছোটকত্তা বলতেন, আমার থিওরি একবার মিলিয়ে নাও, ছেলেরা মায়ের দিকে যায় কি না ? আরতির খুব ছেলেপুলের শখ ছিল। কি হল !

www.BanglaBook.org

চপলা উঠে পড়বেন ভাবছিলেন, হঠাৎ বিলু মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার মা মারা গেছে তাই না বড়মা !'

চপলা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এত চেষ্টা সব ব্যর্থ ! গঙ্গার ধারে বসে এই প্রসন্ন সকালে এক নিষ্পাপ শিশুকে, তার সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে কি ভাবে মিথ্যে কথা বলবেন ! চপলা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মরে যাওয়া কাকে বলে তুমি জান বাপি ?'

বিলু ঠিক জানে না। এই তো কয়েক বছর হল পৃথিবীতে এসেছে। শুনেছে মানুষ মরে যায়। চলে যাওয়াকেই কি মরে যাওয়া বলে ! 'কাকে বলে বড়মা ?'

চপলা আবার বিপদে পড়লেন। এইবার কী উত্তর দেবেন ? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন 'মানুষ মরে না বাপি। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায়।'

বিলু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলে, 'তাহলে চলে যাওয়াকে মরে যাওয়া বলব ?'

চপলা অবাক হয়ে গেলেন। এইটুকু ছেলের কি কথা ! এখন কী বলবেন !

বিলু এইবার উদাহরণ দিল, 'তুমি রেঙ্গুনে চলে গেলে, বলব তুমি মরে গেলে ?'

চপলার আর কোনও কথা বলার ক্ষমতা নেই। এ কী ? এ তো অসম্ভব ছেলে। তিনি উত্তর হাতড়াতে লাগলেন।

বিলু বললে, 'তাহলে সেদিন যে আমাদের বেড়ালটা মরে গেল, কই সে তো চলে গেল না। বারান্দার ছোট ছাতে পড়েই রইল। মণিদা তখন বস্তায় ভরে এই গঙ্গায় নিয়ে এল। মাকে কি তাহলে তোমরা গঙ্গায় ফেলে দিলে ? কই কাল তো, বাবা, জ্যাঠামশাই, দাদু, দিনুদা, নিরঞ্জনদা কেউ বাড়ি ছিল না। আজও নেই। আমরা তো উত্তরের ঘরে ঘুমোই না ; কাল তবে কেন তুমি আমাকে নিয়ে উত্তরের ঘরে ঘুমোলে ! তুমি রেঙ্গুনে গেলে তোমার ঘরে তো পিদিম জ্বলে না। মায়ের ঘরে জ্বলছিল কেন ? আমাদের রাস্তা দিয়ে যখন বল হরি যায়, তোমরা কেন বল মড়া যাচ্ছে ! মরে গেলেই তো মড়া হয় ; তখন তাকে পোড়ানো হয়। তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলছ কেন বড় মা ?'

বিলু চপলার কোলে মুখ গুঁজে, কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমি সব জানি, আমি সব জানি। মা ওই বেড়ালটার মতো মরে গেছে। ওরা সব রাত্তিরবেলা পোড়াতে নিয়ে গেছে। আমি সব জানি। তাই তুমি সকালবেলা আমাকে এখানে বেড়াতে এনেছ ! তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছ।'

চপলা এইবার নিজেই কেঁদে ফেললেন। একটা অপরাধবোধে ভেতরটা

www.BanglaBook.org

ছেয়ে গেল। ভীষণ বুদ্ধিমান এই শিশুটির প্রতি অবিচার করা হল। শেষ সময়ে আরতির কাছে একবার আনলেই হত। দুপুরের দিকে যখনো তার সামান্য জ্ঞান ছিল, তাকিয়ে, তাকিয়ে এপাশে, ওপাশে বিলুকে খুঁজছিল। একবার যখন ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'দিদি, বিলু', তখন সবাই ফিসফাস করে বাধা দিয়েছিল, বড় ছোঁয়াচে রোগ, বড় ছোঁয়াচে রোগ। বড় দুঃখ পেয়েছিলেন চপলা, ছোঁয়াচের ভয়ে মানুষটাকে এইভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। বেশি বুঝে ফেললে মানুষের এই অবস্থাই হয়। হৃদয়হীন পণ্ডিত। এই শিশুটির কাছে সে আজ মিথ্যাবাদী হয়ে গেল।

বিলুকে নিয়ে কি করবেন যখন চপলা বুঝতে পারছেন না, ঠিক সেই সময় ওপার থেকে একটা নৌকো এসে ভিড়ল এপারে। খুব চেনা একজন কেউ নামছেন। ভদ্রলোকের ধোপদুরস্ত জামা কাপড়। চপলা চোখ মুছে তাকালেন, নারাণ ঠাকুরপো। তাঁদের পরিবারের এক বন্ধু। আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয়। সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে এমন সাহায্যকারী মানুষ আর হয় না। ছোটকত্তা কী সাহসী! ইনি তার ওপর যান। মাথায় সামান্য ছিট আছে। মাঝে মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে যান। বিয়ে থা করেননি। কখনও আমীর, কখনও ফকীর! কখনও রাজবেশ, কখনও নাঙ্গাবাবা। নিজের কোনও স্থায়ী আস্তানা নেই। আরতির অসুখের প্রথম দিকটায় ইনি খুব করছিলেন। কী একটা সামান্য ব্যাপারে মুকুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায়, রাত বারোটার সময় অভিমানে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যাতে যেতে না পারেন, চপলা জুতো লুকিয়ে ফেলেছিলেন। খালি পায়েই বেরিয়ে গেলেন গটগট করে। থাকবো না তো থাকবো না, এমনই খেয়ালী মানুষ। আরতি বাবাকে বলেছিল, তুমি মানুষ চিনলে না। তা পরমুহূর্তে মুকুজ্যেমশাইও বেরিয়ে গেলেন। অবশ্য মিনিট পনেরর মধ্যেই জুতো বগলে ফিরে আসতে হল। গোটা সাতেক লেড়িকুকুর এমন তাড়া করেছিল, চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা বলে জুতো কোলে দৌড়। ফিরে এসে স্বীকার করেছিলেন, আমি একটা বেঢপ রামছাগল।

চপলা দেখছেন নারাণ ঠাকুরপো পাড়ে উঠছেন। পঞ্চাশ ইঞ্চি ধুতি। সামনে লুটনো কোঁচা। গায়ে দুধ সাদা পাঞ্জাবি। একেবারে রাজবেশ। পেছন পেছন, আসছে নৌকোর মাঝি দু'জন। তাদের মাথায় বিশাল এক কাঠের বাক্স। চপলাকে তিনি প্রথমে লক্ষ্য করেননি। হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে এগিয়ে এলেন—'মেজ বউদি আপনি এখানে?' উত্তরটা নিজেই দিলেন, 'অ বুঝতে পেরেছি।' ভীষণ আবেগ প্রবণ, স্পর্শকাতর মানুষ। চোখে জল এসে গেছে।

www.BanglaBook.org

পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। মাথায় বাক্স নিয়ে মাঝি দু'জন নড়বড় করছে।

চপলা বললেন, 'চলো। বাড়ি যাই।'

নারান বিনুর হাত ধরে বললেন, 'যারা বীর, তারা কখনও কাঁদে না। মেয়েরা কাঁদে।'

চপলা জিজ্ঞেস করলেন, 'সিন্দুকে কী?'

'জ্যোতিষের বই। যা ছিল সব নিয়ে চলে এলুম।'

বিলুর নারাণকাকু। খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। বিশাল সিন্দুকটা নিচের একটা ঘরে ঢুকলো। জানালাহীন ঘুপচি একটা ঘর। অনেকটা বন্দী নিবাসের মতো। ধবধবে পাঞ্জাবিটা একটানে খুলে পেয়ারাগাছের শুকনো ডালে ঝুলিয়ে দিলেন। বাতাসে সেই পাঞ্জাবি পতাকার মতো পতপত করে উড়তে লাগল।

চপলা বললেন, 'এটা কি হল? হ্যাঙারে ঝুলিয়ে আলনায় রাখলে ক্ষতি কী? ছিঁড়ে যাবে। কাকে নোংরা করে দেবে?'

'এটা হল সন্ধির শ্বেত পতাকা। আমি ক্যালক্যুলেশান করে দেখলুম, তেইশ বছর সময় খুব খারাপ। ওয়ান বাই ওয়ান, একে একে সব যাবে। দৃষ্টি পড়ে গেছে। মহারিষ্টি যোগ। তাই একটু সাদা দেখাই। সারেন্ডার। হাত তুলে দিয়েছি। এইবার তুমি কী করবে করো।'

'এইটা আমি ঠিক বুঝি না ঠাকুরপো।'

'বোঝার দরকার নেই। যা হচ্ছে হদ্দাও, যা যাচ্ছে যেদ্দাও।'

ফাঁ ফাঁ করে বিশাল দু'টিপ পরিমাণ নস্যি দু'নাকে গুঁজে দিলেন। পায়ের ঝকঝকে দু'পাটি গ্রিসিয়ান জুতো একটা ডাব্বার মধ্যে ফেলে দিয়ে মালকোঁচা মেরে চলে গেলেন দক্ষিণের ঘরে। সেখানে যেন প্রথম দিনের যুদ্ধের পর পাণ্ডবসভা বসেছে।

ছোটকত্তা শুধু একটি কথাতেই অভ্যর্থনা জানালেন, 'জাস্ট ইন টাইম'।

নারাণ আরতির খাটে বেশ কিছুক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে বসে রইলেন নিশ্চল হয়ে। আদুর গা। চওড়া পইতে পিঠের ওপর দিয়ে খেলে গেছে। নধর সাত্ত্বিক চেহারা। যখন আমিরী ভাবে থাকেন তখন চেহারায় বেশ একটা কান্তি আসে। ওই ভাবে বসে থাকতে, থাকতে নারাণ খাটের কাঠের খাঁজ থেকে লম্বা এক গুছি চুল টেনে বের করে আনলেন। ঘরের সকলকে দেখিয়ে বললেন,

'এটা কার কাণ্ড! এ তো দেখছি তুকতাকের ব্যাপার। ছোট বউদির চুল।

www.BanglaBook.org

এর সঙ্গে তো আরও কিছু থাকার কথা। চুনের মোড়ক, জবাফুল, পায়ের নখ।'

ছোটকত্তা ছাড়া সবাই ঝুঁকে পড়লেন বিষম কৌতূহলে।

মেজকত্তা বললেন, 'সে আবার কী? তুকতাক কে করবে? এসব করার তো কেউ নেই এ বাড়িতে!'

'আপনাদের এই বাড়িতে বাইরের লোকই তো বেশি। এটা তো ধর্মশালা। মেজ বউদি বলতে পারবেন।'

ঠিক সেই সময় বিলুকে নিয়ে চপলা ঘরে এলেন। বিলুকে দেখে সবাই প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠলেন, 'এ কী?'

চপলা বললেন, 'আর লুকোবার প্রয়োজন নেই, ও সবই জানে। অনেক আগেই জানে। বুঝদার ছেলে তো!'

বিলুর ভেতরটা আবেগে ফুলছিল। বুঝদার শব্দটা তার কান্না থামিয়ে দিল। বিলু ঝাপসা চোখে তাকিয়ে রইল খাটের দিকে। প্রসঙ্গটা ঘুরে গেল সদ্য আবিষ্কৃত চুলের বিষয়ে।

ছোটকত্তা নীরব ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'অপরাধী আমি। ওটা তুকতাক নয়। একটা সেন্টিমেন্ট। চুলের ডগা থেকে আমিই একটু কেটে রেখেছি। পরে ঠিকমতো সংরক্ষণ করব বলে। আমার কাছে একটা কিছু স্মৃতি থাকা চাইতো। আমি তখনই বলেছিলুম, মেজদা, সংসারে আমাকে ঢুকিও না। আমার আকাশ, পাহাড়, বাড়ীই ভাল। এরা কখনও ছেড়ে যায় না। যে যায় সে তো যায়, যে থাকে তার হোঁচটটা একবার ভাবো! জীবনে যে মানুষ কাঁদেনি সেও কাল কেঁদেছে। না, না, দ্যাটস ভেরি ব্যাড। ডিসগ্রেসফুল। কি করবো! কেঁদে ফেললুম। আর এই যে কান্না একবার আমার ভেতরে ঢুকলো, এ কী আর সহজে বেরোবে। রয়েই গেল। তোমরাই আমার স্বভাবটা খারাপ করে দিলে। আই ফল আপঅন দি থর্নস অফ লাইফ! আই ব্লিড! দেখছ! আমার চোখে জল আসছে। ক্যান ইউ ইম্যাজিন আই অ্যাম ক্রাইং! হোয়েন দি ল্যাম্প ইজ শ্যাটারড্। দি লাইট ইন দি ডাস্ট লাইজ ডেড্।'

ছোটকত্তা মুখ নিচু করলেন। একটু সামলে বললেন, 'আমি জানি ছেলেটাকে দেখিয়ে তোমরা আবার ষড়যন্ত্র করবে পিঁড়েতে বসাবার। আই অ্যাম দি লাস্ট পার্সন। ভুল একটা করিয়েছো, বিশ্বাসঘাতক করতে পারবে না। আমি বাকি জীবনটা বাঁচবো স্মৃতিতে কল্পনা নিয়ে। তোমাদের জীবন পরিকল্পনা ইউসলেস, ফুল অফ ব্লান্ডার্স অ্যান্ড পিটফল্‌স। মেজ বউদি আছেন, মেজদা আছে ছেলেটার জন্যে আমি ভাবি না। যে অপরাধ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে

www.BanglaBook.org

করতেই হবে।'

'ছোড়দা আপনার অপরাধটা কী?' নারাণ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি মুখে বলতে পারব না, তবে আমি লিখে রেখে যাবো। আমি শুধু আমার জাজমেন্টটা কত ভুল তাই দেখছি। মুকুজ্যে মশাইয়ের অমন শরীর, স্বাস্থ্য দেখে ভেবেছিলুম, তাঁর যখন মেয়ে নিশ্চয় দীর্ঘজীবী হবে। এ তো দেখি তিরিশের চৌকাঠও পেরোতে পারল না। মানুষের বাইরের অ্যাপিয়ারেনসের কোনও দাম নেই। মিসলিডিং।'

মুকুজ্যেমশাই অধোবদন। হাতের ফর্সা ফর্সা আঙুল নিয়ে খেলা করছেন আত্মস্থ হয়ে। ছোটকত্তা শ্বশুরমশাইকে কখনও বাবা বলে সম্বোধন করেননি। ওটা বড় বাঙালি ব্যাপার। ছোটকত্তা কখনও শ্বশুরবাড়ি যাননি। ওটা ভীষণ ইডিওটিক। পমেটম টমেটম মেখে বেনারসী বউ নিয়ে যাচ্ছ কোথায়, না শ্বশুর বাড়ি। একেবারে মেয়েলী ব্যাপার।

মুকুজ্যেমশাইকে দেখলে করুণা হয়। তাঁর হয়ে মেজকত্তা বললেন, 'ওঁর কী দোষ! আরতির তো এটা ন্যাচারাল ডেথ নয়, আননেচারাল। কোথা থেকে একটা ইনফেকসান এসে গেল। এমন ইনফেকসান, যার কোনও ওষুধ নেই। মুকুজ্যেমশাই বা কি করবেন, আর আরতিই বা কি করবে! এভরি থিং ইজ ভাগ্য।'

'নট ইওর ড্যাম ভাগ্য। এভরি থিং ইজ ইমিউনিটি। আর ইমিউনিটি আসে পার্সোন্যাল হেল্‌থ থেকে। ইনফেকসান ধরবে কেন? ইমিউনিটি শুড কিল ইট। এই তো এত বছর বেঁচে আছি একবারও আমার ফ্লু হয়েছে? হয়নি, হবে না কোনওদিন। আমার বাবা আমাকে সেই ইমিউনিটি দিয়ে গেছেন।'

চপলা বললেন, 'আজ এইসব আলোচনা থাক না। স্থান, কাল, পাত্র ভুলে গেলে চলে! ভাগ্য আমিও মানি না, কিন্তু ভাগ্য তৈরি হয়ে যায়। আরতির মৃত্যুর জন্যে দায়ী ইংরেজ সরকার। দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াও। অন্ধকার থেকে এই সমাজকে আলোতে নিয়ে যাও, আরতিরা আর মরবে না। ছোটঠাকুর ব্যাপারটা তুমি পরে একটু ভেবে দেখ ঠাণ্ডা মাথায়। বিলুর জন্মই আরতির মৃত্যুর কারণ।'

নারাণ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমার ক্যালকুলেশান একেবারে অভ্রান্ত। আমি বলেছিলুম। ও যদি আর একটা মাস পরে জন্মাতে পারত। তাহলে আর কোনও ভয় ছিল না।'

ছোটকত্তা বললেন, 'স্টপ ইট। বউদি ঠিক বলেছে। আমরা স্থানকালপাত্র

www.BanglaBook.org

ভুলেছি। অসভ্যতা করে ফেলেছি। এখন আমরা আমাদের নর্মাল কাজ কর্মে ফিরে যাবো। আরও কাজ, আরও কাজ। ওয়ার্ক কনকারস অল।'

॥ ৩ ॥

বিলুর জন্মই আরতির মৃত্যুর কারণ। সেই ছয় কি সাতবছর বয়সে শোনা এই কথাটি আমার মনে আজও গেঁথে আছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। পরিত্যক্ত জীর্ণ একটি কুটিরের মতো। আমার এই খাঁচায় অনেক পাখি ছিল। বা আমিই ছিলাম এক সোনার খাঁচায়। অনেক পাখির মেলায়। একে একে সবাই উড়ে চলে গেছে। প্রত্যেকেই ফেলে রেখে গেছে বহু বর্ণের স্মৃতির পালক। আশ্চর্যের ব্যাপার পৃথিবীর এত কিছু বদলাল। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে শহরের জোয়ার উপচে এসে সত্তর বছর আগের নীরব শান্ত পল্লীটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ; কিন্তু উত্তরদিকটি আজও পড়ে আছে সেই অতীতে। বর্তমান সেখানে প্রবেশপথ পায়নি। উত্তরের খিড়কির দরজা খুললেই সেই সুঁড়ি পথ। ঘাসের স্বভাবে অদ্ভুত এক পরিমিতি বোধ আছে। বাড়ে আবার নিজেরাই ছোট হয়ে যায়। অজস্র ফার্নের জটলায় আপনা থেকেই জন্মেছে পাতাবাহার। সেই শামুকের দল। জানি না, এগুলো সেই সত্তর বছর আগের শামুক কি না। পথ হেঁটে হেঁটে গিয়ে উঠেছে সেই কূর্মাকৃতি ভূমিখণ্ডে। সার সার সাবু গাছ এখনও আছে। জৈষ্ঠ্যে তাদের গর্ভসঞ্চার হয় যথারীতি। সেই মেহগিনি, শিশু, কৃষ্ণচূড়া আকাশ ছেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্তরের বৃদ্ধ যখন তিনকদম হেঁটে এক দমক নিঃশ্বাস নেবার জন্যে দাঁড়ায়, গাছেরা বলাবলি করে, আরে বিলু না কী ! কেমন আছ হে ! বৃক্ষরাজ জানি না কেমন আছি, তবে তোমার তলায় বসে চৌষট্টি বছর আগে শেখা একটি গান শোনাতে পারি। আমি এই যে-জায়গাটায় বসছি এখানে দুই সুন্দরী রমণী পাশাপাশি বসে গেছেন। পরস্পর পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে। তাঁরা ছিলেন আমার মা আর বড়মা। তাঁরা এই গান গাইতেন তুমি শুনেছ। সেই বড়মা এই গান আমাকে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে বলে। কেমন আছি ? তাই তো ? দম নেই। তবু সুরেই শোনাই :

এ পরবাসে রবে কে হায় !
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে

www.BanglaBook.org

তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায় রে।

হঠাৎ আমার বয়েস যেন কমে এল। দেহ খাটো হয়ে গেল। আমি সেই বিলু। এ গলা আমার বড় মায়ের। দুখ ভয় সঙ্কটে এই প্রান্তরে তাঁরাই আমাকে রেখেছিলেন। দেখ, তুমি আছ, ওই গঙ্গাও আছে, এই মাটি তোমাদের সত্তর বছর ধরে ঝরানো সব পাতা বুকে ধরে আজও রয়েছে। আমিও হয় তো আছি আরও কিছু দিন। শুধু তাঁরাই নেই। কিন্তু গাছ, বয়স এমন জিনিস, সময় যত এগোয়, মন তত পেছোয়। দু'জনেই পথিক, একজন এগোচ্ছে সামনে, একজন যাচ্ছে পেছনে। তুমি এক বালতি জলে একটা টাকা ফেলো। এইবার জলটাকে নাড়িয়ে দাও। টাকাটা আর দেখতে পাবে না। জল শান্ত হলেই দেখবে বালতির তলায় চকচক করছে টাকা। স্মৃতি হল ওই টাকা, যৌবন হল অশান্ত জল। যৌবনের ঘোড়া জীবনের মাঠ পেরিয়ে চলে গেছে। প্রশান্ত বার্ধক্যের তলায় একে একে খুঁজে পাওয়া যায় স্মৃতির খণ্ড। আমি এখন ইচ্ছে মতো বড় হতে পারি, ছোট হতে পারি। যা আমার মনে পড়ার কথা নয় তা-ও মনে পড়ে। স্পষ্ট। যেন এই তো সেদিন। আমি তোমার অজস্র শিকড়ের গুপ্ত কন্দর থেকে অটুট একটি বাদাম বের করে আনতে পারি। চপলা আরতির ঠোঁটে গুঁজে দিচ্ছিল, হঠাৎ পড়ে গেল। পড়ল তোরা টানা পামশুর ওপর। পড়েই গড়িয়ে গেল। গাছ, তোমার মনে আছে, সে যুগের মেয়েরা এক ধরনের মুখ চাপা জুতো পরতেন। সাদা ডোরাকাটা কালোর ওপর সাদা ডোরা। কী অপূর্ব দেখাত! দুধের মতো পা। কুচকুচে কালো জুতো। সিল্কের শাড়ির চওড়া পাড় তার একটু ওপরে। আবার পুরো হাতা সাদা ব্লাউজ। কুচকুচে কালো চুল। বিলু ছুটছে। বিলু গাছের শুকনো ডাল দিয়ে ঝরা পাতায় খোঁচা মারছে। যেই কোনও পোকা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠছে সাহসী বিলু অমনি ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দু'জনের কোলে। তাঁরা খুব সুন্দর একটা গন্ধ মাখতেন গায়ে। সেই গন্ধটাও আমার নাকে লেগে আছে। গঙ্গার বাতাসে চুল উড়ছে। উড়ছে শাড়ির আঁচল। তখন দিন হত স্বপ্ন নিয়ে, রাত নামত কল্পনার ডানা মেলে। ঘুম যেন নীল সমুদ্রে দোল খাওয়া ফুল। জীবন যেন বৃষ্টি ধোওয়া ঘাসের মতো সবুজ। তখন মনে হত প্রতি দিন বাঁচি, এখন মনে হয় প্রতিদিন মরি। তখন মনে হত এক একটা দিন প্রজাপতির মতো উড়ে যাচ্ছে। এখন মনে হয় এক একটা দিন মরা শ্যাওলার মতো শরীরে লেপ্টে যাচ্ছে। রোজ সকালে চোখ মেলে দেখি দিন এল। রাতে চোখ বোজবার সময় ভাবি, দিন গেল।

মৃত্যু আমার জীবনে প্রথম ছাপ মেরে গেল সেই বাল্যকালেই। জানিয়ে দিয়ে

www.BanglaBook.org

গেল, আমার অদৃশ্য হাত তোমায় ঘিরে আছে। জীবন যেন এক মেলার মতো। সবাই বেশ বসেছিলুম গাছের তলায়। একজন একজন করে সবাই উঠে চলে গেল। 'আচ্ছা আমি তাহলে আসি, তোমরা রইলে।' শেষে আর তোমরা নয়, কেবল তুমিই রইলে।

আমি সেই শিশুগাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। ভোরের আলোয় চারপাশ ভেসে যায়। সেই সত্তর বছরের পুরনো আকাশ মাথার ওপর উপুড় হয়ে আছে। সেই সত্তর বছরের পুরনো বাতাস। ধীরে, ধীরে, সব ফিরে আসতে থাকে। বুঝতে পারি জীবন এমন এক খেলা, যে খেলায় জেতা যায় না। সময় বড় শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। এই নাটকে সবাই 'এক-অঙ্কের-অভিনেতা'। ফিরে আসার উপায় নেই। তবু চেষ্টা করি, মানুষ যদি ঝিঁকি মেরে ওপরের জিনিসের নাগাল পেতে পারে, তাহলে ঝুঁকে পড়ে নিচের জিনিসের নাগাল পাবে না কেন?

ওই আলো-আঁধারী মাঠে আমাকে ওই ভাবে ঘুরতে দেখে একদিন ছোট্ট একটি মেয়ে প্রশ্ন করলে, 'তুমি কী করছ দাদু?'

'খেলা করছি মা।'

'কি খেলা গো?'

'চোর চোর।'

'তুমি বুঝি চোর?'

'হ্যাঁ মা।'

'ওরা বুঝি সব লুকিয়ে আছে?'

'হ্যাঁ মা।'

'কোথায়?'

'ওই যে গাছের আড়ালে, আড়ালে।'

'শোনো, তুমি কি একটা পাগল? কেউ তো কোথাও নেই!'

মেয়েটি ছুটে পালাল। সত্যিই তো। কেউই তো নেই কোথাও। একা আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি প্রেতাত্মার মতো। ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে ঘুরছি নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধ। গঙ্গার ধারের সেই জায়গাটায় গিয়ে বসলুম, রোজই যেমন বসি। পাশে হেলান দেবার মতো কেউ নেই। পাড়ে একটা নৌকো এসে ভিড়ল। দেখি, সেই নারাণকাকু নেমে আসেন কি না! একজন ফিরে এলে, বাকি সবাই আসবেন। না তা হয় না।

www.BanglaBook.org

॥ চার ॥

রিলে রেসের মতো বিলু এক হাত থেকে আর এক হাতে চলে এল। চপলাই তার মা। আরতি ছিল একেবারে ছেলেমানুষ। বিলুর মতোই। বিলু আর আরতি যেন ভাইবোন। বিছানায় শুয়ে দু'জনে মারামারি। সব বালিশ ছিটকে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। চাদর এলোমেলো হয়ে গেল। খাটের পাশের টেবিল উল্টে গেল। চপলা দৌড়ে এলেন, 'এ কী কুরুক্ষেত্র!' বিলু তখন মায়ের বুকের ওপর পড়ে সমানে কাতুকুতু দিয়ে চলেছে। আরতি চিৎকার করছে, 'দিদি বাঁচা। দিদি বাঁচা।' আরতি আর বিলুর দুপুরটা ছিল বড় আনন্দের, মুক্তির, স্বাধীনতার। বাড়ির দুই কর্তাই বাইরে। ছেলেকে নিয়ে আরতি ফিরে যেত তার শৈশবে। দু'জনেই তখন সমবয়সী। ঘুপচি ঘাপচিতে ভরা বিশাল বাড়ি। বারান্দার ঘোর প্যাঁচ। দু দিকে দুই সিঁড়ি। সিঁড়ির ঘর। ছাতের সিঁড়ি। শুরু হল আরতি আর বিলুর চোর চোর খেলা। এ বলে টুকি, ও বলে টুকি। চপলা বলেন, 'ওরে এই ঠিক দুপুরবেলা দুটোতে একটু লক্ষ্মী হয়ে শো না। সন্ধের দিকে শরীরটা একটু ঝরঝরে লাগবে।' কে কার কথা শোনে! বিলু একদিন 'টুকি', বলে এমন লুকোলো যে খুঁজেই পাওয়া যায় না। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। শেষে আরতির কান্না। 'ও দিদি ছেলে আমার পাতালে চলে গেছে।'

চপলার বিশাল, বিশাল দুটো খাতা ছিল। মোটা বালি বালি কাগজ দিয়ে বাঁধাই করা। রেঙ্গুনের সঙ্গী। সেই খাতায় আঁকা যত নকশা আর ডিজাইন। বিলু দেখত আর অবাক হয়ে যেত। ফুল, লতা, পাতার কত ঘোর প্যাঁচ। টোপা টোপা ফুলের পাপড়ি আর মাঝখানের বুটি কি সুন্দর! বিলু স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখছে তো দেখছেই। চপলা বলতেন, 'তোমার কেন এত ভাল লাগছে জানো বাপি, এর মধ্যে আছে জ্যামিতি। আর একটু বড় হলেই তুমি শিখবে জ্যামিতি। প্রকৃতির সবেতেই আছে নিখুঁত জ্যামিতি।'

চপলা দুপুরবেলা সেই নকশার খাতা নিয়ে বসতেন। ছুঁচ, সুতো, কুরুশ কাঁটা নিয়ে এমব্রয়ডারি করছেন, আরতি এসে নাড়া দিচ্ছে, 'দিদি চল, বিলু পাতালে তলিয়ে গেছে।'

বিলু আর পারল না। সে এতক্ষণ চপলার পেছনে আঁচলের তলায় লুকিয়ে ছিল। পাতলা, নীল, আঁচলের ভেতর দিয়ে দেখছিল নীল জগৎ। কুঁক কুঁক করে হেসে উঠল। বিলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আরতির কান্না, 'ওরে তুই যদি সত্যিই পাতালে তলিয়ে যেতিস!'

www.BanglaBook.org

চপলা হাসতে হাসতে বলতেন, 'তুলি, তোর পাতাল কোথায় আছে ?'

চপলা আরতির একটা আদুরে নাম রেখেছিলেন তুলি। শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো দেখতে তাই তুলি। আরতির বিশ্বাসে পাতাল ছিল। কল্পনায় সে দেখতে পেত পাতাল। সর্পরাজ বাসুকির রাজত্ব। থরে থরে সাজানো সোনার ঘড়া। মোহরের পাহাড়। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে বড় বড় হীরের টুকরো।

বারান্দার একটা দিক পূবে বেঁকে একটা চৌকো মতো অংশে শেষ হয়েছে। সেটা বাগানের দিক। থাম বেয়ে বাগান থেকে লতিয়ে এসেছে মাধবীলতা। আরতি ওই জায়গাটায় বিলুকে চান করাত। বড় সুন্দর জায়গা। অনেকটা কুঞ্জবনের মতো। রোদ ঝলমল। হঠাৎ একটা পাখি উড়ে এল। প্রজাপতির ঝাঁক দোল খেয়ে গেল মাধবীলতায়। আরতির কল্পনা আরও এক ধাপ এগিয়ে যেত। ছেলেকে বললে, 'আয় তোকে একটা যমুনা তৈরি করে দি।' নর্দমার মুখ বন্ধ করে ঢালা হল বালতি বালতি জল। পায়ের পাতা ডুবে যাওয়ার মতো হল। তার বেশি আর করা যেত না। জল বেরিয়ে যেত। ভাসিয়ে দেওয়া হল মাধবী ফুল। ভাসল বিলুর রাজহাঁস। গটাপার্চার তৈরি। কাগজের নৌকো। পরিপূর্ণ যমুনা। বিলুর তেলমাখা শরীর সেই যমুনায় পিছলে বেড়াত। হাত ছুঁড়ছে, পা ছুঁড়ছে। জল ছিটকে আরতিও ভিজছে। ফর্সা কপালে জড়িয়ে আছে ভিজে চুল। সারা মুখে মুক্তোর দানার মতো জলের বিন্দু। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ির প্রায় সবটাই ভিজে। খাড়া নাক। যেন মোম দিয়ে তৈরি। নর্তকীদের মতো দুই হাত। সেই হাতে মাঝে মাঝে নিজেই জলখলবল করে দিচ্ছে। ছেটকানো জলে সূর্য পড়ে নীল, লাল, হলুদ, গোলাপী রঙের বর্ণ বিভঙ্গ। মাঝে মাঝে আলুর হাঁসটাকে ঠেলে দিচ্ছে। দুলতে দুলতে ভেসে যাচ্ছে এ-মাথা থেকে ও-মাথায়। এরই মাঝে বারে বারে নৌকাডুবিও হচ্ছে।

পাশেই রান্নাঘর। চপলা বামুনদিকে রান্নার তালিম দিচ্ছেন। চপলা বহুরকম রাঁধতে জানেন এবং অসম্ভব ভাল রাঁধেন। বামুনদি আধা-শহরের মেয়ে। রাঁধতে প্রায় জানতই না, ক্রমশই পাকা হয়ে উঠছে। শেখার ইচ্ছে আছে, বয়েস আছে, উৎসাহ আছে, শরীর আছে, শক্তি আছে। চপলা অনেকক্ষণ ধরেই শুনছিলেন, মা আর ছেলের কলরবলর। খুন্তি নিয়ে তেড়ে এলেন, 'ওঠ, শিগগির ওঠ। একঘণ্টা হয়ে গেল বুড়ির হুঁশ নেই। দুটোতেই এবার জ্বরে পড়বে।' আরতি অমনি বলবে, 'তুইও আয় না দিদি আমাদের যমুনায়।'

'তোর যমুনা আমি বের করছি। আজ ছোট ঠাকুর আসুক। আমি যদি না বলেছি।'

www.BanglaBook.org

চপলা কেমন করে আরতি হবে ! আরতির মতো সুন্দর একটা শিশুর মন পাবে কোথা থেকে ! সারাটা দিন বিলুর সঙ্গে সমানে কে ছেলেমানুষী করবে ! বিলু তাকে একটু ভয় ভক্তি করে। চপলার চেহারায় একটা মেমসায়েব, মেমসায়েব ভাব আছে। এক মাস রেঙ্গুনে থেকে, প্রথম বাড়িতে ঢোকামাত্রই বিলু ভয়ে দৌড় মারবে। রান্নাঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘর। সেই ঘরে বিশাল বড় একটা জালা আছে। জালায় থাকে, রান্নার আর খাওয়ার জল। বিলু তার আড়ালে গিয়ে লুকোবে। চপলাকে দেখে ভীষণ ভয়। দুধে আলতা রঙে লালের ভাগ আরও বেড়েছে। তেমনি সাজ পোশাক। তেমন চুল। কেমন যেন অচেনা। পাতলা ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে। হাতের আঙুলগুলো যেন বিদ্যুতের মতো। বড়মা যেন আরও লম্বা হয়ে গেছে। বিলু যেন আগুন দেখছে। জালার আড়ালে চোখ বুজিয়ে চুপটি করে বসে থাকত। আর বাড়ি এসে চপলার প্রথম কাজই ছিল বিলুকে কোলে নেওয়া। একমাস না দেখে আছেন। এই অদর্শনই ছিল ভীষণ কষ্টের। পুতুলের মতো ছেলেটা। কোথাও গেলে ওর কথাই বেশি মনে পড়ে। নিজের তো ছেলেপুলে হল না। সে আর কি করা যাবে ! চপলা সোজা সেই জালাটার কাছে এগিয়ে যেতেন। মাথা নিচু করে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসে আছে বিলু। চোখ বুজিয়ে। কোনও দিকে তাকাবে না। শুধু ভয় নয়, অভিমানও আছে। চপলা সোজা তাকে কোলে তুলে নিতেন ; তারপর অনেকক্ষণ ধরে চলত ভাব করার পালা। চপলার ট্রাঙ্ক থেকে বেরতো নানা জিনিস একে একে। সবই বিলুর জন্যে। প্রোমের পাথরের বুদ্ধমূর্তি। পেনাং-এর প্যাগোডা। রেঙ্গুনের বাঁশের বাক্স। বিলুর জ্যাঠামশাই পাশে বসে বলতেন, বাবা, সবই বিলুর জন্যে, আমাদের জন্যে কিছুই নেই। বিলু সেই বিস্ময়কর ট্রাঙ্কটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। চারদিকে জাহাজ কোম্পানির সিল মারা। জাহাজের ছবি। ধোঁয়া ছেড়ে ভেসে যাচ্ছে। বিলু জাহাজের ভোঁ বাজাবার শব্দ শুনতে পেত। সমুদ্রের গর্জন। ট্রাঙ্কের ভেতরটা ঝকঝকে নীল। সব শেষে বেরিয়ে আসত একটা হাত পাখা। ভাঁজে ভাঁজে খুললেই যেন একটা ময়ূর পেখম। তেমনি তার কারুকার্য। বাতাস করলেই চন্দনের গন্ধ। গতবার চপলা আরতির জন্যে এনেছিলেন রুবির নেকলেস। আরতি পরবে কি ! তার সৌন্দর্যের ব্যাখ্যাতেই দিন চলে গেল।

সেই দুপুর। নিস্তব্ধ বাড়ি। আরতিই তো মাতিয়ে রাখত। এতখানি চুল এলো করে, একবার এ-ঘর একবার ও-ঘর। পৃথিবীর খবর নিয়ে তার কোনও মাথা ব্যথা ছিল না। সে তো বিরাট জায়গা। আরতির পৃথিবী তার বাড়ি, দিদি,

www.BanglaBook.org

ছেলে, স্বামী, মেজঠাকুর, বামুনদি, বেড়াল, পাখি, গাছ, আকাশ, নদী। আর একটা গানের খাতা। খাতাটা ছিল তার মায়ের। গুটি গুটি অক্ষরে, ভাল, ভাল গান লেখা। সেই খাতায় আরতিও কিছু গান যোগ করেছিল। চপলা লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনেক গান। পা ছড়িয়ে সেই খাতাটা নিয়ে বসত। প্রথমে একটু হুঁহু করেই যে কোনও একটা গান ধরে ফেলত। গাইত অসাধারণ। একেবারে ফ্লুটের মতো গলা ছিল। আরতির মা ছিলেন অসাধারণ গায়িকা। আসল খাওয়ার চেয়েও টুকটাক খাওয়ার দিকেই আরতির মন ছিল বেশি। আচার, আলুকাবলি, আর ভালবাসত দই। অসুখের সময় দই বারণ হয়ে গিয়েছিল। কেবলই বলত, দিদি, সেরে ওঠার পর আমাকে দই খাওয়াবি তো! পরেশের দই।

চপলা সেই বিখ্যাত খাতা নিয়ে বসেছেন। ভীষণ জটিল এক নকশা। যত জটিল হবে মনের ছটফটানি তত কমবে। উত্তরের বারান্দায় কর্কশ স্বরে কাক ডাকছে। রোদ ঘুরছে। শীত আসছে। আর কিছুদিন পরেই কমলালেবুর মতো হয়ে যাবে। ডোরাকাটা একটা সিল্কের পোঁট আর সিল্কের গেঞ্জি পরে বিলু নিজের কাজে ব্যস্ত। কিছুদিন আগে কল্যাণ কোথা থেকে কিছু ফাউন্ড্রি টাইপ এনে বিলুকে দিয়েছিল। বড় বড় বাংলা অক্ষর। কালি মাখিয়ে কাগজে চেপে ধরলেই ছাপার মতো বর্ণ। সেইগুলো দিয়ে বিলুর নামও লেখা যেত। লেখা যেত আরতি, চপলা। ওই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেতে থাকত বিলু।

চপলা ভেবে দেখলেন, ছেলেটা নকশা, রেখা, ত্রিকোণ, সমান্তরাল-রেখা, বৃত্ত, এইসব ভীষণ ভালবাসে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। যেন অন্য এক জগতে চলে গেছে। সৌন্দর্যের জগত, নিয়মের জগত, বিন্যাসের জগত। ছোট ঠাকুর গণিতে সুপণ্ডিত। জ্যামিতি ভীষণ ভালবাসেন। সেই বীজ ঢুকেছে ছেলের ভেতর। চপলা বিলুর মাথায় ঢুকিয়েছেন, ওইরকম ছাপার অক্ষরের মতো হাতের লেখা করতে চাও!

বিলুর মহা উৎসাহ। বিলু একটা কিছু হতে চায়। সবাই তাকে জানবে, প্রশংসা করবে। একজন বড় খেলোয়াড়, কি শিল্পী, কি অভিনেতা, কি বিশাল বড় এক বিজ্ঞানী, একজন বড় কেউ। বড় হবার নেশা চপলাই ঢুকিয়েছেন।

'তাহলে তুমি এই ঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়ে লেখ, এক ঘর লেখা।'

একঘর শব্দটা ভীষণ ভাল লেগেছে বিলুর। এক পাতা, দু'পাতা নয় একঘর লেখা। চপলা একে, একে সব অক্ষর পেতে দিয়েছেন। বিলুর কাজ হল, ঠিক ওইরকম করে লেখা। বাঁদিক থেকে ডানদিক প্রায় দশফুট খোলা জায়গা।

www.BanglaBook.org

অক্ষর দিয়ে ভরে দাও। লাইন যেন সোজা থাকে। একেবারে রেললাইনের মতো। বিলু একেবারে মশগুল হয়ে গেছে। উপুড় হয়ে, হাঁটু মুড়ে সামনে ঝুঁকে লিখছে।

চপলা এমব্রয়ডারি করছেন। অদূরে বামুনদি বসে বসে ছোট বউদির কথা বলছে। বিলু শুনছে। ছোট বউদির আংটি হারানোর গল্প। হীরের আংটি। ছোট বউদি রান্নাঘরে লুকিয়ে বসে আছে। ছোটবাবুর সামনে যাবে না। মেজবাবু এসে বোঝাচ্ছেন, তুমি কতদিন লুকিয়ে বসে থাকবে। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাই। আমি বুঝিয়ে বললে, ও আর রাগ করবে না।

ছোট বউদি বলছেন, বাকি জীবনটা আমি না হয় নিচের একটা ঘরেই থাকি।

তা তো থাকবে, সেখানে যে হাজার হাজার আরশোলা।

তা হলে না হয় ছাতের চিলেকোঠায়।

দিনের বেলাটায় তোমার তেমন কোনও অসুবিধে নেই। সমস্যা রাতের বেলায়। একটা দুটো ভূত যে কোনও সময় বেড়াতে আসতে পারে।

তাহলে মেজদা আমি কি করি?

ছোটবাবু শুনে বললেন, কোনও জিনিস হারানো অসাবধানতা। সংসারীর অসাবধানী হলে চলে না। তবে হারিয়ে গেলে আর কি করা যাবে! হারায়নি। নিশ্চয় কোথাও আছে। খাটের মাঝখানে বাবু হয়ে বোসো। চোখ বোজাও। তারপর ধীরে ধীরে গোনো, এক থেকে একশো, একশো থেকে এক। তারপর নিজেকে অনুসরণ করো। কোথা থেকে কোথায় গেলে, কোথায় কি করলে। বাড়ির জিনিস বাড়িতেই আছে।

মেজকত্তা আর এক ছেলেমানুষ। ছোট বউয়ের ওপরে যায়। দরজার আড়াল থেকে উঁকি মেরে, মেরে দেখছেন আরতি ধ্যানস্থ। যেন ধ্যানীবুদ্ধ। নড়ছেও না চড়ছেও না। মোমের মতো চকচকে মুখ। টিকলো নাক। কানপর্যন্ত টানা টানা ভুরু। বড় বড় চোখের পাতা। ডগাগুলো ওপর দিকে অল্প বাঁকা। মেজকত্তা এক টুকরো কাগজ গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলেন। কোলে গিয়ে পড়ল। বুঝতেই পারল না। মেজকত্তা আর একটা কিছু তাক করে ছুঁড়বেন ভাবছিলেন। এমন সময় আরতি ধড়মড় করে নেমে সোজা ছুটে এল দরজার দিকে। মেজ কর্তা সরে যাবার অবকাশ পেলেন না। আরতি সোজা তাঁর বুকে। মেজঠাকুর শিগগির চলুন বাগানে। টর্চ নিয়ে দু'জনে নেমে গেলেন বাগানে। যুঁই গাছের তলায় সেই আংটি। আলো পড়ে ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। পাশে বসে পাহারা দিচ্ছে এক কোলা ব্যাং। আরতি কিছুতেই এগোতে দেবে না। ব্যাং যদি লাফ

www.BanglaBook.org

মারে !

দুপুরে দুই বউয়ে বাগান করার সময় মাটি চালাচালি হচ্ছিল। সেই সময় আংটিটা খুলে রেখেছিল ছোট বউ। বামুনদি অতীত থেকে এক একটা ঘটনা তুলে আনছে। বিলু শুনছে আর লেখা দিয়ে ঘর ভরছে। চপলা মাঝে মাঝে দেখছেন কেমন হচ্ছে। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে কোন, ত্রিকোণ ঠিক করে দিয়ে আসছেন। বিলুকে শুনিয়ে, শুনিয়ে বামুনদিকে বলছেন, 'দেখবে বিলু কত ভাল ছেলে হবে ! লেখাপড়ায় ওর চেয়ে ভাল ছেলে কেউ হতে পারবে না। সব পরীক্ষায় প্রথম হবে। কত সোনার মেডেল পাবে, কত বই পাবে ভাল ভাল। প্রাইজের বই দিয়েই ওর একটা ভাল লাইব্রেরি হয়ে যাবে। দেশ-বিদেশ থেকে ডাক আসবে। প্লেনে চেপে বিলেত যাবে। কাগজে কাগজে ওর ছবি ছাপা হবে বড় বড় করে। যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি খেলাধুলোয়। তেমনি গানবাজনায়। তেমনি ছবি আঁকায়। দেখবে তোমরা কী একখানা ছেলে ও হবে।

শুনতে শুনতে বিলুর ভেতরে অদ্ভুত একটা ভাব হত। একটা আনন্দ। বিলু বড় হচ্ছে। কেউ তার সঙ্গে পেরে উঠছে না। কোনও কিছুতেই না। সবাই হেরে যাচ্ছে। সে জিতে যাচ্ছে সব ব্যাপারে। সব্বাইকে পেছনে ফেলে সে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যেত মায়ের কথা। এই যে এত সব হবে মা কি করে জানতে পারবে !

খড়ি ফেলে দিয়ে বড়মার পাশে এসে বসল। চোখ দুটো ছলছলে। চপলা বিলুকে কোলে টেনে নিলেন, 'বড়মা ! মা কি এখন তারা হয়ে গেছে ?'

বিলুকে সবাই বলেছে, 'তোমার মা আকাশে চলে গেছেন। সেখানে গিয়ে একটা নতুন তারা হয়েছেন। সেই তারার চোখে তোমাকে তিনি দেখছেন।'

চপলা বললেন, 'হ্যাঁ রে। ঠিক আকাশের মাঝখানে একটা নতুন তারা।'

'আমি যখন বড় হব, বিলেত যাব, তখন মা আমাকে দেখতে পাবে ? সব জানতে পারবে ?'

'এখনই সব জানতে পারছে। মা তো আমার ভেতরে ঢুকে গেছে। ছোট মা তো বড় মার ভেতরেই থাকে। কেউ কি যেতে পারে। থেকে যায় কারোর না কারোর ভেতরে। মা, বাবা কখনও মরে না। মরে গেলে পৃথিবীতে বিরাট একটা ভূমিকম্প হবে, সমুদ্রের সব জল ছুটে আসবে। সবাই মরে যাবে।'

বিলুকে খুব সুন্দর করে সাজান চপলা। নিজেও খুব পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। সাজগোজ করে থাকতে পছন্দ করেন। তাতে মন ভাল থাকে। মনে ভাল ভাব আসে, চিন্তা আসে। তিনি বিশ্বাস করেন, মন্দির বাইরে নেই, আছে মানুষের

www.BanglaBook.org

ভেতরে। দেহই এক মন্দির। বিলুর সাজ শেষ করে, তার দাড়িটা নেড়ে দিয়ে বললেন, 'বিলুবাবু! বিলুবাবু এইবার জলখাবার খেয়ে আমার সঙ্গে খেলতে যাবে।'

'বড় মা, আমি এখন খাবো না।'

'তা তো হয় না বাপি। বড় হতে হলে তোমাকে যে খেতে হবে। যে সময়ের কাজ, ঠিক সেই সময়েই যে করতে হবে। যাদের কাজ এলোমেলো তারা তো বড় হতে পারে না। শরীরে শক্তি চাই, তা না হলে তো তুমি হেরে যাবে বাপি। আমার বাপি তো কারোর কাছে হারতে পারে না। তুমি হারতে চাও, না জিততে চাও?'

'জিততে।' বিলুর চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

বিলুর হাত ধরে রবারের একটা বল নিয়ে চপলা বেরিয়ে পড়লেন। সে-যুগের মেয়েদের এই স্বাধীনতা ছিল না। চপলার ছিল। তিনি কারোর তোয়াক্কা করতেন না। আমার কাজ আমার কাজ, আমার জীবন আমার জীবন। অনেকেই ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ করত। চপলা বলতেন, 'আহা, ওদের তো কোনও কাজ নেই।'

চপলা বিলুকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। সুমনদের বাড়ির পেছনে বেশ বড় একটা মাঠ আছে। মাঠের একপাশে গড়ের মতো একটা ভাঙা বাড়ি আছে। সবাই বলে হানা-বাড়ি। বড় বড় খিলান। দরজা জানলা খুলে নিয়ে গেছে কবে! বাড়িটার কিছুটা আকাশ, কিছুটা অন্ধকার। একটা ইতিহাস পড়ে আছে মাঠের একপাশে। ছোটঠাকুর বাড়িটার ইতিহাস জানে। কোনও এক ঐতিহাসিক পুরুষের বাড়ি ছিল। তারপর খুনজখম, আত্মহত্যা। সব ছারখার। বাড়িটার ভেতরটা বিশাল। সত্যিই গড়ের মতো। আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। খুব ডাকাবুকোরাও সাহস করে ঢোকে না। শেয়ালের পান্থশালা। ভেতরে না কী একটা ময়াল সাপ আছে। চপলার খুব ইচ্ছে করে ঢুকতে। ঢুকে দেখতে। ইতিহাসে ঘুরে বেড়াতে তার ভীষণ ভাল লাগে।

এই মাঠের দুটো জিনিসে তাঁর আকর্ষণ। মাঠের শেষ মাথায় আছে একটা বেলগাছ। সেই বেলগাছও তাঁর কৌতূহলের জিনিস; কারণ ওই গাছে না কী এক ব্রহ্মদৈত্য থাকেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে। কী করে তা সম্ভব হবে! আর এই দুটো জিনিসেই বিলুর ভীষণ ভয়। বিলুর সেই ভয়ও কাটাতে হবে! কোনও ভয় নিয়ে বড় হলে, সেই ভয়টাই পরে অন্যভাবে চেপে ধরে। আর সব ভয়েরই উৎস মৃত্যু ভয়।

www.BanglaBook.org

সুমন, কল্যাণ, বিলু, আরও কয়েকটি ছেলে, সব মিলিয়ে চপলার স্পোর্টিং ক্লাব বেশ জমজমাট। আর সবেরই পেছনে বিলু। বিলুই উদ্দেশ্য। মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। মৃত্যুর দিক থেকে মনটা ঘোরাতে হবে। সবুজ মাঠে রোদ ঝলমলে আকাশের তলায় না ফেললে মন মরে যায়। কল্যাণের হুইস্‌ল চপলার ঠোঁটে। চপলা এখন পুরোপুরি রেফ্‌রি। শিশুরা তাকে ভীষণ ভালবাসে। তারা এমন মা তো দেখেনি। ছেলেদের সঙ্গে ছুটছে, হই হই করছে। খেলা শুরুর আগে তাদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে ব্যায়াম করিয়েছে। কল্যাণের সঙ্গে বিলুর ভীষণ প্রতিযোগিতা। কল্যাণের মধ্যে বড় হবার অনেক গুণ আছে। বয়েসে সামান্য বড় হলেও বিলু কল্যাণকে ধরে ফেলবে। কল্যাণই বিলুকে ছোটাবে। সামনে একটা জীবন্ত প্রতিযোগিতা রাখতে হয়। তাহলে কাজ ভাল হয়।

খেলা শেষ হবার পর চপলা সেই বেলগাছটার কাছাকাছি বসলেন, সকলকে নিয়ে গোল হয়ে। গুজব যে সত্য নয়, নেহাতই মিথ্যা রটনা, সেইটা প্রমাণ করে দিতে হবে। বসলেন, গল্প বলতে। মানুষের সাহসের গল্প, বীরত্বের গল্প, ছোট থেকে বড় হবার গল্প। রবার্ট ব্রুসের গল্প বলছেন চপলা। একটা মাকড়সা মানুষকে কত শক্তি দিতে পারে। পলাতক, পরাজিত ব্রুস, পরিত্যক্ত দ্বীপে, জীর্ণ কুটীরে, ছিন্ন বসনে শুয়ে আছেন। মাথার ওপর একটা মাকড়সা, এক বাঁশ থেকে আর এক বাঁশে যাবার চেষ্টা করছে, নিজের লালা থেকে সুতো বের করে। ছ'বারই সে পারল না। ঝুলে পড়ল। সাতবারে পারে কি না! যদি পারে তাহলে ব্রুস শেষ চেষ্টা করবেন ইংরেজদের কবল থেকে নিজের দেশ স্কটল্যান্ডকে উদ্ধার করতে। ছ'বার তিনি ব্যর্থ হয়েছেন ওই মাকড়সাটারই মতো। সাতবারের বার মাকড়সা সফল হল।

চপলা বলতে লাগলেন, ব্রুস কী ভাবে ফিরে এলেন। গড়ে তুললেন নিজের বাহিনী। কি ভাবে তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা হল। শেষ যুদ্ধে কি ভাবে তিনি ইংরেজের এক লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে জিতে স্কটল্যান্ডকে আবার স্বাধীন করলেন! ব্রুসের বুদ্ধি, সাহস, বীরত্ব ছেলেদের মনে কেটে, কেটে বসিয়ে দিলেন।

অন্ধকারে সব অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বেলগাছের শীর্ণ ডালপালা অন্ধকার আকাশে যেন মন্ত্র লিখছে। গড়ের মতো বাড়িটার ভেতরে শেয়াল ডেকে উঠল সমস্বরে। একপাল ফুলের মতো শিশু চপলাকে ঘিরে বসে আছে। বড় বড় চোখ। রেশমের মত চুল। ক্ষীর, ক্ষীর গন্ধ। মাটির গন্ধ। ঘাসের গন্ধ। বন তুলসীর গন্ধ। রাতের প্রাণীরা বেরোবার জন্যে মুখিয়ে আছে। আধবোজা দিনের

www.BanglaBook.org

চোখ পুরো বুজে গেলেই সব বেরিয়ে পড়বে। রাতের রহস্য শিশুরা ঠিক বোঝে না। কেমন যেন হয়ে যায়। চপলা আবৃত্তি করলেন :

আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাঙলার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য—মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবী গান ...

প্রত্যেককে বাড়ি পৌঁছে দিতে দিতে চপলা বিলুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। গরমজলে গামছা ভিজিয়ে বিলুর গা মোছালেন, হাল্কা করে পাউডার মাখালেন। পরিয়ে দিলেন পরিষ্কার নরম ইজের, নরম জামা। নিজেও গা ধুয়ে, জামাকাপড় ছেড়ে, বিলুকে নিয়ে ঢুকলেন ঠাকুরঘরে। পেতলের বড় প্রদীপ থিরথির করে জ্বলছে। দেয়ালে কাঁপছে ছায়া। পূব মুখে হাত জোড় করে বসে শুরু হল স্তবপাঠ।

তেজোহসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যংময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।

মেজকত্তা অফিস থেকে ফিরলেন। এই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখলেন কিছুক্ষণ। কোনওরকম শব্দ না করে, পা টিপে টিপে চলে গেলেন নিজের ঘরে। এইবার হারমোনিয়ামের সঙ্গে একটি গান হবে

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর

সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল সেই সুর। ঘর থেকে ঘরে। প্রদীপের শিখা কাঁপছে থিরথির করে। একটি কণ্ঠের অভাব। আরতির কণ্ঠ। বিলু সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে। পাকা গাইয়ের মতো। সুর, তাল দুটোই আছে। ভাবও আছে। কিছু দূরেই জমিদার বাড়ির মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে। জগঝম্প, কাঁসর ঘণ্টা সব বাজছে একসঙ্গে।

বিলুর একটা প্রিয় খাবার হল, মূলচাঁদের দোকানের মুচমুচে ঝুড়িভাজা। খাঁটি ঘিয়ের জিনিস। চিচ্চিড়ে মরিচের ঝাল। নোনতা। সামান্য হিঙের গন্ধ। মেজকত্তা রোজ অফিস থেকে ফেরার পথে বস্তুটি কিনে আনেন। বড় শালপাতার ঠোঙায় মোড়া। রুমালে বেঁধে নিয়ে আসেন। গন্ধে চারপাশ ম, ম করে। আকুল করা গন্ধ। বাজারের এইসব ভাজাভুজি খাওয়ায় চপলার ঘোরতর আপত্তি। লিভার খারাপ করে। মেজকত্তা মূলচাঁদকে একেবারে ভগবানের

www.BanglaBook.org

পর্যায়ে তুলে দিয়েছেন। মূলচাঁদের খাস্তা কচুরি খেলে মোক্ষলাভ হয়। ফাঁসীর আসামীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, বল তোমার শেষ খাওয়ার ইচ্ছেটা কী ? সে বলে, মূলচাঁদের হিঙের কচুরি। এরপর আর বলার কিছু থাকে না। বাঙালির বাচ্চা বাঙালির ধারায় মানুষ হবে। এটা সেটা খাবে। একটু পেট খারাপ হবে। পরের দিন সুস্থ হয়ে ন্যাংলা সিঙ্গি মাছের ঝোল খাবে। একেবারে সায়েব বাচ্চা করে দিলে জীবনের চার্মটাই তো চলে গেল। সব কিছু খেতে শিখুক। খেয়ে সহ্য করুক।

বিলু জ্যাঠামশাইয়ের কোলের কাছে বসে একটা একটা করে ঝুড়ি ভাজা খাবে। মেজকত্তা আগে অফিস থেকে ফিরেই একটা নীল লুঙ্গি পরতেন। চপলা রাগারাগি করে বন্ধ করিয়েছেন। লুঙ্গি-কালচার চলবে না। একটা মানুষের সমস্ত শোভা নষ্ট করে দেয়। মেজকত্তা এখন ফেরতা দিয়ে ধুতি পরেন। বেশ বাঙালি, বাঙালি দেখায়। পর্দাঘেরা ঘর। ইজি চেয়ারে মেজকর্তা। কোলের পাশে ছোট মোড়ায় বিলু। ফুল তোলা কাপে চা। খাটে পরিপাটি বিছানা। কেমন একটা সুখ সুখ ভাব।

রাত দেড়টার সময় মেজকর্তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। কে কাঁদছে ? না কী কেউ কারোকে খুন করছে। মেজকর্তার পাশে বিলু তার পাশে চপলা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে কপালে একটা হাত ফেলে। এই ভাবেই শোয়। মেজকত্তা চপলাকে তাড়াতাড়ি জাগালেন, 'শুনতে পাচ্ছ ? কেউ মনে হয় আত্মহত্যা করছে। কেউ কারোকে গলা টিপে হত্যা করছে।'

চপলা শুনলেন, 'এ তো ছোট্ ঠাকুর। এস্রাজ বাজাচ্ছেন।'

'এস্রাজ এল কোথা থেকে ?'

'ও, তুমি জানো না বুঝি। ছোটঠাকুর জমিদারবাড়ির মেজ ছেলেকে অ্যানাটমি পড়িয়েছিল ডাক্তারি পরীক্ষার আগে। সে ভাল ভাবে পাশ করে ছোট ঠাকুরকে খুব দামী একটা এস্রাজ উপহার দিয়েছে।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, ও তো ডাক্তার নয়। ও অ্যানাটমির জানেটা কী ?'

'তোমার কোনও ধারণা নেই। যে কোনও বিষয় তুমি ছোট ঠাকুরকে দাও, আর দিন সাতেক সময়, ছোট ঠাকুর তোমাকে পড়িয়ে দেবেন। দেখনি তুমি, মোটা কাগজ কেটে গোল গোল করে জুড়ে কি সুন্দর, দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হাড় তৈরি করেছিলেন ! হাতের, পায়ের, মেরুদণ্ডের ঘাড়ের। হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল। সে তো ওই ওকে পড়াবার জন্যে। কম খেটেছিল। আর সেই সব যা হয়েছিল না ! যত্ন করে রেখে দেবার মতো।'

www.BanglaBook.org

'তা, এত জিনিস থাকতে এস্রাজ কেন ? ও তো এস্রাজ বাজাতে জানে না।'

'জানে না তো কী হয়েছে। শিখে নেবে। ছোট ঠাকুরের কাছে জানি না, বলে কোনও শব্দ নেই।'

'যাই, একটু উৎসাহ দিয়ে আসি তাহলে।'

ঘর অন্ধকার। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসেছে। চাঁদের আলোয় চরাচর একেবারে ভেসে যাচ্ছে। নিদ্রাহীন বাতাস গাছের পাতা নিয়ে খেলছে। ছোটকত্তা দরজার দিকে পেছন আর জানলার দিকে মুখ করে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছেন, তার নিঙড়ে একটু সুর বের করার। মাঝে মধ্যে একটু আধটু বেরোচ্ছে না যে তা নয়, তবে বেশির ভাগ সময়েই অদ্ভুত, অদ্ভুত আওয়াজ বেরোচ্ছে। যেন কারোর গলায় গামছা দেওয়া হচ্ছে।

মেজকর্তা সামনে এসে ওঁত পেতে বসলেন। মেঝে থেকে ঠিকরে ওঠা চাঁদের আলোয় ছোটর মুখ চকচক করছে। মেজ খুব আস্তে বললেন, 'তুমি কী করছ বলে মনে হয় ?'

ছোট তার থেকে ছড়িটা তুলে নিয়ে বললেন, 'সাধনা।'

'সুর বেরোচ্ছে, না অসুর ?'

'একটা দুটো স্ট্রোক মিস করছি ঠিকই ; তবে তোমাকে বলে দিচ্ছি, সূর্যোদয়ের আগেই পারফেক্ট সা রে গা মা শুনিয়ে দোবো।'

'সময়টা খেয়াল আছে ? তুমি না ঘুমোও, অন্য মানুষ তো ঘুমোবে।'

'ঘুমোক না, আমার সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক ?'

'মাঝে মাঝে তোমার এই ক্ষুদ্র যন্ত্র থেকে আতঙ্কজনক শব্দ বেরোচ্ছে।'

'দেখ মেজদা যে ঘুমোতে জানে সে ঠিকই ঘুমোবে। রেলগাড়িতে লোক ঘুমোয় না ! জুটমিলের ধারে লোক ঘুমোয় না ! আমি সঙ্গীত সাধনা করছি, তোমরা নিদ্রার সাধনা করো। ভোরবেলা তোমাকে আমি ভৈরবী দিয়ে তুলবো।'

'তুমিও তোমার এই অস্ত্রশস্ত্র রেখে আজকের মতো শিবিরে একটু শান্তি আন না !'

ছোট আর একটিও কথা না বলে তারে ছড়ি টানতে শুরু করলেন। সা রে গা অবধি এসে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'গুড নাইট মেজদা। হ্যাভ এ পিসফুল স্লিপ। দরজাটা ভেজিয়ে দাও, কানে আর শব্দ যাবে না।'

চাঁদ যখন আকাশের পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় নেমে পড়েছে নিচে পাণ্ডুর হয়ে, ছোটকত্তা এস্রাজ শুইয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। বড় একা লাগছে। বিশাল বিছানা পড়ে আছে নির্ভাজ ময়দানের মতো। জানালার সামনে দাঁড়ালেন। শীত

www.BanglaBook.org

আসছে। শেষ রাতের বাতাসে ঠাণ্ডার কামড়। মনে পড়ল, ঋতুর এই সময়, রাতের এই মুহূর্তে, আরতির শরীরে পাতলা একটা চাদর টেনে দিত। মেয়েটার ঠাণ্ডা লাগার ধাত ছিল। মা মরা মেয়ে, পিতার সংসার ঠেলতে ঠেলতে এই সংসারে এসেছিল। প্রথমটা সে একটু উপেক্ষার ভাবই দেখিয়েছিল। সংসারের প্যানপ্যানানি ভাললাগে না ; কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। আবার সে যদি পুরোপুরি নিজেকে দিয়ে দেয় তাহলে তো কথাই নেই।

ফিরে এসে বিছানার এক ধারে শুলেন। শুয়ে শুয়ে ভাবলেন, দুঃখ নিয়ে বাঁচারও একটা আনন্দ আছে। মুকুজ্যেমশাই একটা গান করেন ইমন-পূরবী মিশিয়ে, তখন তেমন গ্রাহ্য করিনি, এখন যেন তার অর্থটা বেশ হৃদয়গ্রাহী হচ্ছে। গানটা বাণী হয়ে ফিরে আসতে চাইছে। আচ্ছা, দেখি গাওয়া যায় কি না!

ছোট আপন মনে গাইতে লাগলেন গুনগুন করে :

দুঃখ আশীষ দিতে যে চাও-দয়া তব!
ব্যথার পরশমণি ছোঁয়াও-দয়া তব ॥
ভেবেছিলেম রইব সরে তোমা হতে অনেক দূরে,
সে অভিমান রাখলে না মোর—দয়া তব ॥

বাঃ, বেশ পারছি তো! অনেক সময় আরতি মাঝরাতে গুনগুন করে গান শোনাত। এবার থেকে নিজেই নিজেকে গান শোনাবো।

একটু মনে হয় ঘুমনো উচিত, এই ভেবে ছোটকর্তা চোখ বুজোলেন।

অনেক দিন পরে মুকুজ্যেমশাই এলেন সকালে। ছোটকর্তা বললেন, 'আপনার কথাই ভাবছিলুম।'

অবাক হলেন, জামাই তো তাকে তেমন পছন্দ করে না। ভাল লাগল। এত দিনে করুণা হয়েছে।

'কেন বলো তো! তোমাকে আমি ভয় পাই।'

'আপনার মানসিক দুর্বলতা। আমি কী কখনও আপনাকে ভয় দেখিয়েছি?'

'না তা নয়, তবে তোমার ভেতর বেশ একটা রাগী, রাগী ভাব আছে।'

'ছেড়ে দিন বাজে কথা। কাজের কথায় আসা যাক। গুরু চাই।'

'গুরু! ঠিক শুনলুম তো! তুমি গুরুর অনুসন্ধান করছ! খুব আনন্দের কথা। তা তান্ত্রিক, না শৈব, না বৈষ্ণব ...।'

'উঁ হুঁ, ওসব না, সঙ্গীত গুরু।'

'সঙ্গীত? তা রবীন্দ্র, না উচ্চাঙ্গ!'

www.BanglaBook.org

'এস্রাজ শিখবো।'

'এস্রাজ! বহুত আচ্ছা! খুব ভাল এক ওস্তাদ আছেন।'

'বাঙালি?'

'হ্যাঁ বাঙালি।'

'তাহলে আজই। এখনি।'

'একটু তো সময় দিতে হবে। যাবো, কথা বলব। আমাকে যখন বলেছ, কোনও ভাবনা নেই। তোমার এস্রাজ আছে?'

'এসেছে কাল।'

'যদি রাগ না করো একবার দেখতে পারি!'

'রাগ করব কেন? আমি গুলিখোর না গাঁজাখোর!'

মুকুজ্যেমশাই ঝকঝকে যন্ত্রটা দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন।

'একেবারে সেরা জিনিস। তা, আমি একবার হাত দিতে পারি? আমার হাত পরিষ্কার। কোনও ধুলোবালি, ময়লা নেই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখুন না।'

মুকুজ্যেমশাই যন্ত্রটি কাঁধে নিয়ে ছড় টানলেন। পা থেকে সা, এমন কায়দায় টানলেন, ছোট কর্তা আহা করে উঠলেন, 'আপনার তো পাকা হাত।'

মুকুজ্যেমশাই চোখ বুজিয়ে ফেলেছেন। ধরলেন একটা ভৈরবী ঠুংরি। বাবুল মেরা। সুরে সুরে ঘর ভরে গেল। মুকুজ্যেমশাই বেশ কিছুক্ষণ বাজিয়ে এস্রাজ নামিয়ে রেখে প্রণাম করলেন।

ছোটকর্তা বললেন, 'আপনিই তো আমার গুরু।'

মুকজ্যেমশাই জিভ কাটলেন, 'তোমাকে শেখাবার সাহস আমার নেই। তোমার জন্যে আমি আরও অনেক বড় গুরু আনব।'

'আমার বড় গুরুর দরকার নেই। দু'জনেই আমরা মশগুল হয়ে থাকবো। আমি তিনটে জিনিস নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাব, গণিত, সঙ্গীত আর সন্তান। হঠাৎ আপনি আসা বন্ধ করেছিলেন কেন?'

'বুঝলে, আমার বুকটা কেমন করে? চোখের সামনে দিয়ে মেয়েটা চলে গেল!'

'আসা-যাওয়ার পৃথিবীতে অত মন খারাপ করলে চলে। এই আছি, এই নেই। আপনি না ধার্মিক মানুষ! সংসারে এসেছেন, মনটাকে একেবারে দুর্গের মতো করে ফেলুন। মৃত্যু কত গোলা মারবে মারুক। মনের দেয়াল ভাঙবে না কিছুতেই। যত হি হি করবেন ততই রোগ-শোক-জরা পেয়ে বসবে। যাবেই

www.BanglaBook.org

যখন যাক। কাঁচের গেলাস, আজ হোক, কাল হোক, পড়বে আর ভেঙে চুরমার হবে। এ আপনার প্যানপ্যানানির জায়গা নয়। বলুন :

ভেঙেছ ভেঙেছ, ভালোই করেছ আমার সুখের ঘর।
পেয়েছি, নয় পাব, সয়েছি, নয় সব, আরো দুঃখ দুঃখের উপর।
আমার বলিতে কিছু না রাখিবে, পথের ভিখারী করে ছেড়ে দিবে।
তবু কিছু কি বলিব ? আর কি কাঁদিব ?
তুমি করে যেও, যা ইচ্ছা কর ॥'

'আরে বাবা, এ তো কালীনাথ ঘোষের গান। তুমি কোথা থেকে পেলে', যদি অনুমতি করো তাহলে বড় গাইতে ইচ্ছে করছে গাই।'

'আমাকে যে বেরোতে হবে।'

'রবিবারেও বেরোবে ?'

'ও আজ রবিবার ! তাহলে হয়ে যাক। বাজুক ঝাঁঝ-মৃদঙ্গ।'

'বাঃ এটা তো ভাল গান। তোমার গানের স্টকও তো বেশ ভাল।'

'সবই আপনার মেয়ে আর আমার বউদির কাছে শেখা।'

'তাহলে আজ একটু আসর হয়ে যাক। আমাদের সেই তানপুরাটা গেল কোথায় !'

আসর জমে উঠল। মুকুজ্যেমশাই গান ধরলেন :

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময় !
জগত শিশুর মতো চরণে ঘুমায়ে রয়।

মেজকর্তা চপলাকে বললেন, 'ভালই হয়েছে। সুরের নেশায় মেতে থাক, তা না হলেই নানা খেয়াল এসে চেপে ধরবে। ছুটবে পাহাড় ধরতে। নদীর উৎস সন্ধানে। ছুটবে জঙ্গলে। মানুষকে ঘরছাড়া করবার তিনটে বিরাট আকর্ষণ।'

গান এমন জিনিস আরও তিন চারজন এসে গেলেন। গান-পাগল কিছু গাইয়ে বাজিয়ে সে-যুগে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন গানের সন্ধানে। কোনও বাড়ি থেকে একটু সুর বেরোলেই তাঁরা ঢুকে পড়তেন। এতে কোনও লাজলজ্জা ছিল না। মান সম্মানের হানি হত না। এঁদের মধ্যে কেউ তবলা বাজান, কেউ বেহালা, কেউ ভাল গান করেন। আসরে এসে গেলেন এক তবলিয়া। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, লম্বা চুল। পেটানো চেহারা। সবাই তাঁর নাম জানেন, ঘনেন ওস্তাদ। তবলায় খই ফোটাতে পারেন। বোল যেন কথা বলে। আর একজন এলেন খুব মানী মানুষ, নিউ থিয়েটার্সের অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেন।

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'দেখলে, ফুল ফুটলে ভ্রমর আসবেই। মধুর এমন

www.BanglaBook.org

আকর্ষণ !'

সাড়ে তিনটের সময় ছোটকর্তা স্নানে গেলেন। মেজকর্তা বললেন, 'আর ভয় নেই, এই নিয়মে চললে বেশি দিন আর নিচে থাকতে হচ্ছে না। ওপরের পোস্টে প্রোমোশান হয়ে যাবে।'

'শোনো মেজদা, নিয়ম মানুষই তৈরি করে, মানুষই ভাঙে। মাঝেমধ্যে একটু অ্যাডভেঞ্চার করবে। সব এলোমেলো করে দেবে। তবেই না জীবন।'

'তোমার জন্যে সবাই বসে আছে। ছেলেটাও খায়নি কিছু।'

'ওকেও আমি আমার দলে টেনে নোবো। নিয়ম ছাড়া নিয়মে মানুষ হবে মানুষ হবে। আমরা সব শিবের চেলা।'

'যাক তুমি তাহলে সায়েব থেকে বাঙালি হলে।'

'বাঙালিরও অনেক ভাল দিক আছে মেজদা। জীবন ধরে জীবনের ঊর্ধ্বে ওঠা।'

বিকেলের দিকে নারাণ এল। বেশিরভাগ সময়েই সে নিচের ঘরে আত্মগোপন করে থাকে। কয়েক শো জ্যোতিষীর বই আর এক ডিবে নস্যি। নারাণের হাতে একটা কোষ্ঠী, 'ছোড়দা বিলুর কোষ্ঠীটা কম্‌প্লিট হল, বিচারটিচার সব হয়ে গেছে। খুব একটা ভাল কিছু পাচ্ছি না। ছেলেটা পথে বসবে। দারিদ্র্য, হীনস্বাস্থ্য খেয়ালী, শত চেষ্টাতেও বিদ্যার্জনে বাধা।'

'তার মানে অন্ধকার ভবিষ্যত। কই দেখি ?'

ছোটকর্তা কোষ্ঠীটা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন খণ্ড খণ্ড করে।

'এ কী করলেন ছোড়দা ? আমার এত দিনের পরিশ্রম !'

'ভবিষ্যত ধ্বংস করে দিলুম। নতুন ভবিষ্যত তৈরি করে দেবো। তুমি কিছু ভেবো না। গ্রহ-নক্ষত্র অনেক দূরে আছে, আমরা বিলুর অনেক কাছে আছি। মানুষই মানুষকে তৈরি করে। মেজ বউদিই বিলুকে তৈরি করে দিয়ে যাবেন।'

'মেজ বউদি কি থাকবেন ?'

'তোমার ওই বইগুলো সব পুড়িয়ে দাও না। ভবিষ্যত যদি বর্তমানটাকে নষ্ট করে, তাহলে সেই ভবিষ্যতকে পুড়িয়ে দেওয়াই ভাল। ভবিষ্যত বর্তমান তৈরি করে, না বর্তমান ভবিষ্যত তৈরি করে ! গাড়ির আগে ঘোড়া, না ঘোড়ার আগে গাড়ি !'

নারাণ মাথা নিচু করে চলে গেল। নারাণ আবার খুব স্পর্শকাতর। সামান্য আঘাতেই চোখে জল। বিলুর কোষ্ঠীটা করার পর থেকেই বিলুকে মনে মনে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। পাপীর কোষ্ঠী। চরিত্রহীনের কোষ্ঠী। একটা বখা ছেলের

www.BanglaBook.org

কোষ্ঠী। নারাণের জামাকাপড় পরা হয়ে গেল। এ বাড়িতে আর না। তাকে অপমান। অপমান জ্যোতিষ শাস্ত্রকে।

চপলা বললেন, 'তুমি তো কারোর কথা শুনবে না ঠাকুরপো, বলা বৃথা ; তবে ছোট ঠাকুরের কথায় আমরা রাগ করি না। ছোট ঠাকুর ওইরকম। পুরুষকারটা বেশি।'

'বউদি, আমার এখন খুব মনে লেগেছে। কিছুদিন ঘুরে আসি আবার। মনটা শান্ত করে আসি।'

ছোটকর্তা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এক দাবড়ানি লাগালেন, 'আবার সেই মেলোড্রামা। তুমি মেয়েছেলে না ব্যাটাছেলে ! এই ফুলকো লুচি আর সিল্কের পাঞ্জাবি এই জাতটার সর্বনাশ করে দিলে ! তোমার মতে আমাদের কি করা উচিত বলে মনে হয় ! বেড়াল ছেড়ে দিয়ে আসার মতো ওকে নিয়ে গিয়ে বহুদূরের কোনও তেপান্তর মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসবো ?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, ওর জলে ডুবে না হয় আগুনে পুড়ে মৃত্যুর যোগ প্রবল, এই এক বছরের মধ্যেই।'

'তাহলে তো হয়েই গেল। আর ভাবনা কি ? তাহলে তো পরের খারাপগুলো আর হতেই পারছে না !'

'না, যদি বেঁচে যায় !'

'এখানে আর যদি আসে কি করে ! দুটো বিরাট শত্রু, জল আর আগুন। বাঁচার কোনও চান্স নেই। শোনো ওকে আমি সাঁতার শেখাবো, জল পরাজিত। আর আগুন ! গায়ে জল ঢেলে দেবো। মৃত্যুই হবে ওর রক্ষাকবচ। শোনো, বড় বড় যুদ্ধেও দেখা যায়, বাঁচার কৌশল আছে। কখনও হার, কখনও জিৎ। জীবন হল হারজিতের খেলা। এটাকে যে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, তার মরাই ভাল। তুমি একটা কিছু কাজের কাজ খুঁজে বের করো, তা না হলে নিজেই মরবে। তোমার দুর্ভাগ্য কি জানো, তুমি ভাগ্যটাকেই জীবন বলে মনে করো। আর একটা কি জানো ? তুমি ঠিক পুরুষ নও। তোমার অনেক গুণ এক দোষেই মারা পড়েছে। নাও ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে, মালকোঁচা মেরে এস। দু'জনে মিলে দেহটাকে খাটাই। জড় দেহেই, জড় মনের বাস।'

চপলা বললেন, 'যাও ! কেন অমন করো ! যা হবে তা হবে। মিছে কেন ভেবে মরো ! যখন হবে তখন দেখা যাবে।'

নারান বললেন, 'কী ভাবে দেহটাকে খাটাবো ছোড়দা ?'

'চলো, তকতকে করে তিনতলার ছাদটা ঝাঁট দি। চন্দ্রমল্লিকার সিজন এসে

www.BanglaBook.org

গেল। কাল সকালেই শ দুয়েক টব এসে যাবে।'

'মাটি ?'

'কাল সকালে খুব ভোরে আমরা উঠে পড়ব। নিচের বাগান থেকে মাটি তুলবো দু'জনে।'

'একটা কপি কল লাগালে কেমন হয়।'

'আ, দ্যাটস এ গুড আইডিয়া।'

'চাকা ?'

'হ্যাঁ চাকা। চাকাই একটা সমস্যা।'

'তাহলে বলি। ছাত কালই পরিষ্কার করা যাবে। আমার তো জামাকাপড় পরাই আছে, আপনি পরে নিন। দু'জনে বেরোই চাকার সন্ধানে।'

'যুক্তিটা মন্দ নয়। চাকা যদি না-ও পাই, মাইল চারেক হাঁটা তো হবেই। অবেলায় খাওয়া হয়েছে।'

মেজকত্তা বিলুকে নিয়ে ছাতে হাওয়া খাচ্ছিলেন মাদুর পেতে বসে। খুব গল্প চলেছে দু'জনে। যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়ে গেছে। ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানির আঁতাত ঘুচে গেছে। জাপান জার্মানির দলে পূর্ব রণাঙ্গনে জোর লড়াই। জাপান সিঙ্গাপুর দখল করে বার্মার দিকে এগিয়ে আসছে। নেতাজী সিঙ্গাপুরে। বিলুকে যুদ্ধ বোঝাচ্ছেন মেজকর্তা। বিলু কোনও কিছুই বোঝে না ; কিন্তু দুটি জিনিস তাকে খুব নাড়া দেয়, নেতাজী আর স্বদেশী আন্দোলন। ইংরেজ আমাদের শত্রু। নেতাজী লড়াই করছেন ইংরেজের সঙ্গে। আজাদ হিন্দ বাহিনী। আই এন এ। সিঙ্গাপুরে ইংরেজরা হেরে গেছে। বড়দের কি আনন্দ ! দেশ এবার স্বাধীন হবেই হবে।

সন্ধে প্রায় হয়ে আসছে। হঠাৎ দক্ষিণের আকাশে বিলুদের প্রায় মাথার ওপরে, একের পর এক কামানের গোলা ফাটতে লাগল। কালো বলের মতো একটা করে দূর আকাশে ধোঁয়ার রেখা টেনে উঠে যাচ্ছে, তারপরেই বুম করে শব্দ। ধোঁয়ার পুঁটলি। এদিকে, ওদিকে, সেদিকে। বিলু ভয়ে জ্যাঠামশাইয়ের কোলে মুখ লুকলো।

মেজকত্তা বললেন, 'ভয় নেই বাপি, যুদ্ধের মহড়া হচ্ছে। কাশীপুরে গঙ্গার ধারে গান অ্যান্ড শেল ফ্যাকট্রি। ওইখানে গঙ্গার ধারে অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফ্ট কামান বসিয়েছে। গোলা ছুঁড়ে দেখছে কেমন হয়। জাপান যদি বোমা ফেলতে আসে, ওই কামান দিয়ে মারবে। দেখ না কী সুন্দর ! আকাশে কেমন গোলা ফাটছে বাজির মতো !'

www.BanglaBook.org

বেশিক্ষণ আর মজা দেখা হল না। চপলা এসে দু'জনকেই ছাত থেকে নামিয়ে দিলেন। মজা আর দেখতে হবে না, গোলার টুকরো গায়ে এসে পড়লে কী হবে! ধূসর আকাশে আগুনের গোলা বেশ ভালই লাগছিল দেখতে।

চপলা নামতে, নামতে বললেন, 'কি যে হবে জানি না। বাবা, মা, বোন সব বর্মায়। জাপানী আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। মাসের পর মাস কোনও চিঠি নেই।'

উত্তরের বারান্দায়, ঝাঁকড়া নিমগাছের দিকে তাকিয়ে মেজকর্তা উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। খবরের কাগজে ইংরেজের পরাজয়ের খবর ছাপছে না। সেনসার করছে। বাঁড়ুজ্যেমশাইরা রেঙ্গুনে কী অবস্থায় আছেন কে জানে! গোটা পরিবারটাই হয় তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কোনওভাবেই কিচ্ছু করার নেই।

ছোটকর্তা আর নারাণ পুলির খোঁজে বেরিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরছেন, এমন সময় কামানের গোলা ফাটার শব্দ। দোকানদার বলছেন, 'একে এই দুর্দিন। চারপাশে বোমা ফাটছে, আর জিনিস পেলেন না, পুলি? ও'সব বিক্রি হয় না, তৈরি করিয়ে নিতে হয়। সহজ কোনও জিনিস চান দিয়ে দিচ্ছি। বাজার থেকে মালপত্র সব উধাও হয়ে যাচ্ছে, পারেন তো, বেশ কিছু চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ কিনে খাটের তলায় মজুত করে রাখুন।'

রাস্তাঘাটে থমথমে আলো। সমস্ত আলোর মুখে কালো ঠুলি ল্যাম্পপোস্ট পায়ের কাছটুকুতেই খানিক আলো ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। সব যেন ভুতুড়ে। রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে ছোটকর্তা বললেন, 'পরামর্শটা ভালই দিয়েছে। চলো আজই আমরা আলু কিনে ফেলি। এক বস্তা তো কেনা যাক।'

'সঙ্গে এক বস্তা বালিও কিনতে হবে। খাটের তলায় বালি বিছিয়ে তার ওপর আলু ছড়াতে হবে।'

'বালি তোমার কাল হবে। দুটো জিনিস একসঙ্গে হয় না।'

'আজ একটু রাবড়ি কিনলে কেমন হয়। এর পর তো রাবড়িও আর পাওয়া যাবে না।'

'অ্যায়, তোমার এই আর এক দোষ মিষ্টান্ন প্রীতি। অত খাবো, খাবো করো কেন! খাওয়া হবে প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। ভাত, ডাল, রুটি, তরকারি। তুমি না আধ্যাত্মিক লাইনের মানুষ। কভি ছানা, কভি চানা, কভি ও ভি মানা। চলো, চলো। আকাশে গোলাগুলি চলছে।'

দু'জনে ঘর্মাক্ত কলেবরে, এক বস্তা আলু নিয়ে, রিকশা চেপে বাড়ি ফিরলেন। সকলেই অবাক। এত আলু! ছোটকর্তা বললেন, 'তিরিশ বস্তা আলু, তিরিশ

www.BanglaBook.org

বস্তা চাল, তিন বস্তা পেঁয়াজ আমার টার্গেট। হ্যাঁ তিন বস্তা ডালও। বাজারে খবর পেলুম, সব উধাও হল বলে।'

মেজকর্তা বললেন, 'দু পেটি চা আর দশ বস্তা চিনিও যোগ করো ; কারণ জাপানীরা চা বাগান মাড়িয়েই আসবে। চা ছাড়া যুদ্ধের চার্মটাই নষ্ট হয়ে যাবে।'

গভীর রাত। জ্যাঠাইমা আর জ্যাঠামশাইয়ের মাঝখানে বিলু শুয়ে আছে। ঘুম আসছে না। ব্ল্যাক আউটের ভুতুড়ে রাস্তায় পাহারাঅলা ঘুরছে লাঠি ঠুকে ঠুকে। একটু আগেই জ্যাঠামশাই বাঘা যতীনের গল্প বলছিলেন। বিলু চোখ বড় বড় করে শুয়ে আছে। পাশের ঘরে বিলুর বাবা এস্রাজ বাজাচ্ছিলেন। পাহারাঅলা হাঁক মেরে গেল, 'শুয়ে পড়ুন।'

চপলা মেজকর্তাকে আস্তে, আস্তে বললেন, 'আমি খুব ভাল বুঝছি না।'

'রেঙ্গুনের খবর ?'

'ও তো আছেই। যা হবার তাই হবে। আমাদের হাতের বাইরে। আমি অন্য একটা ব্যাপার বলছি। কয়েকদিন ধরে কোমরে একটা ব্যথা হয়েছে। খুব কষ্ট দিচ্ছে।'

'খ্যাঁচকা-ট্যাচ্‌কা লেগেছে। ভারি কিছু তুলেছিলে ?'

'না তো ?'

'তাহলে কাল একবার ডাক্তারবাবুকে কল দি।'

'না, না, আর কয়েকদিন দেখি। এখন আর ডাক্তার বদ্যি নয়। আরতির চিকিৎসায় অনেক খরচ হয়েছে। আগে আমরা একটু সামলাই।'

বিলু এই পর্যন্ত শুনে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন বিকেলে চপলা বিলুকে নিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। মাঠটার সর্বনাশ হয়ে গেছে। এক গাদা লোক মাঠ খুঁড়ছে।

'কী ব্যাপার গো! এটা যে ছেলেদের খেলার মাঠ!'

'আর খেলা মাইজী! যে খেলা শুরু হয়েছে ওদিকে। খবর এসেছে শিগগির বোমা পড়বে। এখানে আমরা দুটো ট্রেঞ্চ খুঁড়বো। সাইরেন বাজলেই আপনারা এসে ঢুকে পড়বেন। বোমা পড়লেও প্রাণে বেঁচে যেতে পারেন।'

গভীর একটা গর্ত সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে এপাশ থেকে ওপাশ। চওড়ায় প্রায় ফুট ছয়েক তো হবেই।

চপলা বিলুর হাত ধরে গঙ্গার ধারে বটগাছের তলায় বসলেন। উঠতে, বসতে, হাঁটা চলা করতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে। কি হল কে জানে! বেশ তো চলছিল।

www.BanglaBook.org

বিলু বললে, 'বড় মা, তোমার কোমরে ব্যথা হয়েছে তো, আমি রোজ, রাত্তিরে তোমাকে টিপে দোবো।'

চপলা বিলুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'ওরে, আমার ছেলে। তোমাকে কে বললে বাপি ?'

'তুমি কাল রাত্তিরে জ্যাঠামশাইকে বলছিলে।'

'ও সেরে যাবে। দু'দিন ভোগাবে, তিন দিনের দিন সেরে যাবে।'

গঙ্গায় আর শুধু জেলে নৌকো, যাত্রীবাহী নৌকো নয়। নতুন ধরনের জলযানের আবির্ভাব হয়েছে। যারা জানে তারা বলাবলি করছে, ও-গুলো হল ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট। কোনওটায়, জোড়া, জোড়া কামান, কোনওটায় মেশিনগান। তীর বেগে সব ছোটাছুটি করছে এদিকে, ওদিকে। শক্ত সমর্থ চেহারা। লালমুখো সায়েব সৈন্যরা বসে আছে। ভয়ে জেলে নৌকোগুলো পারেই বাঁধা। ওদের ছোটাছুটির মাঝখানে পড়ে গেলে চুরমার করে দিয়ে চলে যাবে।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক চপলাকে বললেন, 'তুমি মা বাড়ি চলে যাও। দিনকাল ভাল নয়। গঙ্গার ধার মিলিটারিরা নিয়ে নিয়েছে। ওদিকে জেটি তৈরি করছে। কি দরকার! এখন রাস্তাঘাটে না বেরোনই ভাল।'

চপলা উঠে চলে এলেন। পরিবেশ বেশ থমথমে। পথেঘাটে উটকো-অচেনা লোকের ভিড়। রাতে খেতে বসে ছোটকর্তা আবার একটা বোমা ফাটালেন। এবার আর পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল সমুদ্র নয়, এবার তিনি যুদ্ধে যাবেন। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললেন,

'আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু অফার মাই সার্ভিস টু দি কজ অফ দি নেশান।'

মেজকর্তা বললেন, 'শোনা যাক তোমার প্ল্যানটা। বেশ খুলেই বলো। তুমি না জানো বন্দুক চালাতে, তোমার কোনও মিলিটারি ট্রেনিং নেই। তোমার যুদ্ধটা হবে কি করে। ঘুসোঘুসি, না বাঙালির ল্যাং মারামারি।'

'যুদ্ধ ছাড়াও যুদ্ধে অনেক কাজ থাকে মেজদা। আমি যাবো সাইন্টিফিক অফিসার হিসেবে। সোজা ফ্রন্টে। এই সুযোগ। আবার কবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে তার কোনও ঠিক নেই। তখন আমি থাকবো কি না তাও জানি না। এই হল সুযোগ। গোল্ডেন অপারচ্যুনিটি। নাও অর নেভার। যুদ্ধ শুধু বইয়েই পড়েছি, এইবার সামনাসামনি দেখবো। ট্যাঙ্কে চড়ব। সাঁজোয়া গাড়িতে চড়ব। ম্যান অফ ওয়ারের ডেকে ঘুরব। সিপ্লেনে করে সমুদ্রে নামবো। গোলাগুলি, বোমা, মেশিনগান, পয়জন গ্যাস। জীবনে জীবনের মতো অভিজ্ঞতা। আমার ফর্মটর্ম সব এসে গেছে। অফিস লিস্টে আমার নাম উঠে গেছে। এখন এশিয়ান

www.BanglaBook.org

ফ্রন্টে দেবে, কি ইওরোপিয়ান ফ্রন্টে সেইটাই হল কথা।'

'সে যাদের কথা তারা ভাবুক। তুমি এখন বোঝাও, এর মধ্যে সায়েনসটা কোথায় আছে!'

'যুদ্ধে আর্ট আছে, সায়েন্স আছে, লিটারেচার আছে। ইউনিভারসিটির মতো। তুমি জানো, যুদ্ধে বড় বড় আর্টিস্টরা যায় যুদ্ধের ছবি আঁকতে।'

'তুমি ওখানে কেমিস্ট্রি করবে? না ফিজিক্স।'

'কেমিস্ট্রি। পিওর কেমিস্ট্রি। ধোঁয়ার রঙ দেখে বলে দোবো কিসের ধোঁয়া। গন্ধ শুঁকে বলে দোবো কিসের গন্ধ। বোমার মশলা অ্যানালিসিস করে বলে দোবো...'

'ধনে, জিরে, মৌরি।'

'অ্যাকাডেমিক ব্যাপার নিয়ে রসিকতা কোরো না। দিস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ কুরুক্ষেত্র। ফিরে এসে আমি একটা বই লিখব।'

'তোমার সাধের এস্রাজ?'

'সঙ্গে যাবে। ট্রেঞ্চে বসে বাজাব। সারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে দোবো রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর।

যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে।
দু হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে॥'

'আবার সেই অসুখটা ফিরে এল, অবাস্তবকে বাস্তব ভাবা। ছেলেটার কি হবে! মা মরা ছেলে।'

'এক মা মারা গেলেও আর এক মা আছেন। আর সত্যি কথা বলতে গেলে তোমরাই তো ওর মা বাবা আমার সঙ্গে ওর কতটুকুই বা দেখা হয়! আমি গেলেই বা কী, থাকলেই বা কী!'

'তোমার মাথায় যুদ্ধটা কে ঢোকালে! নেশান, নেশান করছ? কার নেশান? আমাদের নিজেদের কিছু আছে কী। ইংরেজ লড়াই করছে তাদের সাম্রাজ্যের জন্যে। ইংরেজ এই যুদ্ধে হারুক, সেইটাই তো আমরা চাই। তবেই তো আমরা মুক্ত হব।'

'এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার মতান্তর আছে। পরে তোমাকে আমি বুঝিয়ে দোবো। যুদ্ধে আমি যাবোই। লাইফস লাস্ট চান্স।'

'তাহলে তোমাকে আমি একটা খারাপ খবর দি। ছায়া ঘনাইছে ধীরে।'

'কিসের ছায়া? যুদ্ধের ছায়া!'

'তোমার বউদি বিছানা নিয়েছে। তাকে আমাদের ত্রিসীমানায় দেখতে পাচ্ছ?

www.BanglaBook.org

আমাদের খাওয়ার সময় সে নেই, এইরকম হয়েছে কোনও দিন ?'

'তাও তো বটে ! কি হয়েছে বউদির ?'

ছোটকর্তা উঠে চলে গেলেন। শেষ পাতের সব কিছু পড়ে রইল। চপলা বিছানায় শুয়ে আছেন ! যা আগে কখনও হয়নি। চপলা অসময়ে বিছানায়। সূর্য ওঠার আগে চপলা বিছানা ছাড়েন। জমিদার বাড়ির পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজলে চপলা আলো নেবান।

'একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছি ছোট ঠাকুর।' চপলা খুবই যেন লজ্জিত।

'কী জ্বর না কি ?' ছোটকর্তা সাবধানে চপলার কপালে হাত রাখলেন। চুলে ঘেরা ছোট্ট ঢালু কপাল। মাঝখানে গোল চাঁদের মতো টিপ। হাতটা রেখেই তুলে নিলেন, 'কই না, জ্বর তো নেই।'

'জ্বর নয়, কোমরে ভীষণ ব্যথা। উঠতে পারছি না।'

'সে কী, বাত হল না কী ?'

'কি জানি ? কি যে হল হঠাৎ।'

'হট ব্যাগ নিলে কেমন হয় !'

'হট ব্যাগের ওপরেই তো পড়ে আছি।'

'তুমি যদি পড়ে যাও, আমাদের কী হবে বউদি ?'

'অত সহজে পড়ব না ঠাকুরপো। আমার মনের জোর আছে।'

ছোটকর্তা অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর ঠিক সেই সময় সাইরেন বেজে উঠল।

ছোটকর্তা বললেন, 'সর্বনাশ, এয়ার রেড।'

॥ ৫ ॥

মোটামুটি ভালই শীত পড়েছে। মেজকর্তা তাঁর তুলতুলে নরম কাশ্মীরী আলোয়ানখানি গায়ে দিয়ে উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাতের প্রকৃতি দেখছিলেন। এমন সময় সাইরেন। মেজকর্তা ঘরে ঢুকে বললেন, 'মনে হচ্ছে, সাইরেন বাজছে।'

'মনে হচ্ছে কেন ? সাইরেনই।'

'তাহলে এ আর পি-র নির্দেশ অনুসারে আমাদের তো নিচের শেল্টারে যেতে হয়।'

'তা তো হয়ই।'

www.BanglaBook.org

'চপলা তো উঠতেই পারছে না।'

চপলা বললেন, 'তোমরা বিলুকে নিয়ে চলে যাও না। আমি বেশ আছি।'

ছোটকর্তা বললেন, 'তোমার মনে হচ্ছে বেশ আছ, আমাদের তা মনে হচ্ছে না। মেজদা তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমি বউদিকে, দু'হাতের ওপর শুইয়ে নিচে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আমার আপত্তি! আমার আপত্তি হবে কেন? তোমার কি মনে হয় আমার মনে কোনও পাপ আছে! আমার একটাই ভয়, তুমি পারবে তো!'

'বাগানে যে বারবেলটা পড়ে আছে, সেটার ওজন জানো?'

মেজকর্তা ঘাড় নাড়লেন। জানেন না। ছোটকর্তা খাটের ধারে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'বউদি অনুমতি দাও।' একখণ্ড শোলার মতো ছোটকর্তা অকেশে বউদিকে তুলে ফেললেন পাঁজাকোলা করে। পাশেই নারাণ দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে বললেন, 'বিছানা থেকে নরম তোশকটা তুলে নাও। পেতে শোয়াতে হবে বউদিকে।'

গুনগুন করে ভ্রমরের মতো শব্দ হচ্ছে। এক ঝাঁক জাপানী প্লেন ঢুকে পড়েছে কলকাতার আকাশে। নিচের অব্যবহৃত পরিত্যক্ত ঘরে সবাই বসে আছে। বিলু বোমার ভয়ে নয়, আরশোলার ভয়ে জ্যাঠামশাইয়ের নরম চাদরের তলায় ঢুকে আছে। ড্যাম্প ঘর। পিঠ বেয়ে ঠাণ্ডা উঠছে সিরসির করে। ভিজে, ভিজে দেয়াল। খেজুরের মতো আরশোলায় দেয়াল ছেয়ে আছে। জাপানী বিমানের উৎসাহে সারা ঘরে তাদের ওড়াউড়ি। বোমার অভাবে তারা নিজেরাই ঘাড়ে এসে পড়ছে। মিটমিট করে একটা বাতি জ্বলছে।

ছোটকর্তা হঠাৎ বললেন, 'আরতির জীবনে এই অভিজ্ঞতাটা হল না। মোস্ট থ্রিলিং। মনে হচ্ছে, ইওরোপে আছি।'

বাইরের রাস্তায় এ· আর· পি-র বাঁশি বাজছে। চিৎকার শোনা যাচ্ছে, 'ঘরে, ঘরে, আলো নেবান।'

চপলা ছোটকর্তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। মশা আর আরশোলা থেকে বাঁচবার জন্যে ছোটকর্তা অনবরত হাত নাড়ছেন।

মেজকর্তা বললেন, 'এর চেয়ে জাপানী বোমা অনেক ভাল ছিল।'

ছোটকর্তা বললেন, 'তা যা বলেছ।'

নারাণ বললেন, 'ছাতে উঠে দেখে আসব কোথায় বোমা পড়ল। বোম্ পড়া আমি জীবনে দেখিনি।'

বলতে না বলতেই, পাথর ফাটার মতো আওয়াজ হল পর পর কয়েকবার।

www.BanglaBook.org

কোথায় পড়ল বোঝা গেল না। কত দূরে! বাড়িটা কেঁপে উঠল। ওপরে কোথাও একটা আলগা কাঁচ ভেঙ্গে পড়ল ঝন, ঝন করে। ছোটকর্তা বললেন, 'কাজ বাড়ল। সমস্ত কাঁচে কাগজের ফালি সাঁটতে হবে। খুব কাছাকাছি কোথাও পড়ল মনে হচ্ছে! ইংরেজদের অবস্থা একেবারে ন্যাজে-গোবরে। এম্পায়ার গেল।'

অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্‌ট গানের শব্দ আসছে, একের পর এক।

মেজকর্তা বললেন, 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। বোমা ফেলার আগেই তো কামান ছোঁড়া উচিত ছিল।'

'দাঁড়াও, টার্গেট ঠিক না করে ছোঁড়ে কি করে! আগে রেঞ্জের মধ্যে আসবে, তারপর তো ছুঁড়বে।'

অল ক্লিয়ার হয়ে গেল। পোঁ পোঁ বাঁশি বাজছে এ আর পি-র। ছোটকর্তা মেজবউদিকে এনে খাটে শুইয়ে দিলেন। চপলা কাঁদছেন, 'এই দুঃসময়ে আমি তাহলে পঙ্গুই হয়ে গেলুম।'

'বউদি তোমার তো প্রায় আমারই মতো মনের জোর। তুমি কেন ভেঙ্গে পড়ছ।'

'ওদিকে বাবা, মা, বোন, সবাই ধাঁধায় পড়ে আছেন। বেঁচে আছেন, না সব শেষ হয়ে গেছেন কে জানে। খবর যাবেও না, খবর আসবেও না।'

'প্রকৃতই ভাববার কথা। দেখি, কাল আমি চেষ্টা করব, খবর নেবার।'

চপলা ছোটকর্তার ডান হাত বুকের কাছে চেপে ধরে বললেন, 'আমার একটা কথা শুনবে? তুমি যুদ্ধে যেও না। একা আমি সব কিছু সামলাতে পারব না।'

'তোমাকে একা ফেলে আমার যাবার উপায় নেই। তুমি আমার জীবনের প্রায় পুরোটাই দখল করে নিয়েছ। যুদ্ধের চেয়ে তোমার সেবাই আমার কাছে এখন বড়। একসময় ভেবেছিলুম, একেবারেই হারিয়ে যাবো হঠাৎ। জীবনটাকে একটু অন্য চ্যানেলে বওয়াবো। অর্থহীনকে অর্থবহ করবো। একটা পাহাড়। অলকানন্দার নীল জল। তুষার শীর্ষে সূর্যোদয়। ক্ষুদ্র জীবন থেকে বৃহৎ জীবনে বেরিয়ে যাবো। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, ভালবাসার চেয়ে মহৎ আর কিছু নেই।'

'তোমার কোথাও লাগেনি তো!'

'আমার লাগবে! তোমাকে মনে হল ফুলের মতো।'

ছোটকর্তা আর নারাণ দুজনেই নিশাচর। সেই মধ্যরাতে দুজনেই ছাতে গিয়ে উঠলেন। আকাশে এত বড় একটা ডামাডোলের পর চাঁদের আলোয় সব যেন

www.BanglaBook.org

থমথম করছে। তারারা মিটিমিটি তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। দুজনে বহুক্ষণ ধরে এ পাশে, ও পাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যদি কিছু নজরে পড়ে। বোম পড়লেই আগুন লাগবে। আকাশের কোনও দিকে কোনও আগুনের চিহ্ন আছে কি না! শেষে হতাশ হয়ে দু'জনেই বসে পড়লেন। আকাশ একেবারে ফাঁকা।

নারাণ বললেন, 'যতই দেখছি, ততই মনে হচ্ছে, জ্যোতিষশাস্ত্রটা অভ্রান্ত। এই যুদ্ধ যে হবে তা কিন্তু বিচারে পরিষ্কার পাওয়া গিয়েছিল। আপনি তখন রেগে গেলেন, বিলুর কোষ্ঠী বলছে, ওর আপনজন বলতে কেউ থাকবে না। সবাই একে একে চলে যাবে ওকে ছেড়ে।'

'আবার তুমি সেই কোষ্ঠী আনলে। শোনো, ও সব আমি বিশ্বাস করি না। ওতে কিছু থাকলেও আমি বিশ্বাস করব না; কারণ ওতে বিজ্ঞান নেই। ওটা কোনও শাস্ত্রই নয়। অনুমান মাত্র। বিলুর যদি আপনজন কেউ না থাকে, ও সাফার করবে। পর ওর আপন হবে। এই পৃথিবীতে কেউ ভোগে, কেউ ভোগায়। কেউ জেতে, কেউ হারে। কেউ রাজা হয়, কেউ ভিখিরি। ভেবে তুমি যখন কিছুই করতে পারবে না, স্টপ অল ভাবনা। কর্ম আর কর্মফলে বিশ্বাস করো। অন্ধকার একটা ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরে ছেলেটাকে অকেজো করে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ। ও যদি চরিত্রহীন হয় বুঝতে হবে আমি চরিত্রহীন। ও যদি গবেট হয় বুঝতে হবে আমি গবেট। ও যদি নীচ হয়, বুঝতে হবে আমি নীচ। কারণ ও আকাশ থেকে পড়েনি, আমারই বীর্যে ওর জন্ম হয়েছে। আমগাছে কি আমড়া হয়! একটা মানুষকে বড় করার কি উপায় জান! সব সময় তাকে স্মরণ করাবে, তুমি কার ছেলে! তুমি কোন বংশের ছেলে! খুঁটিটা চেনাতে হয়। সিংহশাবক ভেড়ার দলে পড়ে, স্বরূপ ভুলে গিয়েছিল। একদিন এক সিংহ এসে তাকে দল ছাড়া করে নিয়ে গেল জলার ধারে। দু'জনের প্রতিবিম্ব দেখিয়ে বললে, দেখ্, তোতে আর আমাতে কোনও তফাৎ আছে? বংশ হল সেই আয়না, মিরার। বারে, বারে তুলে ধরতে হয় মুখের সামনে। আত্মবিস্মৃতিই হল ধ্বংসের কারণ। রবীন্দ্রনাথের একটা গান শুনবে,

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিয়ো তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া॥

"একটা গল্প শোনো, ঘুম তো আর হবেই না। এক রাজার এক ছেলে।

www.BanglaBook.org

রাজার ছেলে, বুঝতেই পারছ, তার সেইরকম বেশভূষা। সারা গায়ে সোনার গয়না। ছেলেটির বয়স এই ছয় কি সাত। আমাদের বিলুর বয়সী। রোজই সে রাজভৃত্যের সঙ্গে বিশাল বাগানে বেড়াতে যায়। একদিন হল কি বেড়াতে বেড়াতে তারা অনেকটা দূরে চলে গেল। নির্জন, অন্ধকার, অন্ধকার একটা জায়গায়। একদল ডাকাত তক্কে, তক্কে ছিল। তারা অমনি ছেলেটাকে ধরে নিয়ে চলে গেল। নিয়ে গিয়ে তার সব গয়নাগাঁটি খুলে নিল। এইবার ভাবছে, ছেলেটাকে কি করবে, মেরেই ফেলবে কি না। ডাকাত সর্দারের ছেলেপুলে ছিল না। তার খুব মায়া হল। সে বললে ছেলেটাকে আমি মানুষ করব।

"কুড়ি বছর পার হয়ে গেল। রাজা প্রায় বৃদ্ধ। এক দৈবজ্ঞ এসে বললেন, মহারাজের জয় হোক। রাজা বললেন, আর জয় হোক। আমার আর কি জয় হবে দৈবজ্ঞ! ভাগ্যের হাতে আমি পরাজিত। আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল আমার ছেলে নিরুদ্দেশ। কোথাও তার সন্ধান নেই। দৈবজ্ঞ বললেন, মহারাজ, আমি দৈবজ্ঞ, আমি বলছি, আপনার সন্তান জীবিত আছে। আছে সে এক ডাকাতের দলে। মহারাজ বললেন, তাই নাকি? কোথায় সেই ডাকাতের দল? দৈবজ্ঞ বললেন, ব্যস্ত হবেন না। আমি জানি আপনার সে ক্ষমতা আছে। এখুনি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারেন। সে কিন্তু আপনাকে চিনতে পারবে না। আপনার ছেলেকে আমিই এনে দোবো, আপনি শুধু আমাকে একটা আয়না দিন।

"দৈবজ্ঞ একটি আয়না নিয়ে ডাকাতদের অঞ্চলের দিকে চললেন। যা আশা করেছিলেন ঠিক তাই হল। ডাকাতরা দৈবজ্ঞকে ধরল। যা আছে সব কেড়ে নেবে। দৈবজ্ঞ বললেন, 'বাবা, আমার কাছে একটি আয়না ছাড়া আর কিছুই নেই।' ডাকাতরা বললে, 'তাহলে ব্যাটাকে মেরে ফেল।' 'আমাকে মারবে, তা মারো; কিন্তু তোমার তো আজ হাড়ি চড়েনি। আর তুমি, তোমার তো আজ বউয়ের সঙ্গে ধুম ঝগড়া হয়েছে। আর ওই যে তুমি, তোমার তো বাবা পেটের ব্যথা সহজে সারার নয়। আর ওই যে ওপাশের তুমি, তোমার তো ছেলে যায় যায়।'

"ডাকাতরা অবাক। সকলের সব কিছু মিলে যাচ্ছে। ডাকাতরা বললে, 'আপনি কে প্রভু?' 'আমি দৈবজ্ঞ' 'আচ্ছা কোনদিন কোন দিকে গেলে ভাল ডাকাতি হবে আপনি বলতে পারেন?' 'কেন পারবো না।' 'তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন না।' 'যেতে পারি একটি শর্তে, তোমাদের সর্দারকে বলা চলবে না।' 'বেশ তাই হবে।'

www.BanglaBook.org

"দৈবজ্ঞ ডাকাতদের ডেরায় গিয়ে বাস করতে লাগলেন। রোজই তাদের বলে দেন আজ এই দিকে যাও। আজ ওইদিকে যাও। আর ঠিক ঠিক মিলে যায়। ডাকাতদের বিশ্বাস বাড়ে। দৈবজ্ঞ একদিন বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের সর্দারের কোনও ছেলে নেই?' 'হ্যাঁ আছে তো। ভারি সুন্দর এক ছেলে।' 'তাকে আসতে বলো নি?' 'আপনি যে বলেছিলেন সর্দারকে কিছু না জানাতে।' 'সে তো সর্দারকে। তার ছেলে কেন আসবে না? তাকে নিয়ে এসো কাল।'

"পরের দিন ছেলে এল। রাজপুত্রের মতো চেহারা। ছেলে বললে, 'আমার কিছু বলুন।' 'যা বলব তা বিশ্বাস করবে?' 'কেন করব না! আপনি তো সকলের সব কিছু মিলিয়ে দিচ্ছেন।' 'না, তুমি আজ রাতটা ভাল করে ভাবো। ভেবে এসে বলো।'

"ছেলেটি পরের দিন এসে বললে, 'ভেবেছি। যা বলবেন, বিশ্বাস করবো।' দৈবজ্ঞ তখন বললেন, 'শোনো বাবা, তুমি ডাকাতের ছেলে নও। তুমি রাজার ছেলে। তোমার বাবা আর মা দু'জনেই সুন্দর। বিশাল রাজবাড়ি তোমার। বিরাট সিংহাসন। দাসদাসী। সব একেবারে ঝলমল করছে।' 'কি বলছেন আপনি? আমি রাজার ছেলে?' 'হাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না! এই নাও আয়না। নিজের মুখ দেখ। এটা তুমি নিয়ে যাও। রাতে, তোমার এই বাবা/ মা যখন ঘুমোবে, তোমার নিজের মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো।'

"পরের দিনই ছেলেটি এসে বললে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।' 'এবার তো তাহলে ফিরতে হবে নিজের বাবা-মায়ের কাছে!' 'আচ্ছা, তোমাদের এই পথটুকু পেরিয়ে নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছতে ক'ঘণ্টা লাগবে?' 'ছ ঘণ্টা।' 'তুমি এক কাজ করো, রোজ, এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা করে বাড়ির বাইরে থাকা অভ্যাস করো, ক্রমে সইয়ে, সইয়ে, সেটাকে আট ঘণ্টায় তোলো। যখন আট ঘণ্টা বাইরে থাকলেও ওরা আর উতলা হচ্ছে না দেখবে তখন তুমি আমার কাছে আসবে। তার আগে নয়।'

"ছেলেটি একটু একটু করে তার ডাকাত পিতামাতাকে অনেকক্ষণ না থাকাটা অভ্যাস করিয়ে দিল। তারা ধরেই নিল, ছেলে বড় হয়েছে, ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে একটু আড্ডা মারতেই পারে। ছেলেটি এইবার দৈবজ্ঞের কাছে এসে বললে, 'হয়ে গেছে।' 'আচ্ছা, তুমি অস্ত্র চালাতে পারো?' 'খুব ভাল পারি।' 'তাহলে চলো বেরিয়ে পড়ি।'

"সেই ছ'ঘণ্টার পথে কিছু দূরে দূরেই ডাকাতদের চৌকি। পাহারাদার বসে আছে। রাজপুত্র সব কাটতে কাটতে পৌঁছে গেল প্রাসাদে।"

www.BanglaBook.org

'কি বুঝলে গল্পটার ?'

'আজ্ঞে ওই আয়না।'

'হ্যাঁ, আয়না, মানে দর্পণ, মানে দর্শন। নিজেকে তুমি চিনলে। জানলে তুমি কার সন্তান ! অমৃতস্য পুত্রাঃ। আর ওই রাজপুত্রের তরোয়াল হল জ্ঞান, শাস্ত্র জ্ঞান। ওই চৌকি আর পাহারাদার হল বাধা, মায়া। সময় নাও। সংকল্পে দৃঢ় হও, তারপর সব কাটতে কাটতে এগিয়ে যাও। বিলুকে ওই দর্পণটি দেখাও। দৈবজ্ঞের ভূমিকা, ভূত-ভবিষ্যত নয়। দৈবজ্ঞ আসলে গুরু। জীবাত্মার সঙ্গে পরামাত্মার মিলন ঘটান। তোমার উচিত হবে সেই কাজটি করা। তা যদি না পারো, তুমি ফেলিওর।'

চাঁদ মরে গেল পশ্চিম আকাশে। শেষ রাতের দীর্ঘশ্বাসে এল ভোরের ভিজে বাতাস। দু'জনে চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিলেন। শিশিরে সব ভিজে গেছে। ছোটকর্তার লোহার শরীর। তিনি হিম ঠাণ্ডা গ্রাহ্য করেন না। ছোটকর্তার পায়ের শব্দ পেয়ে মেজ বললেন, 'এইবার তুমিও বিছানায় পড়ো। যা হিম লাগালে !'

'তুমি এখনও জেগে ?'

'তোমার জন্যে কি ঘুমোবার উপায় আছে ?'

'সরি মেজদা।'

চপলা বেশ ভাল ভাবেই পড়েছেন। শুধু ব্যথা নয়, সঙ্গে জ্বর। বড় ডাক্তার এলেন। গম্ভীর মুখে নানা পরীক্ষা করে রায় দিলেন, স্পাইনাল কর্ডে টিবি। টিবি যে কোনও জায়গায় হতে পারে। এ বাত নয়, হাড় সরে যাওয়া নয়। তাহলে জ্বর হত না। ধীরে, ধীরে রুগী মৃত্যুর দিকে এগোবেন। কোনও ওষুধই নেই। থাকলে বিলেতে। জার্মানির বোমায় ইংল্যান্ড তো ধ্বংসস্তূপ। আর এদিকে তো জাপান খেলা দেখাচ্ছে।

ডাক্তাবাবু চপলার কোমরে বিশাল এক প্ল্যাস্টার করে দিয়ে গেলেন। অসুখটা কি তা আর চপলাকে বলা হল না। বিছানাই হল চপলার ঘর বাড়ি। সেইখানেই বসে, শুয়ে সারাদিন বিলুর তদারকি। বিলুর চান হল কি না। জলখাবার খেল কি না !

দুপুরে চপলা খাটে, মেঝেতে বিলু। সেই এক ঘর লেখা। চপলা খাট থেকে তাকিয়ে, তাকিয়ে দেখেন, বিলুর হাতের লেখা কত সুন্দর হচ্ছে। 'আমার এই আঁকার খাতার মতো তোমাকে এইবার বড় বড় দুটো খাতা তৈরি করিয়ে দোবো, একটা ইংরিজির, একটা বাংলার। পালকের কলম। তুমি লিখবে ঝুল কালো কালি দিয়ে।'

www.BanglaBook.org

'বড় মা আমাকে তোমার মতো ছবি আঁকা শিখিয়ে দেবে ?'

'দোবো বাপি।'

'আমি পারবো ?'

'কেন পারবে না ? তুমি সব পারবে। সব, সব।'

'নারাণকাকু বলছিলেন, আমি না কি খারাপ ছেলে হব।'

'ও সব কথায় একদম কান দেবে না। সব বাজে।'

থাকথাক বালিশে পিঠ দিয়ে চপলা আধশোয়া। কোমরটা প্ল্যাস্টার করা। এক মাথা কালো কুচকুচে চুল বাতাসে উড়ছে। পেছনের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে। দেবীর মতো দেখাচ্ছে। কোলের ওপর একটা বোনা। বিলুর জন্যে গাঢ় নীল রঙের একটা সোয়েটার বোনা হচ্ছে। অদৃশ্য ভাগ্যদেবী দেখছেন, বোনা আগে শেষ হয়, না জীবন শেষ হয় আগে। মৃত্যুর সঙ্গে কম্পিটিশান। চপলা সব ব্যাপারেই বামুনদির গুরু। গুরুর জন্যে বামুনদি খুব করছে। একেবারে পাকা নার্সের মতো সেবা। ঘরের মেঝেতে শীতের রোদ শিশুর মতো হামা দিচ্ছে। গাছের মাথায় মাথায় রোদ। যাবার আগে উঁচু থেকে দেখে নিচ্ছে দিনের পৃথিবীকে।

শীতের সেই মনমরা বিকেলটা এসে গেল। চপলার নির্দেশে বামুনদি বিলুকে সাজগোজ করাচ্ছে। সেই এক গ্লাস দুধ, যা খেতে গেলে বিলুর কান্না পায়। খেতেই হবে। বড়মা বলেছে, দুধ খেলে তবেই গায়ে জোর হবে। এ দিকের গোলপোস্টে দাঁড়িয়ে বলে শুট করলে ওদিকের গোলপোস্টে গোলার মতো ঢুকে যাবে। এত জোর সামনে যদি একটা পাঁচিলও পড়ে, ভেঙে বেরিয়ে যাবে।

'ওকে একবার চট করে মাঠ থেকে ঘুরিয়ে আনো বামুনদি। বেশি দেরি কোরো না। সন্ধে হবার আগেই ফিরে আসবে। বড় রাস্তায় যাবে না। মিলিটারি ট্রাক যাচ্ছে একের পর এক।'

বিশাল খেলার মাঠটার অবস্থা দেখে বিলুর কান্না পেয়ে গেল। গভীর দুটো সুড়ঙ্গ অজগর সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। ভেতরে বিলুর মতো কেউ দাঁড়ালে তাকে আর দেখা যায় না এত গভীর গর্ত। মাঠের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বেলগাছ। শীতে ঝরে গেছে সব পাতা। গড়ের মতো সেই বাড়িটার ভেতরের সব আগাছা সাফ করে ফেলেছে। সেখানে এ আর পি-র ঘাঁটি হবে। গোটা কতক র‍্যাফল ওয়াল তৈরি হয়েছে। লাল রঙের পোস্টার পড়েছে। হেলমেট মাথায় সৈনিক। পিঠে বেয়নেট লাগান রাইফেল। তলায় লেখা, যুদ্ধে যোগ দিন। সৈনিকের মৃত্যু গৌরবের মৃত্যু। একগাদা লাল

www.BanglaBook.org

বালতি, স্টিরাপ পাম্প পড়ে আছে। বস্তা, বস্তা বালি।

কল্যাণ একটা লাল রঙের সোয়েটার পরে একদল বড়, ছোটো মেয়ের সঙ্গে ট্রেঞ্চের ভেতর হুড়োহুড়ি করছিল। বিলুকে দেখে কল্যাণ উঠে এল, 'আয় খেলবি আয়। বড় মা এলেন না?'

'বড় মা-র অসুখ করেছে।'

'বড় মায়েরও অসুখ! এত অসুখ করলে ভাল লাগে! রোজ, রোজ, অসুখ।'

কল্যাণ প্যান্টের পকেট থেকে একগাদা কাঁচের মার্বেল বের করে বিলুকে দিল। সুন্দর, সুন্দর রঙ। 'নে বাড়িতে গিয়ে খেলবি।' কল্যাণ লাফ মেরে ট্রেঞ্চে নেমে গেল। ফুলফুল ফ্রক পরা সুন্দর মতো একটা মেয়ে কল্যাণের মাথায় চাঁটা মেরে মেরে ছুটে পালাচ্ছে, কল্যাণ তাকে ধরার চেষ্টা করছে। কিছুতেই পারছে না। সে এই লাফিয়ে ওপরে ওঠে তো, এই লাফিয়ে নিচে নামে। মেয়েটাকে বিলুর খুব ভাল লেগে গেল। তারও ইচ্ছে করছিল, খেলা করতে। সেই মেয়েটাকে সবাই গীতা, গীতা বলে ডাকছিল।

বামুনদি বিলুকে নিয়ে গঙ্গার ধারে চলে এল। বড় বড় বেলুন উড়িয়েছে মিলিটারিরা। ডানাকাটা প্লেনের মতো দেখতে। একজন বললেন, 'দেখ খোকা, একে বলে বেলুন ব্যারেজ। বোমারুরা তো খুব নিচু দিয়ে উড়ে এসে বোমা ফেলে, এইগুলো থাকলে খুব নিচুতে আর নামতে পারবে না। ডানা, কি চাকা আটকে পড়ে যাবে। আর ওই যে দেখছ লাতাপাতার আড়ালে সার, সার, সব কামান। বিমান মারা কামান। গোলা মেরে সব মাটিতে ফেলে দেবে। কত বড় বড় সার্চলাইট ফিট করেছে দেখ। রাতের বেলায় আকাশে আলো ফেলবে, একেবারে মেঘের গায়ে গিয়ে লাগবে। রাত্তিরবেলা দেখবে কি মজা! আজকালের মধ্যে এখানেও বোমা পড়বে। দু'কানে খুব করে তুলো গুঁজবে, আর ছোট একটুকরো কাঠ দাঁতে চেপে রাখবে। দেখবে বোমা পড়লেও তোমার কিছু হবে না। মাটিতে শুয়ে পড়বে।'

গঙ্গার ধারটা খুব জমজমাট হয়েছে। সিপ্লেন ওঠানামা করছে। যখন উঠছে আর নামছে জলটা যেন ধোঁয়ার মতো হয়ে যাচ্ছে। বিলুর মনে হচ্ছিল সারাদিন বসে থাকে গঙ্গার ধারে। কালো রঙের সৈন্য লাল রঙের সৈন্য, সাদা রঙের সৈন্য। লাল খাঁকি পোশাক। সাদা ধবধবে পোশাক। কত রকমের জিনিস, লোহা-লক্কড়, ক্রেন। নানা ভাষায় চিৎকার, চেঁচামেচি। ভারি বুটের শব্দ। হঠাৎ এক আমেরিকান সৈন্য এসে বিলুর হাতে বিলিতি একটা চকোলেটের প্যাকেট ধরিয়ে দিল। বিলুর একটুও ভয় করল না। ভয়ে মরল বামুনদি। সে অমনি

www.BanglaBook.org

বিলুকে কোলে নিয়ে তরতর করে হাঁটতে লাগল। আমেরিকান সৈন্যটি হা হা করে হাসছে।

বিলু বাড়ি ফিরে এসে দেখলে, বড় মার ঘরে দু'জন ডাক্তারবাবু। জ্যাঠামশাই, বাবা, দীনু কাকা। কত কথা বলার ছিল। চকোলেটের সুন্দর খাপটা দেখাবার ছিল। কিছুই হল না। কারোরই সময় নেই তার সঙ্গে কথা বলার। বড় মা শুয়ে আছেন। বিলুর মনে হল তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। নারাণকাকা খুব ব্যস্ত হয়ে সাইকেলে চেপে কোথায় চলে গেলেন।

মুকুজ্যেমশাই গম্ভীর মুখে বসে আছেন ঘরের বাইরে। মাঝে মাঝে চুলে আঙুল চালাচ্ছেন। বিলুকে দেখে বললেন, 'কি হবে বলো তো! এক এক করে সবাই অসুখে পড়ছে। অসুখের আর শেষ নেই।'

দাদুকে দেখলেই বিলুর ভীষণ ভয় করে। সাদা পাথরের মূর্তির মতো। ঠাকুর/ঠাকুর দেখতে। বড়, বড় চোখ। এতখানি ভুঁড়ি। গলাটা গমগম করছে। বিলু ছুটে পালাল। সেই উত্তরের ঘরে। পূবের জানালায় ঝুঁকে আছে নিমগাছ। কনকনে শীত। প্রদীপ জ্বেলে কেউ প্রার্থনায় বসালো না। মন্ত্র পড়া হল না। গান হল না। কেউ খাওয়ার কথাও বলছে না। বামুনদি একটু করে রান্না করছে, এক একবার ছুটে চলে যাচ্ছে বড় মার ঘরে। ফিরে এসে মাথা নাড়ছে। নিজের মনেই বিড়বিড় করছে। দুধ উতলে উনুনে পড়ল। পোড়া, পোড়া গন্ধ।

সেই রাত থেকে বিলুর শোয়া আরম্ভ হল বাবার বিছানায়।

'শোয়ার আগে জল খেয়েছ?'

বিলু ঘাড় নাড়ল। না, খায়নি।

ছোটকর্তা বললেন, 'ঘাড় নাড়বে না। তোমার মাথার দিকে তাকিয়ে কেউ বসে নেই। মুখে বলবে, হ্যাঁ কি না। যাও জল খেয়ে এস। শোবার আগে জল খেতে হয়।'

বাবাকে ভীষণ ভয় করে বিলু। সেই দিন থেকে। সে এক ঘটনা। ছোটকর্তা মেঝেতে বসে জল খাচ্ছেন কাঁচের গেলাসে। বিলু ছুটে এসে ছোটকর্তার ঘাড়ে পড়ল আচমকা, বাবা বলে। গেলাসটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। ছোটকর্তা চোখ লাল করে বললেন, স্টুপিড। সেই মুখ, সেই চোখ, ইংরিজি শব্দ। বিলু আর কোনওদিন বাবার ঘাড়ে পড়ে আদর জানাবার চেষ্টা করেনি। তার যত আব্দার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। বুকের ওপর শুয়ে পড়ে গল্প শোনা। চুল নিয়ে খেলা করা। কানে, কানে, ফিসফিস করে কোনও কিছু বায়না করা। আর সঙ্গে, সঙ্গে সেটা তামিল হয়ে যাওয়া।

www.BanglaBook.org

বিলু বিছানার একধারে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। এই সময় রোজই তার মায়ের কথা মনে পড়ে। আজ তার মনে হচ্ছে জ্যাঠাইমার কথা। তার গায়ে সেই সুন্দর গোল হাতটা এসে পড়ল না। চুড়ির সেই কিনকিনে আওয়াজ কানে এল না। নাকে সেই সুন্দর গন্ধটা লাগল না। তার একটা পা জ্যাঠাইমার নরম পেটের ওপর তুলে দিতে পারল না। বালিশ ছেড়ে জ্যাঠাইমার হাতের ওপর মাথা রাখার উপায় নেই। চোখ বুজিয়েও বিলু দেখতে পাচ্ছে অসীম আকাশ। একটা ঘুড়ি উড়ছে চাঁদের আলোয়।

অনেক রাতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অল্প একটু চোখ মেলে দেখল পাশে বাবা। আধশোয়া হয়ে খুব হাল্কা হাতে, তার কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছেন। বাবার মুখ তার মুখের দিকে নেমে আসছে। বাবা তাকে চুমু খেলেন খুব আলতো করে। হাত দিয়ে তার শরীরটা চেপে ধরলেন। দু, তিনবার বললেন তার আদুরে নাম, মানু, মানু, মানু।

॥ ৬ ॥

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা লয়ে প্রাণ করে 'হায় 'হায় ॥
নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায় ॥

নির্জন দ্বিপ্রহরে গান ঘুরছে ঘরে ঘরে। ভাঙা হাটে চাঁদের আলো। আর কত দিন তা জানি না। যেতে পারিনি বলে একা রয়ে গেছি আমি। পূরবীতে গাওয়া সেই গানটার মতো, ভরা হাটের হেটো যারা, একে একে গেল তারা। আমি কর্মদোষে রইনু বসে শিরে ধরি পাপের বোঝা। ইংরেজরা বলেন বৃদ্ধ হয়েছ তো কি হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে নতুন করে বাঁচতে শেখ। ভোগী, বিষয়ীরা তা পারে। যে বেড়ে উঠেছে অবিষয়ে, যে বাঁচতে শিখেছে দেহে নয় মনে তার পক্ষে কি সম্ভব! একটা বয়সের পর চোখ দুটো ঘুরে যায় পিছনে।

যখন ভাঙল মিলন-মেলা
ভেবেছিলেম ভুলব না আর চক্ষের জল ফেলা ॥
দিনে দিনে পথের ধুলায় মালা হতে ফুল ঝরে যায়—
জানি নে তো কখন এল বিস্মরণের বেলা ॥

উত্তরের বারান্দায়, যে জায়গটায় যমুনা তৈরি করে মা আমাকে চান করাতেন

www.BanglaBook.org

সেই জায়গায় আমার ইকমিক কুকারের বাটিগুলো পড়ে আছে। একটু পরেই কাজের মেয়েটি এসে মেজে দিয়ে যাবে। তারপর সে-ই দু'কাপ চা করবে। এক কাপ আমার, এক কাপ তার। আমার সামনে মেঝেতে বসে সিপসিপ করে খাবে, আর যত রাজ্যের গল্প করবে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাবে অন্য বাড়ির কাজের কথা। সঙ্গে, সঙ্গে কেটে যাবে তার সেই অলস ভাব। কাপ দুটো ঝটপট ধুয়ে, মুখে একটু খইনি ফেলেই ধড়ফড় করে ছুটবে। বয়স কম। বাঁচার বাসনা প্রবল। সেই কুকারের বাটিগুলো নিয়ে একটা কাক এখন বাজনা বাজাচ্ছে।

আমি মনে মনে একটা কিছু লেখার চেষ্টা করি। মালা হতে ফুল ঝরে যাবার কাহিনী। বালি, বালি কাগজের ডবল ডিমাই মাপের দুটি খাতা, আর বার্মার বাঁশের অপূর্ব কাজ করা একটি গয়নার বাক্স আর ট্রে, সমস্ত ঝড়-ঝাপ্টা বাঁচিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে জীবনের এতটা পথ। খাতা খুললেই সেই সব সুন্দর, সুন্দর লতা-পাতা তার ফুল। আর একটা জিনিসও আমি সযত্নে রেখেছি। প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া, হাতে বোনা গাঢ় নীল রঙের একটা সোয়েটার। প্রায় সমাপ্ত হয়ে আসা একটা বাড়ির মতো। এর প্রতিটি ফোঁড়ে আমার জ্যাঠাইমার হাতের স্পর্শ। যার সোয়েটার সে এখন বৃদ্ধ। কোন আকার থেকে কোন আকারে চলে এসেছে। অতীত কি ভাবে বড় হয়! ছিলুম একটা পাখি, হয়ে গেলুম বৃদ্ধ এক জরদগব। গয়নার বাকসে কোনও গয়নাই আর নেই। সব উড়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে দেনা মেটাতে। নিচের তলায় পাতা আছে লাল রঙের নরম এক টুকরো কাপড়। বাক্সর ভেতরটা পাখির ঠোঁটের মতো লাল। প্রাচীন গন্ধ। বাক্সটার ভেতরে আছে স্বপ্ন। জীবনের উষ্ণতা। সম্পন্ন এক পরিবারের স্মৃতি।

খাটের পরমায়ু মানুষের আয়ুর চেয়ে অনেক বেশি। ওই তো সেই খাট। সময়কে একটু পেছনে সরাতে পারলেই দেখতে পাব আমার সেই জ্যাঠাইমাকে। বড় অসহায় মুখচ্ছবি। চারপাশে ছড়ানো সংসার। কত কাজ। নিয়তি বেঁধে রেখেছে বিছানায়। বালিশের পাশে সংসারের হিসেবের খাতা। বামুনদি থেকে থেকে ছুটে আসছে। নিয়ে যাচ্ছে আদেশ। শুয়ে শুয়েই সংসার পরিচালনা করছেন জ্যাঠাইমা। নিরঞ্জনদাকে বলছেন, যাও বিলুর চুল কাটিয়ে আনো। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুর কাছে একবার নিয়ে যাও। খুব কাশি হয়েছে। জামার বোতাম ছিঁড়ে গেছে। নিয়ে এস। বোতাম বসাতে পারি কি না দেখি। ঘুম নেই। যন্ত্রণায় ঘুম আসে না। কোমরে পুরু প্ল্যাস্টার। গোলড্ ইনজেকশন করা হয়েছে। সর্ব অঙ্গে ব্যথা। তবু তিনি পরাজিত হতে রাজি নন। মৃত্যু তাঁর জীবননিষ্ঠার কাছ ম্লান।

www.BanglaBook.org

যে ক'বছর তাঁকে পেয়েছিল এই বিলু, কত জ্বালাতনই না করেছে। শনিবারে মাঝে মধ্যে ভাল ছবি এলে সিনেমায় সদলে যাওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল। সেই দিনের সেই ঘটনা চোখের সামনে ভাসছে। সিনেমার মাঝপথে বিলুর বড় বাইরে পেয়ে গেল। সামান্যতম বিরক্তি নেই। ঘৃণা নেই। বিলুকে নিয়ে চলে এলেন বাইরে। ছবিটা ভাল ভাবে দেখাই হল না। বিলু লজ্জায় অধোবদন। তিনি কেবলই বলেন, এতে লজ্জার কি আছে। এ তো হতেই পারে। সিনেমা কি এমন জিনিস যে পুরোটাই দেখতে হবে!

ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি কমে আসছে তাঁর; আর খেলায় হেরে যাওয়া মানুষের মত, ছোটকর্তা আর মেজকর্তা ছটফট করছেন। মৃত্যু গোল দেবেই আর তাঁরা চেষ্টা করছেন গোলপোস্ট আটকে দাঁড়িয়ে থাকার। ছোটকর্তা মেঝেতে বসে এস্রাজ বাজিয়ে শোনাচ্ছেন। মেজকর্তা পড়ে শোনাচ্ছেন বই। ছোটকর্তা বীরের ভঙ্গিতে বলছেন, তুমি ভাল হয়ে যাবে। তুমি ভাল হয়ে যাবে। দেখি কার ক্ষমতা আছে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

তবু কিছু হল না। খাট ঘিরে সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর ঠিক সেই প্রথম রাতে মৃত্যু এসে ঈগলপাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল আমার বড়মাকে, যেমন তুলে নিয়ে গিয়েছিল আমার মাকে। বাইরে তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে চাঁদের আলো। আর ঠিক সেই সময়ে কলকাতার আকাশে উড়ে এল এক ঝাঁক জাপানী প্লেন। সাইরেন বেজে উঠল। কারোরই খেয়াল রইল না সেদিকে। বোমা পড়ল হাতিবাগানে। জ্যাঠাইমার ঘরের দেয়াল আলমারির সমস্ত কাঁচ চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। কেউ গ্রাহ্যই করল না। গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠল। রাস্তার সমস্ত আলো নিবে গেল। জ্যাঠামশাই শিশুর মতো বাবাকে বললেন, 'যাঃ চলে গেল যে রে!'

বাবা বললেন, 'আরও একবার পরাজিত হলুম।'

এইসব দৃশ্য, কথা, আমার মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, আবার সব ফিরে আসছে স্পষ্ট হয়ে। যে কোনও সময় আমার চোখের সামনে আনতে পারি। সময়, চরিত্র, পরিবেশ সবই যেন আমার নিয়ন্ত্রণে। বয়স এমনই এক যাদুকর। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব একাকার।

নিস্তব্ধ ঘর। শেষ নিঃশ্বাস ফেলে আমার জ্যাঠাইমা নিথর, নিস্পন্দ। সাইরেন থেমে গেছে। অল ক্লিয়ার হয়নি। আকাশ শত্রুবিমানের দখলে। কোথায় বোমাটি ফেলবে তারই সন্ধান চলেছে। অস্পষ্ট গুঞ্জন। মৃত্যুকে ঘিরে, মৃত্যুরই পরিমণ্ডলে বসে আছে সবাই। লক্ষ্যচ্যুত সবাই। লক্ষ্যচ্যুত একটি বোমা এই

www.BanglaBook.org

বাড়ির ছাদেও পড়তে পারে। মৃত্যুকে সেই মুহূর্তে কেউ আর পাত্তা দিচ্ছে না ; কারণ বেঁচে থাকার অর্থটাই তখনকার মতো হারিয়ে গিয়েছে।

অল ক্লিয়ারের সাইরেন বাজল একটানা সুরে। সেই বাঁশির আলাদা অর্থ হয়ে রইল আমার কাছে। বিমান নয়, আকাশ নয়, আমার জীবনটাই অল ক্লিয়ার হয়ে গেল।

॥ ৭ ॥

সব কাজকর্ম মিটে যাবার পর মেজকর্তা ছোটকে বললেন, 'ভালই হয়েছে। আমাদের দু'জনেরই এক অবস্থা। কে বলে ভগবানের বিচার নেই ! দু'জনকেই দেখ কেমন সমান করে দিলেন ! তুমি আমাকে দেখবে, আমি তোমাকে দেখবো।'

'তা যা বলেছ। দু'দিনকা মেলা। কারোরই আর কোনও ক্ষোভ রইল না। সংসার চেনা হয়ে গেল। প্রেম, ভালবাসা জানা হয়ে গেল। এইবার তুমি তোমার কাজে, আমি আমার কাজে। বাবা যখন এই বাড়িটা কিনছিলেন, তখন অনেকেই বারণ করেছিলেন। অভিশপ্ত বাড়ি। অনেক পাপকাজের সাক্ষী। সহ্য হবে না। একে, একে সব যাবে। একটু, একটু যেন মিলছে ! কথা হল, এবার কে ? কে যাবে এবার ? তুমি, না আমি ?'

'তুমি তো এমন হতাশার কথা আগে বলতে না ? তোমার তো প্রচণ্ড জীবনীশক্তি আছে বলেই আমি জানি।'

'শোনো, বারে বারে আশা ভাঙলেই মানুষ হতাশ হবে। বুঝলে, ভগবান টগবানে বিশ্বাস আমার একেবারেই টলে গেছে। কোনওকালে ছিল না। ইদানীং একটু আনার চেষ্টা করছিলুম। বউদির মৃত্যুতে সেটা একেবারেই চলে গেল। তুমি জানো, রাতের পর রাত আমি প্রার্থনা করেছি। সিনসিয়ার প্রার্থনা। এখন বুঝে গেছি, পৃথিবী আর কিছুই নয়, কারণ, কার্য, পরিণতি। পৃথিবী হল, শক্তি আর তার প্রতিক্রিয়া। সময় যৌবন ধরে টানছে, জরা জীবন ধরে টানছে, মৃত্যু রোগ বীজাণু হয়ে নাচছে। ভগবান থাকলেও হেল্পলেস।'

'যাক, তুমি একটা জীবনদর্শনে পৌঁছেছো ভাবনা হল ছেলেটাকে নিয়ে।'

ভেবে কোনও লাভ নেই মেজদা। ভাবনায় কিছু হয় না। এইসব অবস্থায় তোমাকে নিয়তি মানতে হবে। নিয়তি ফ্যাক্টর। দর্শকের ভূমিকা নিতে হবে। দেখা যাক, কি হয় !'

www.BanglaBook.org

'সারাদিন আমরা দু'জনেই বাড়ির বাইরে, সেটা খেয়াল করেছ ?'

'বামুনদি আছে।'

সে-তো একেবারেই পর।'

'পরই আপন হবে। আপন করে নিতে হবে।'

'কিন্তু ছোট বউ যে একটা গান গাইত, আপনার জন সতত আপন, পর কি কখনও হয় রে আপন !'

'আবার আর একটা গান, দু'জনে মিলে গাইত, কী ভয় ভাবনা রে মন লয়েছি যাঁর আশ্রয়। সর্বশক্তিমান তিনি, অনন্ত করুণাময়। একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল ব'লে ডাকলে তাঁরে। সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু দেখা দিবেন তোমায়। তা তুমি আর আমি তাঁকে কম ব্যাকুল হয়ে ডেকেছি ? দেখা দিয়েছেন তিনি ? সেই দীনবন্ধু ! গান কখনও মেলে না। মৃত্যু ভয়, বিচ্ছেদ বেদনা, হতাশা থেকে মানুষ গান লেখে। সর্বশক্তিমানের একটিই শক্তি, মানুষ মারা, সংসার ভাঙ্গা। সেই ভয়ে মানুষ তাঁকে তোষণ করেন। ওসব একেবারে বিশ্বাস কোরো না। সত্যের সংজ্ঞা অনবরত পাল্টাচ্ছে। সত্য একটাই, বাঁচো আর মরো।'

'নাঃ, তুমি খুবই রেগে আছো। পরে আলোচনায় বসা যাবে।'

পাঠ্ঠা দুজন কাজের লোক মণি আর নিরঞ্জন আর অতি বিশ্বাসী বামুনদি, এই দাঁড়াল সংসার। সঙ্গে খামখেয়ালী নারাণ। বিলুর বড়, বড় চোখ, আরও বড়, বড় হয়ে গেল। না পারে মা বলে ডাকতে, না পারে বড়মা বলে। সকাল আর রাত যদিও বা চলে, সকাল নটার পর থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সময় যেন আর চলতেই চায় না। বাগানের এক কোণে পড়ে আছে জ্যাঠাইমার কোমর থেকে খুলে নেওয়া বিশাল এক প্ল্যাস্টারের ছাঁচ। শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে কেটে খোলা হয়েছিল। খুলেছিলেন নারাণকাকু। সেই দৃশ্যটা বিলুর কেবলই মনে পড়ে। ছোটকর্তার সেই বড় ছুরিটা নিয়ে চচ্চড় করে কাটছেন। বিলু দমবন্ধ করে বসে আছে একপাশে। কেবলই মনে হচ্ছে, জ্যাঠাইমার অমন সুন্দর শরীরটা না কেটে যায় !

সকাল নটার পর গোটা বাড়িতে বিলুর ঘুরেঘুরে বেড়াবার অপার স্বাধীনতা। সব বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। কেউ বলার নেই। দেখার নেই। শাসন নেই কোনও। বামুনদি সারা বাড়ির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মণি আর নিরঞ্জন কর্তারা বেরিয়ে যাবার পর নিজ মূর্তি ধারণ করে। নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া। খিস্তি চালাচালি। নারাণকে তারা পাত্তাই দেয় না। ধমক-ধামক দিলেই ইংরেজিতে বলে, হু আর ইউ। জানে না কাকে ঘাঁটাচ্ছে। যেদিন রেগে যাবেন, সেদিন আর

www.BanglaBook.org

রক্ষে নেই। নারাণ খেপে গেলে মানুষ খুন করতে পারেন। তখন তাঁর শরীরে অসীম শক্তি ভর করে।

বিলুর এই সব পছন্দ হয় না। সে নেমে যায় একতলার বাগানে। মা আর জ্যাঠাইমার পোঁতা গাছের কোনওটায় নতুন পাতা ছাড়ছে। কোনওটায় কুঁড়ি এসেছে। কোনওটায় ফুটেছে লাল একটি ফুল। বিলু তাদের সঙ্গে কথা বলে। পায়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলে যায় কাঠবেড়ালি। টুনটুনি দোল খায় লতার ডগায়। প্রজাপতি ভাসে কাগজের টুকরোর মতো। ঝোঁটিন বুলবুলি ঘাড় কাত করে দেখে। সবুজ পাতার ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে রোদের আভা। পাতাগুলো হয়ে উঠেছে আরও সবুজ। ব্লটিং-পেপার যেমন কালি শুষে নেয়, পাতাও সেইরকম রোদের সবুজ শুষে নিয়েছে। বাগানে ঘুরছে ঠাণ্ডা-গরম বাতাস। কতরকমের পোকা সোনালি মাছি। কোনও কোনও পাতার উলটো দিকে ধরেছে পোকা। বিলু ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে দেখে, ভেতরে কি করছে বিশাল সেই পোকাটা। ডানায় যেন সোনার গুঁড়ো লেগে আছে। বিলু ভাবে সত্যিই হয় তো সোনা! এমন সময় একটা মাছরাঙা পাখি বাগান চিরে উড়ে যায় ডাকতে ডাকতে। বিলু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ওপর দিকে। ওই পাখিটা যেন পাখিদের ডাকহরকরা।

বিলু এইবার এগিয়ে যায়। লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকা সেই প্ল্যাস্টারের ছাঁচটার দিকে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, ঠিক যেন মানুষের কোমর। জিনিসটার কাছে বসে থাকে উবু হয়ে। এই তো তার বড়মা। শুয়ে আছেন ঘাসের বিছানায়। যেন রাজা, যুদ্ধ শেষে বর্মটি খুলে রেখে চলে গেছেন। ভেতরে ফোঁটা, ফোঁটা, শিশিরের বিন্দু। রাত কেঁদে, কেঁদে ফিরে গেছে দিনের বিছানায়। বিলু ভয়ে ভয়ে জিনিসটায় একবার হাত দিল। হাত দেওয়া মাত্রই একপাশে কাত হয়ে পড়ল। ছোট্ট একটা ব্যাং তিড়িং করে লাফ মেরে বিলুর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

নিচের তলার আলো-বাতাসহীন অন্ধকার, অন্ধকার সব ঘর, মালপত্রে ঠাসা। কোনওঘরে ঘুঁটে, কয়লা, কাঠ। কোনও ঘরে শুধুই ভাঙা, ভাঙা ফার্নিচার। হাতল ভাঙা চেয়ার, পায়া ভাঙা টেবিল। বিলু উঁকি মেরে, মেরে দেখে। একটা ঘরে পড়ে আছে, বড় মায়ের সেই বিশাল জাহাজী বাক্সটা। জাহাজ কোম্পানির নানা রকম লেবেল মারা। এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে জ্যাঠাইমার সঙ্গে বাক্সটা এল জাহাজে চেপে। ভেতর থেকে বেরোতে লাগল, একের পর এক নানা জিনিস। বিলু বাক্সটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এত বড়, যে বিলু

www.BanglaBook.org

বাক্সটার ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে থাকতে পারে। কেউ কোনওদিন জানতে পারবে না। তারপর যদি কেউ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়, ভেসে, ভেসে চলে যাবে জ্যাঠাইমার দেশে। যেখানে আকাশের গায়ে প্যাগোডা। প্যাগোডার ভেতরে শুয়ে আছেন, পাথরের তৈরি বিশাল বুদ্ধমূর্তি। বাঁশবাগানের পাশে সেই ইংরেজি স্কুল। সাদা রঙের সেই সুন্দর বাড়িটা। হলুদ রঙের কার্নিস। জ্যাঠাইমার কাছে কত গল্প শুনেছে ওই স্কুলের। ওই স্কুলের মেমসায়েব দিদিমণির। স্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে হাতি চলেছে, গলায় বাজছে ঘণ্টা। কিছু দূরেই সমুদ্র। নীল আকাশের গায়ে সবুজ ঢেউ। রাতের বেলা আলোর মালা পরে আছে রেঙ্গুন। ইংরেজদের ক্লাবে বাজনা বাজছে। ছুরি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে গুণ্ডারা। বাক্সটার ডালা খুললেই বেরিয়ে পড়বে সেই জগত। ঢাকনাটা সে সাহস করে খোলার চেষ্টা করল। সে জানে ভেতরটা নীল। চন্দনের গন্ধ। খুলতে পারল না। ভীষণ ভারি।

আর ঠিক সেই সময় পেছন দিক থেকে বামুনদি এসে তাকে কোলে তুলে নিল। 'চান করতে হবে না ? খেতে হবে না ? মা, জ্যাঠাইমার নরম কোল নয়। এ কোল খুব শক্ত। সবাই বলে, বামুনদি ছেলেবেলায় বারবেল নিয়ে ব্যায়াম করত মনে হয়। যেন পাথরকোঁদা শরীর। মণি অসভ্য, অসভ্য কথা বলছিল সেদিন, এক চড়ে চোয়াল ঝুলিয়ে দিয়েছিল বামুনদি।

বামুনদি বিলুকে রোদে দাঁড় করিয়ে তেল মাখাতে লাগল ডলে, ডলে। উত্তর থেকে বাতাস আসছে, ফর, ফর করে, শীত মেখে। ছাতের দিকে তাকালেই, উঁকি মারছে নানা, রঙের বড়, বড় চন্দ্রমল্লিকা। ছোটকর্তার সব চেয়ে প্রিয় ফুল। ছোটকর্তার জীবনসাধনা। মাঝে, মাঝে বলেন, পৃথিবী তিনটে জিনিস নিয়ে, ফুল, কবিতা আর বন্দুক।

দুপুরবেলা জ্যাঠাইমার সেই ঘর। স্লেট পাথরের মতো মেঝে। খাটে নিভাঁজ বিছানা। পরপর দুটো মাথার বালিশ। কেউ নেই। মেঝেতে গড়াচ্ছে কমলালেবু রঙের রোদ। ঘুলঘুলিতে তিনটে চড়াই। কাঁচকাটা গলায় থেমে, থেমে ডাকছে। বিলু উপুড় হয়ে লিখছে, এক ঘর লেখা। মাঝে, মাঝে খাটের দিকে তাকাচ্ছে। কখনও মনে হচ্ছে, বড়মা বসে আছেন, কখনও মনে হচ্ছে নেই। বিলু লিখছে, থামছে, সোজা হয়ে বসছে। একটু অপেক্ষা করছে। বড়মায়ের দেখা হয়ে যাক, তারপর আবার লিখবে। একটু চেষ্টা করলেই সে চপলাকে দেখতে পায়। সমুদ্রের মতো নীল চোখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। চপলার গলাও সে শুনতে পায়, বাপি, তুমি পারবে, পারবে সব পারবে। বিলু তার সব বই, খাতা,

www.BanglaBook.org

বড়মায়ের বালিশের পাশে সাজিয়ে রেখেছে। পেনসিল, ইরেজার। বড় মা পড়া দেবেন। বিলুর সঙ্গে বড়মায়ের কথাও হয়—'তুমি বলেছিলে, বালি কাগজের বড় একটা খাতা করে দেবে। পালকের কলম। ঝুল কালো কালি।'

'সময় হল না বাপি। ট্রেন এসে গেল যে! ভোঁ বাজিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। ফিরে আসি, যদি দেখা হয় তখন, যা, যা বলেছিলুম, যা, যা করতে পারিনি, সব করে দোবো, সবার আগে।'

রোদ নেমে গেল। নেমে গেল গাছের মাথা থেকে। দক্ষিণের রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের ছায়া লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। আয়েসী দৈত্যের মতো। মিলিটারি ট্রাক যাচ্ছে বিকট শব্দে। লোক-জন-জীব-জন্তু কোনও কিছুই গ্রাহ্য করে না। ট্রাকের মাথায় নানা দেশের সৈন্য। জানালার দিকে, বারান্দার দিকে তাকাচ্ছে। সাদা, সাদা দাঁত বের করে হাসছে। মেয়েদের দেখলেই, চিউইং গামের প্যাকেট, সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ছে। বামুনদি দাঁড়িয়ে ছিল। তার বুকে, প্লেয়ারস সিগারেটের একটা প্যাকেট এসে লাগল। লাল মুখো এক সৈনিক, চিৎকার করছে—কাম ডারলিং, কাম। এয়ার ইজ অন। পরক্ষণেই বামুনদি একটা সিগারেট ধরিয়ে এক টান মেরে ভয়ঙ্কর কাশতে লাগল। দৃশ্যটা বিলুর মোটেই ভাল লাগল না। জ্যাঠাইমার শূন্য খাটের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল, নেই তাই খাচ্ছ। বামুনদি খুব অসভ্য। জামা পরে না। কেমন যেন। নিরঞ্জনদার সঙ্গে মারামারি করে। পান খায় দোক্তা দিয়ে। সিদ্ধি আর কুচলা একসঙ্গে বেটে খায়। চপলা খুব বকতেন। এখন চপলা নেই, কেউ নেই। তাই যা খুশি তাই করে। দুপুরেই এক দলা সিদ্ধি খেয়ে, ধেই, ধেই করে নাচে। খিলখিলিয়ে হাসে। কাপড়টাপড় সব খুলে ফেলে। সাহস কত! শুয়ে পড়ে জ্যাঠাইমার খাটে। বিলুকে বলে, আয়, আয়, আমার বুকে আয়, বোকা ছেলে। খোলা বুক দেখে বিলু ভয়ে ছুটে পালায়। লুকিয়ে থাকে রান্নাঘরের জালার আড়ালে।

আবার অন্য সময় বামুনদি কত সুন্দর! যখন সে স্বাভাবিক থাকে। যখন সে নেশা করে না। তখন সে যেন এক কঠোর প্রশাসক। তখন তার সামনে কারোর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু সে নেশা করবেই। বিয়ে হল। বিধবা হল এক বছরের মধ্যেই। তিনদিনের মধ্যেই রাস্তার ভিখিরি। সাতঘাটের জল খেয়ে শেষে এই আশ্রয়ে। এক তন্ত্রসাধক জীবনের দুঃখ ভোলাবার জন্যে এই নেশা ধরিয়েছিলেন। ভগবান যতটা দূরে ছিলেন, ততটা দূরেই রয়ে গেলেন, নেশাটাই ধরে গেল। সব চেয়ে ভয়ের কথা ছোটকর্তা একদিন এক দলা সেই বিচিত্র বস্তুটি

www.BanglaBook.org

খেয়ে বুঁদ হয়ে বসেছিলেন। নেশা কেটে যাবার পর বলেছিলেন, সর্ব দুঃখহর। সাধে মহাদেব এর ভক্ত। সেই থেকে বামুনদির সাহস ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে। একদিনের জন্যে হলেও ছোটকর্তাকে তো দলে ভেড়াতে পেরেছে। ছোটকর্তাকে সেই থেকে আর আগের মতো ভয়ও পায় না। মেজকর্তা ছোটকে একদিন বলেছিলেন, 'কাজটা তুমি ভাল করোনি। সমাজে মানুষের নানা স্তর। স্তর বুঝেই মেলামেশা করা উচিত। তা না হলে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়।' তাতে ছোটকর্তা বলেছিলেন, 'সুযোগের অভাবেই এই স্তরভেদ। সমান সুযোগ পেলে মানুষের মধ্যে এই ছোট, বড় ভেদাভেদটা থাকত না।' বলেই আবৃত্তি করলেন :

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলেদাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মেজকর্তা বললেন, 'আমাদের সময় এখন খুব খারাপ যাচ্ছে। দেখো কোনও স্ক্যান্ডাল যেন না হয়! অশিক্ষিতা মেয়েলারা প্রশ্রয় পেলে, সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব মানুষেরই একটা দুর্বল দিক আছে। সেইটা খেয়াল রেখ।'

'তোমার ইঙ্গিত ধরতে পেরেছি।'

'ভুলে যেও না, বড়দার মতো দেবতুল্য মানুষেরও হঠাৎ পদস্খলন হয়েছিল। শেষে পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তার ফলে বাবার মতো মানী মানুষকে প্রায় অকালেই চলে যেতে হল। এ দেশটা বিলেত নয়। তুমি সায়েবী মেজাজের মানুষ, সেরকম হলে তুমি তোমার লেভ্‌লে বসে মাত্রা ঠিক রেখে ড্রিঙ্ক করো। সে তোমার অনেক ভাল। এ কেমন কথা, সে তোমার বিছানায় শুয়ে বিলুকে ঘুম পাড়ায়! বিলু একাই ঘুমোতে পারে। ওটা একটা ছুতো। বিছানা একটা পবিত্র সামথিং। এটা তোমার সোস্যালিজমের চূড়ান্ত।'

ছোটকর্তা গম্ভীর মুখে সরে গিয়েছিলেন। মেজকর্তা যে-ভাবে ভেবেছেন, সে-ভাবে তিনি ভাবেননি। তিনি কিঞ্চিৎ ভিন্নতর পথে ভেবেছেন। মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালি মেয়েরা হীন স্বাস্থ্য। অল্পেই কাতর। শ্রম বিমুখ। সুখই তাদের যত অসুখের কারণ; কিন্তু খাটিয়ে মেয়েরা স্বাস্থ্যবান। তাদের মন অনেক পরিষ্কার। বিশ্বাসী। কর্তব্যপরায়ণ। বাঙালির সংসার তারাই চালায়, লাথি ঝ্যাঁটা

www.BanglaBook.org

খায়। এদের সম্পর্কে সংস্কৃতিবান বাঙালির উদার হওয়া উচিত। না হওয়াটাই নীচতা। অমানবিকতা। মেজকর্তার পছন্দ হচ্ছে না যখন, যখন অন্যরকম মানে করছে, তখন সাবধান হওয়াই ভাল।

ছোটকর্তা সিদ্ধি কিন্তু ছাড়তে পারলেন না। কনফেসানস অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ইটার পড়ে খানিকটা নৈতিক সমর্থন পেয়েছে। দা কুইনসে লিখছেন, Thou hast the keys of Paradise, Oh just, subtle and mighty opium। মিনিট পনেরর মধ্যেই একটা অন্য জগতে চলে যাওয়া যায়। একটা ঘোরের মধ্যে। তখন পড়তে ভাল লাগে, লিখতে ভাল লাগে, এস্রাজ আরও ভাল বাজানো যায়। গান আসে। আবার এত দুঃখের মধ্যেও প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছে করে। পরিবেশকে বেশ রঙীন মনে হয়। আরতি, চপলা আসতে পারে। এসে বসতে পারে সামনে। সুন্দর শাড়ি পরে। ফুল হাতা ব্লাউজ। খোঁপায় কাঞ্চন ফুল গুঁজে। টুকটুকে দুই সুন্দরী। ছোটকর্তার এস্রাজের সঙ্গে তাঁরা গান গাইবেন—অনন্ত হয়েছ, ভালই করেছ, থাকো চিরদিন অনন্ত অপার। ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর।

মেজকর্তাকে ধরল মাছ ধরার নেশা। ব্যাপারটা মন্দ নয়। বিশাল পুকুর। একটু ঘাসে ঢাকা জমি। সারাদিন বসে থাকো ছিপ ফেলে। সবুজ জলে উঁচিয়ে আছে সাদা ফাতনা। বাতাসের মেজাজে তৈরি হচ্ছে জলের ওপর তরঙ্গ। কখনও বাতাস সরু শ্বাসের ভুলিতে গিলে করা পাঞ্জাবির মতো ঢেউ আঁকছে। কখনও লাঙলের ফলার মতো কুদলে দিচ্ছে। কখনও স্থির আয়নার মতো। নীল আকাশের ছায়া, ধারে, ধারে গাছের ছায়া। স্তব্ধ প্রকৃতিতে হাতুড়ি ঠুকছে কাঠঠোকরা। চাতক চিৎকার করছে, জল দে,, জল দে,। ডাহুক ধমকাচ্ছে, চুপ, চুপ। মেজকর্তা বসে আছেন ছিপ ফেলে। পাশে পানের ডিবে, দোক্তার কৌটো। মাঝেমধ্যে হাতির দাঁতের পাইপে গুঁজে দামী একটা সিগারেট। কেউ কোথাও নেই। অনেক দূরে আকাশের আঁচলে একটা নিঃসঙ্গ চিল, ক্লিপের মতো ; কিংবা একটা বোমারু বিমান। বসে থেকে থেকে মনে হয়, যেন একটা মুক্তো হয়ে গেছেন ঝিনুকের পেটে। কণ্ঠস্বর, যেন আরতি পাশ থেকে জিজ্ঞেস করছে—মেজঠাকুর মাছ পেলেন ? চপলার হাসি, ছোট তুইও যেমন, ছিপ ফেললেই কি আর মাছ ওঠে। এ হল মাছের ধ্যান। বলেই এক চরণ গান, যতই না পাবে, তত পেতে চাবে, ততই বাড়িবে পিপাসা তাহার। ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর। ছুটির দিনের দুপুরটা পুকুরে ফেলে দেওয়াই ভাল। বাড়ি মানেই অজস্র স্মৃতি। দূর থেকে ভেসে আসা

www.BanglaBook.org

কণ্ঠস্বর।

এদিকে দেশের পরিস্থিতি অতিশয় জটিল। ডিংডং ব্যাট্‌ল চলেছে। জাপান ব্রহ্মদেশ দখল করে নিয়েছে। আন্দামান-নিকোবর ইংরেজের হাতছাড়া। ইম্ফলে এসে থেমে আছে জাপানী অগ্রগতি। কলকাতার আকাশে মাঝে মাঝেই ঢুকে পড়ছে জাপানী বিমান। ড্যালহাউসি স্কোয়ারে বোমা পড়েছে। শুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষ। ব্ল্যাকআউটের কলকাতার পথে পথে জীবন্ত কঙ্কালের মত ধুঁকছে। ফ্যান দাও, ফ্যান। আর হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা ঠিকাদার, আর সৈনিকরা মদের ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। জাঁকিয়ে উঠেছে দেহব্যবসা। সংসারের হাল ধরেছেন ছোটকর্তা। চাল, ডাল, তেল, নুন, কয়লা, কেরোসিন বাজার থেকে উধাও। দূরপাল্লার কোনও জিনিসই আসছে না। এলেও ঢুকে পড়ছে, মজুতদারদের অন্ধকার গুদামে। গঙ্গারধারে সৈনিক ব্যারাকের আশপাশে দেহব্যবসায়ীদের ছাউনি পড়েছে। হেঁজি-পেঁজি যে-কোনও মেয়েই মুখে পাউডার ঘষে দাঁড়িয়ে পড়ছে লাইনে। লোভে লোভে ছুটছে নিম্নবিত্তের ভদ্রমেয়েরা। বাগানবাড়িতে জুয়াড়ীদের আখড়া। দু'চারটে খুনখারাবিও হয়ে গেল। উত্তাল, উতলা পরিবেশ।

ছোটকর্তা পোস্টার দেখেছেন গ্রো মোর ভেজিটেবল। বাড়ির সামনে, পেছনের দু'খণ্ড জমি চৌরস করে ফেলেছেন। বিশাল জালায় খোল পচছে। দুর্গন্ধে তিষ্ঠনো দায়। ফুলগাছ উপড়ে ফেলেছেন। নিমগাছটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরেছে চিচিঙ্গার লতা। হাড়েগোড়ে ফল ধরেছে। ডুমুর গাছের মাথায় চড়েছে তরুকলা। মোটা মোটা আঙুলের মতো ঝুলছে ফলের থোকা। পাঁচিলের গায়ে তেড়ে উঠেছে মাখম সিম। ছোটকর্তার সহকারী নারাণ। রান্নাঘরের মেনু সামলাচ্ছেন। দু'বস্তা ভেলিগুড় কিনে এনে দেয়ালের গায়ে ঘুঁটের মতো দিয়ে রেখেছেন।

মেজকর্তা বললেন, 'এটা আবার কী কায়দা নারাণ।'

'মেজদা এ হল গুড় ঘুঁটে।'

'পিপড়েতেই তো ফাঁক করে দেবে।'

'আলপিনের মতো পেট। কত খাবে! তার আগে আমরাই ফাঁক করে দোবো।'

সুস্থ আর অসুস্থ দুই মাথা মিলে ভূতের নৃত্য। বিলুর কখনও মজা লাগে। কখনও ভয়। এরই মাঝে নারাণকাকু সম্মোহন বিদ্যা অভ্যাস করছেন। বিল্‌কে দুপুরবেলা একটা চেয়ারে বসিয়ে বলেন, 'এক দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে

www.BanglaBook.org

তাকাও।'

বিলু তাকিয়ে থাকে। নারাণকাকুর কটমটে দুটো চোখ তার নাকের সামনে। গালে এসে ছোবল মারছে গরম নিশ্বাস। কাকু ফিসফিস করে বলছেন, 'চলে এসো, চলে এসো, বেরিয়ে এসো। মেসম্যারাইজড, মেসম্যারাইজড।' দুহাতের আঙুলগুলো জন্তুর থাবার মতো তার মুখের দু'পাশে। ধীরে ধীরে বিলু আচ্ছন্ন হতে থাকে। তার চোখের সামনে নেমে আসে সাদা, অস্বচ্ছ একটা পর্দা। মাথা ঝিমঝিম করে। চোখ বুজে আসে। শরীর ভারি হয়। তখন নারাণকাকু প্রশ্ন করেন, 'তুমি কোথায়?'

বিলু বুঝতে পারে না, সে কোথায়। উত্তর দেয়, 'আমি কোথাও।'

নারাণ অমনি ধমকে ওঠেন, 'ভাল করে দেখো। ভাল করে।'

বিলু অমনি বানিয়ে বানিয়ে বলে, 'আমি একটা বাক্সর মধ্যে।' নিচের ঘরের সেই বিশাল বড় জাহাজী বাক্সটার কথা তার মনে পড়ে যায়। যে বাক্সটার ভেতর সে ঢুকতে চায়।

নারাণ ধমকে ওঠেন, 'ওখানে কি করছ? বেরিয়ে এস। আমি ভবিষ্যৎ ধরে টানছি। বলো কি আছে? কি দেখছ সেখানে?'

নারাণ মুখে একটা শব্দ করতে থাকেন, যেন সত্যিই প্রাণপণে একটা কিছু ধরে টানছেন, সময় ধরে টানা, চারটি খানি কথা।

'সামনের বছর, বলো কি দেখছ?'

'সাদা রঙের একটা বাড়ি।' বিলুর কল্পনা দৌড়তে থাকে।

'কে আছে সেই বাড়িতে?'

'লম্বা মতো একজন লোক। ধুতি, পাঞ্জাবি পরা। চোখে চশমা।'

'গায়ের রঙ?'

'ফর্সা। ঠোঁটে সিগারেট।'

'আর কে?'

'সামনে আপনি।'

'লোকটা কি করছে?'

'আপনাকে অনেক টাকা দিচ্ছে।'

'লোকটার আঙুলে কী?'

'হীরের আঙটি।'

'তার পরের বছর। আমি টানছি। টেনে ধরে আছি। বলো কী দেখছ?' বিলুর কল্পনা ফুরিয়ে গেছে। ভাবছে। সময় নিচ্ছে। নারাণ ধমকে উঠলেন,

www.BanglaBook.org

'আমি ধরে রাখতে পারছি না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। শিগগির বলো, কি দেখছ!'

বিলু মরিয়া হয়ে বললে, 'মাথা ফেটে গেছে।'

'কার মাথা?'

'একটা ছেলের।'

'ছেলেটা কে?'

'আমি।'

দু'ঘন্টা ধরে এই চলল। বিলু যা খুশি তাই বলে গেল। শেষে নারাণ, নিজের দিক থেকে বিলুর দিকে হাত চালতে, চালতে বলতে লাগলেন, 'জেগে ওঠো। ওঠো জেগে। জাগো, জাগো।' বিলু চোখ খুলল। নারাণ অমনি বিলুর পায়ের পাতায় পাউডার ঘষতে লাগলেন। পা না কি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বড় বড় রসগোল্লা খাওয়ালেন। বিলু ভবিষ্যৎ ঘুরে এসেছে। কম পরিশ্রম।

'এতদিনের সাধনা আমার সফল হয়েছে। তুমি হলে আমার মিডিয়াম। এরপর একদিন তোমার নাম পালটে দোবো। ধরো তোমার নাম রাখবো বোঁদে। সাতদিন সেই নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকলে তুমি উত্তরই দেবে না। দিতে পারবে না। একদিন তোমাকে এমন খাইয়ে দোবো, তিন দিন আর খেতেই হবে না। আমার শক্তি তোমাকে আমি দেখাব। তারপর তোমাকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ব বিশ্বপরিক্রমায়।'

কল্যাণ প্রায়ই ছুটে ছুটে আসে। সঙ্গে আসে গীতা। মেয়েটা ভারি সুন্দর। গোল চাঁদের মতো মুখ। কপালে কাঁচপোকার টিপ। দুপাশে দুই বিনুনি। রিবন বাঁধা। ঠিক যেন খরগোস। নীল রঙের ফুল ছাপ ফ্রক। গোল, নিটোল দুটো পা। উচ্ছল, প্রাণচঞ্চল; কিন্তু অসভ্য নয়। বিলু তখন সব ভুলে যায়। বিলুর করুণ মুখে হাসি ফোটে।

আহা, মা মরা ছেলে, আহা, মা মরা ছেলে বলে, বলে বিলুকে কেউ আর ভুলতেই দিচ্ছে না মায়ের কথা। জ্যাঠাইমার কথা। গীতা এলে বিলু সব ভুলে যায়। ভেবেই পায় না, তাকে কি দেবে। কি ভাবে খুশি করবে। রঙ-বে-রঙের পেনসিল দিচ্ছে। ইরেজার দিচ্ছে। ছবির বই দিচ্ছে। গুলি লজেনস দিচ্ছে। গীতা কিন্তু কিছুই নেয় না। সে কেবল বলে, 'আয় ভাই, আমরা খেলি।' তার পুতুলের বাক্সটা সঙ্গে আনে। বিলুদের সামনের বাগানে দোকান, দোকান খেলা হয়। গাছের নানারকম পাতা, তেলাকুচো ফল, বালি, মাটি, কল্পনার জোরে রূপান্তরিত হয় অন্য জিনিসে। গীতার পুতুল হল এক একটা দোকানের দোকানদার। পেটমোটা একটা পুতুলের নাম গজা। সে হল মুদী। রোগা একটা

www.BanglaBook.org

পুতুল হল ফটিক। তার চায়ের দোকান। ফেলে দেওয়া চায়ের পাতা আর চুন গোলা দিয়ে চায়ের রঙের খেলাঘরের চা তৈরি হয়। একটা মেয়ে পুতুলের নাম বীণা। সে বিক্রি করে আনাজপত্তর। বাসের টিকিট, গোল রাঙতা, খোলামকুঁচি হল পয়সা। কল্যাণ মাঝে মাঝেই হয়ে যায় চৌধুরী জমিদার। মেয়ের বিয়ের বাজার করতে আসে। কিছু বদমাইশ খরিদ্দারও আছে। ধারে জিনিস কিনে টাকা দেয় না। সাংঘাতিক ঝগড়াঝাঁটি হয়ে যায়। মাঝে মাঝে চড়ুইভাতি হয়। সত্যিকারের। ছোট, ছোট ফুলকো লুচি ভাজে গীতা। আলুর ছেঁচকি কালো জিরে দিয়ে। বামুনদি তখন সাহায্য করে। মেজকর্তা এসে ভিড়ে যান ছোটদের দলে। কচুপাতায় সে এক অসাধারণ ভোজ। বিলুর মনে হয় স্বর্গে বসে খাওয়াদাওয়া করছে। গীতা সরস্বতী। কল্যাণ কার্ত্তিক। জ্যাঠামশাই মহাদেব। বিলুর যে কী আনন্দ। গীতা যত তাকে হুকুম করে ততই তার আনন্দ বাড়ে। গীতার কোনও কিছু পছন্দ না হলে, ভারি মিষ্টি গলায় কেবল বলতে থাকে, না, ভাই, না ভাই অমন করে না। গীতা কখনও আবার সমস্ত চপলতা ভুলে, ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে গাছের দিকে। তখন সে যেন অনেক দূরের কোনও দেশে চলে যায়। অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। তখনই তার চমক ভাঙে। পুতুলের বাক্স গুছোতে, গুছোতে বলে, 'আমি এইবার যাই।' খেলা ভেঙে যায়।

গীতার জীবনেও একটা দুঃখ আছে। তার বাবা নেই। মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে। কল্যাণদের বাড়ির পাশেই বাড়ি। মামারা লোক ভাল। নেহাত গরিবও নয়। গীতার দাদু বেঁচে আছেন। গীতাকে তিনি খুবই ভালবাসেন। তবু বাবা না থাকার দুঃখ সে ভুলতে পারে না। মেজকর্তাকে তার ভীষণ ভাল লেগে গেছে। মেজকর্তা বলেন, 'বিলুর তো বোন ছিল না, ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন। মেয়েটাকে একেবারে দেবীর মতো দেখতে। ভীষণ সুলক্ষণা।'

বিলু হঠাৎ বলে বসল, 'জ্যাঠামশাই, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে!'

মেজকর্তা বললেন, 'তা হতে পারে বাপি। তুমি বড় হও। লেখা-পড়া শেখ। চাকরি-বাকরি করো। তখন আমি তোমার বিয়ে দিয়ে দোবো গীতার সঙ্গে।'

বিলুর একটু লজ্জা, লজ্জা ভাব এল। মেজকর্তার কোলের কাছে বসেছিল। ফিসফিস করে বললে, 'কাউকে বলবেন না কিন্তু!'

'না, বাপি! এ কথা শুধু তোমার সঙ্গে আমার হয়ে রইল। তুমি খুব পড়াশোনা করে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে নাও। স্কুল শেষ করে কলেজ। কলেজ শেষ করে চাকরি।'

www.BanglaBook.org

'কল্যাণ যদি বিয়ে করে ফেলে ?'

'তুমি নিজেকে এমন করে ফেল, যাতে তোমাকে ছাড়া গীতার আর কারোকে না ভাল লাগে !'

বিলুর জীবনে আলাদা একটা গতি এসে গেল। বিয়ের সে তেমন কিছুই বোঝে না। এইটুকুই বোঝে, একটা মেয়ে খুব আপন হয়ে যায়। সব সময় কাছে-কাছে থাকে। পুতুলের বাক্স নিয়ে আর বাড়ি চলে যেতে পারে না কোনওদিন।

ছোটকর্তা ঠিক করেছেন, সব সময় কাজ। নিজেকে সব সময় কোনও না কোনও কিছুতে ব্যস্ত রাখো। মনের ফাঁকফোকর দিয়েই হতাশা ঢোকে। ধোঁয়ার মতো ঢুকে পড়ে স্মৃতি। জীবনে ঝিম ধরে। অতীত নিয়ে ভাবনা মূল্যবান এক বিলাসিতা। ভবিষ্যৎ-ভাবনা দুর্বলতা, কুসংস্কার। বর্তমানটাকেই ঘর্মময়, কর্মময় করে তোলো। একসময় কুকুর-ক্লান্ত হয়ে বিছানায় পড়। সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিদ্র নিদ্রা।

বিলু এখন সেই কায়দায় মানুষ হচ্ছে। বাগানের ফাঁকা জায়গায় গলদঘর্ম ছোটকর্তা। শ'খানেকবার মুগুর ভাঁজা হয়ে গেছে। পাঁচশো বার বৈঠক মারা শেষ। পায়ের কাছে ভারি বারবেল। পায়তাড়া চলছে তোলার। শরীরের সমস্ত পেশী ঠেলে উঠেছে। ছোটকর্তার কিছুটা দূরে বিলু। তার অতিশয় করুণ অবস্থা। ছোটকর্তা ছোট একটা ল্যাঙট করে দিয়েছেন। উদোম গা। সেই ল্যাঙট পরে বিলু দাঁড়িয়ে আছে। তার দু'হাতে ধরা লাফাবার একটা দড়ি। স্কিপিং করতে হবে। প্রথমবারের চেষ্টায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কপালে মাটি। ঠোঁটে ঘাস।

ছোটকর্তার এক পশলা ধিক্কার-বর্ষণ হয়ে গেছে, 'তুমি একটা ওয়ার্থলেস। তোমার বয়সের সামান্য একটা জিনিস তুমি পারো না। মেয়েদেরও অধম।'

ছোটকর্তা যখন বিলুকে ধরেন, মেজকর্তা খুব সজাগ থাকেন। ব্যাপারটা কতদূর যাবে কেউ জানে না। ঠিক সময়ে উদ্ধার কর্তার ভূমিকায় না নামতে পারলেই বিপদ।

মেজকর্তা দোতলার বারান্দা থেকে বললেন, 'একবারেই কি আর হয় ব্যাপারটা একটু একটু করে হবে।'

ছোটকর্তা বললেন, 'যার হয়, তার একবারেই হয়। যার হয় না, তার জীবনে হয় না। নার্ভাস, ভীতু।'

'তুমি ট্রেনার। ধৈর্য হারালে চলে ! দেখিয়ে দাও।'

www.BanglaBook.org

'ওটা ওই বয়সের। আমাদের বয়সের নয়। তুমি আমাকে নাচালেও সহজে আমি নাচছি না।'

ঠিক ওই সময় গীতা এসে হাজির। তার হাতে একটা মোচা। বিলুকে ওই অবস্থায় দেখে জিভ কাটল। বিলুর ইচ্ছে করছিল ছুটে পালায়। উপায় নেই। ছোটকর্তার অনুমতি ছাড়া এক পা-ও নড়া যাবে না। তাহলেই কথা বলা বন্ধ করে দেবেন। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা। ছোটকর্তার শাসনের এ এক অদ্ভুত ধারা। মারধোর নয়, কথা বন্ধ। একদিন, দুদিন, এমন কি এক মাসও।

ছোটকর্তা গীতাকে দেখতে পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বললেন, 'গীতা, এসেছিস! নেমে আয়।'

গীতা মোচাটা মেজকর্তার হাতে দিয়ে বললে, 'মা, মোচাটা পাঠিয়ে দিলে।'

মেজকর্তা মোচাটা নিয়ে, তার আকার, আকৃতির খুব তারিফ করলেন। একেবারে ফ্রেশ মোচা।

গীতা ভয়ে, ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আমি নিচে যাবো জেঠু। কাকু ডাকছেন।'

'তুমি এখনও যাওনি মা! যাও, যাও, গিয়ে ছেলেটাকে উদ্ধার করো।'

বাগানে গীতা। বাগানটা যেন আলো হয়ে গেল। ছোটকর্তা বললেন, 'এসেছিস! তুই একে স্কিপিংটা দেখিয়ে দে তো। সামান্য জিনিস পারছে না।'

গীতা লাফাবার দড়িটা বিলুর হাত থেকে নিয়ে অনায়াসে লাফাতে শুরু করল। ছোটকর্তা তারিফের চোখে তাকিয়ে রইলেন, আর বলতে লাগলেন, 'বাঃ, বাঃ। বিলু দেখ, কত ইজি।'

গীতা হাঁপাতে, হাঁপাতে বললে, 'বিকেলে আমি ওকে ভাল করে শিখিয়ে দেবো।'

বিলু মুক্তি পেয়ে ছুটে পালাল।

গীতা বললে, 'মা আজ বিলুকে আমাদের বাড়িতে দুপুরে খেতে বলেছে। ওকে নিয়ে যাবো কাকু?'

গীতা এমন মিষ্টি করে বললে, ছোটকর্তা আর আপত্তি করতে পারলেন না। তবু একটা ফ্যাঁকড়া বের করলেন। 'বাড়ির মেজকর্তার অনুমতি নাও।'

গীতা চলে গেল। বেলা বারোটার সময় বিলুকে আবার নিতে এল। মেজকর্তা অনুমান করেছিলেন, গীতার আজ জন্মদিন। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে গিয়ে কিনে এনেছিলেন, কমলালেবু, মিষ্টি আর সুন্দর একটা ফ্রক। নিরঞ্জন সেইসব নিয়ে আগে আগে চলেছে। পেছনে গীতা আর বিলু। তার পেছনে একটা ছাগল। এই ছাগলটা গীতার বন্ধু। গীতার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়তে চায় না। গীতার

www.BanglaBook.org

এইরকম অনেক বন্ধু আছে। ছাগল, গরু, বেড়াল, কুকুর, পাখি। তাদের আবার সব সুন্দর, সুন্দর নাম আছে। ছাগলটা নেচে, নেচে চলেছে। তার গলায় একটা ঘণ্টা। টুং, টাং বাজছে। খুব আনন্দ ছাগলটার।

গীতার মা বিলুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'কী সুন্দর ছেলেটা। মেজঠাকুর কেমন করে জানলেন আজ গীতার জন্মদিন! আমি তো কিছু বলিনি। অন্তর্যামী।'

বাড়িটা খুব সুন্দর! গীতার প্রমাতামহ একজন মস্তবড় ডাক্তার ছিলেন। মাতামহও খুব নামী মানুষ। মামারা সবাই বড় বড় চাকরি করেন। বড় মামা শিকারী। শিকারকাহিনী লিখে খুব নাম করেছেন। দেয়ালে, দেয়ালে বড়, বড় শিংঅলা হরিণের মাথা আটকানো। বিলু এই প্রথম এল। অবাক হয়ে তাকিয়ে, তাকিয়ে দেখছে। তিন চারটে বড় বড় বন্দুক খাড়া করা রয়েছে। জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের বন্দুক দেখল বিলু।

গীতা বললে, 'এসব আমার একেবারে ভাল লাগে না। বড়মামাটা ভীষণ নিষ্ঠুর। তুমি এ সব দেখো না। দেখলেই মন খারাপ হবে।'

সুমন আর কল্যাণ এসে গেল। সবাই খেতে বসেছে। বিলুর মহা সমস্যা। সে মাছের কাঁটা বাছতে পারে না। গীতা তার পাশেই বসেছিল। সে বিলুর মাছ বেছে দিতে লাগল। একটু আবার খাইয়েও দিল। খাওয়াতে, খাওয়াতে বললে, 'এটা আমার ভ্যাবলা ছেলে। কিচ্ছু পারে না।'

বিলুর চোখে জল এসে গেল। মা আর জ্যাঠাইমার কথা মনে পড়ে গেল।

গীতা বললে, 'কাঁদছিস না কী?'

বিলুর কান্না আরও বেড়ে গেল।

'তোকে আমি আদর করে ভ্যাবলা ছেলে বলেছি। তুই কাঁদছিস কেন?'

বিলু কিন্‌কিনে গলায় বললে, 'ওর জন্যে কাঁদিনি।'

'তবে?'

বিলু চুপ করে রইল।

'বুঝেছি। তুই কাকিমার জন্যে কাঁদছিস। আমি আমার মাকে বলব তোরও মা হতে। তাহলে তো আর দুঃখু নেই। এখন লক্ষ্মী ছেলে হয়ে খেয়ে নাও তো।'

বিলু কিছুতেই জল সামলাতে পারছে না।

গীতা তখন বললে, 'আমারও তো বাবা নেই রে, আমি কাঁদছি?'

বলতে, বলতে গীতাও কেঁদে ফেলল।

গীতার মা বললেন, 'কে আগে কান্না শুরু করেছে?'

www.BanglaBook.org

কল্যাণ বললে, 'কাকিমা, আগে কেঁদেছে বিলু। তারপর বিলুকে থামাতে গিয়ে গীতা।'

'ওরে, তোরা পুরনো কথা ভেবে কাঁদছিস কেন ? আজ এমন একটা দিন। জন্মদিনে কেউ কাঁদে। আজ তো আনন্দের দিন। যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা সব ওপর থেকে দেখছেন। তোমরা যদি কাঁদো তাঁরা দুঃখ পাবেন। আজ এমন একটা দিন !'

বলতে, বলতে গীতার মায়ের পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। টুকটুকে ফর্সা এক মহিলা। অনেকটা মীরা বাঈ-এর মতো দেখতে। গীতার বাবার খুব বড় ব্যবসা ছিল। খুবই ভাল অবস্থা। হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল। ভাইয়ে, ভাইয়ে ঘোর লড়াই। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মামলা, মকর্দমা। যাকে বলে উড়ে, পুড়ে যাওয়া, তাই হল। ভদ্রলোকের হঠাৎ মৃত্যুটাও স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তাও জানা গেল না। গীতার মাকে মেয়ের হাত ধরে সব ছেড়ে পালিয়ে আসতে হল এলাহাবাদ থেকে। গীতার বাবা ছিলেন প্রথম পক্ষের সন্তান। সব ভাইদের তাণ্ডব নৃত্যে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে ভাবলেন, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

গীতার মা বললেন, 'এত সব রাঁধলুম, তোরা সব আনন্দ করে খা।'

চোখে আঁচল চাপা দিলেন। অতীতের বিশ্রী এক স্বভাব। থেকে, থেকে, সামান্য পথ পেলেই বর্তমানের ঘাড়ে এসে চাপে। বর্তমানকে বিষণ্ণ করে তোলাই অতীতের কাজ। গীতার মা দ্রুত উঠে গেলেন। মৃত্যুর চেয়েও বড় আঘাত মানুষের সমবেত অত্যাচারের জবাব দিতে না পারা। রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গীতার মা জোরে নাক টানলেন। তাঁর শ্বশুরমশাই ছিলেন এক অতি বদলোক। বুড়ো বেঁচে আছে এখনও, তার সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি নিয়ে।

গীতার মন ভার হয়ে রইল। বিলুরও সেই একই অবস্থা। সুমন আর কল্যাণ চলে গেল। ট্রেঞ্চ খোঁড়া মাঠে আজ যুদ্ধ, যুদ্ধ খেলা হবে। কল্যাণের আবিষ্কার। খেলাটা খুব জমে। ঠোঙার ভেতর বালি ভরে বোমা তৈরি হয়। ছোট ছোট বাঁশের টুকরো কামান। দুটো কাঠের বন্দুক। সাইরেন বাজবে। বোমা পড়বে। গীতা থাকলে রেডক্রসের ডাক্তার হয়। আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করে।

গীতার মামার বাড়ির চিলেকোঠাটা ভারি সুন্দর। সোজা গঙ্গা দেখা যায়। দু'জন সেই ঘরে গিয়ে হাজির হল। মেঝেতে একটা কার্পেট পাতা। দুটো আলমারি। বই ঠাসা। ভাল, ভাল বই। শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মহাভারত, রামায়ণ। কনানডয়েল। বিলু আর গীতা সেই চিলেকোঠায় এসে

www.BanglaBook.org

হাজির হল। এই ঘরেই গীতার জগৎসংসার। তার পুতুলের বাক্স। খেলাঘরের রান্নাপাতির সাজসরঞ্জাম। এতটুকু একটা তোলা উনুন। কড়া, হাতা, খুন্তি, ঘটি, বাটি, থালা। পুতুলকে পরাবার জামা কাপড়। শোয়াবার বালিশ-বিছানা-খাট। গীতা কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। বিলুকে বললে, 'আয় আমার পাশে শুয়ে পড়। গল্প করি। মনটা তেমন ভাল নেই। তুই আমাকে একটা গল্প বল।'

বিলু তার জ্যাঠাইমার গল্প বলতে লাগল। বিলু কখনও রেঙ্গুনে যায়নি ; কিন্তু রেঙ্গুনের গল্প শুনেছে জ্যাঠাইমার কাছে। সেই গল্পই বলতে লাগল। সন্ধে হলে সমুদ্রের বাতাস বয়ে আসে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। চন্দনের গন্ধ আসে চন্দন বন থেকে। হাতিরা দল বেঁধে চান করতে নামে নদীতে। চাঁদ ওঠে পাহাড়ের মাথায়। সিল্কের জামাকাপড় পরে সুন্দরী মেয়েরা বেড়াতে বেরোয়। আলোর মালা পরা প্যাগোডা। নাচঘর থেকে উপচে পড়ে গান আর ঘুঙুরের শব্দ। অনেক রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, রাস্তাঘাট যখন একেবারে খালি, তখন ভীষণ ভয়। সরু, সরু ছুরি হাতে বেড়াতে বেরোয় গুণ্ডারা। বিলুর গল্প শুনে গীতা খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বিলুর দিকে পাশ ফিরে তার বুকে একটা হাত রাখল। বিলু গীতার হাতের আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করছিল। কী সুন্দর আঙুল! কোন গাঁট নেই ফর্সা ধবধবে। যেন মোম দিয়ে তৈরি।

গীতা বললে, 'তারপর, তারপর।'

'ওই সময় যদি কেউ রাস্তায় বেরোয় তার আর রক্ষে নেই। ওই সময় যদি কারোর বেরোবার দরকার হয় তো সে হাতির পিঠে চেপে বেরোয়। গুণ্ডারা হাতিকে কিছু করতে পারে না। হাতি একেবারে পা দিয়ে থেঁতো করে দেয়।'

'তুই আর আমি বেরোলে গুণ্ডারা কিছু বলবে?'

'আমাদের ধরে মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে তো যাবেই। আমরা বন্দুক চালিয়ে সব্বাইকে মেরে পালিয়ে আসব।'

গীতা এবার উঠে বসল, 'তাহলে আমরা বড় মামার দোনলা বন্দুকটা সঙ্গে নোবো। আর একটা ছুরি।'

বিলু বললে, 'চলো, তাহলে বন্দুকটা দেখে আসি।'

'সে তো কাঁচের আলমারিতে চাবি দেওয়া। বড় মামা আসাম থেকে ফিরে আসুন, তারপর চেয়ে নোবো।'

গীতা হঠাৎ উঠে পড়ল, 'দাঁড়া ভাই, কাঠবেড়ালীদের খাওয়ার সময় হয়েছে, বাদাম ছড়িয়ে দিয়ে আসি।' বিলু অবাক হয়ে দেখছে, গীতা বাদাম ছড়াচ্ছে আর চারটে বড় বড় কাঠবেড়ালী কোথা থেকে ছুটে এসে কুটুর-কুটুর করে খেতে

www.BanglaBook.org

লাগল। একটা আবার গীতার পিঠ বেয়ে উঠে কাঁধ বেয়ে নেমে গেল।'

একটু পরেই দু'জনে নেমে গেল বাগানে। প্রচুর ফুল। শীতের নরম রোদে তুলতুল করছে। একটা হলদে প্রজাপতির যেন নেশা হয়েছে। ফুলের ওপর বসে থাকতে থাকতে, টলে, টলে পড়ে যাচ্ছে। গীতা একটা ঝারি এনে জল দিতে শুরু করল। একটা গাছে বেশ একটু বেশি জল দিতে দিতে বললে, 'তুমি তো আবার একটু বেশি জল খাও।'

সব গাছের সঙ্গেই গীতা কথা বলতে লাগল। একটা গাছকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার জ্বর কমেছে? আজ আর বেশি চান কোরো না।'

গীতা বিলুর জ্যাঠামশাইয়ের দেওয়া গোলাপী রঙের ফ্রকটা পরে, বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজতে লাগল। নিজে নিজেই চুল আঁচড়াল, টিপ পরল। বিলু দেখছে। জ্যাঠামশাই পরীর গল্প বলেন। গীতা যেন সেই পরী।

নিজের সাজগোজ শেষ করে গীতা বিলুকে সাজাতে বসল। চুল আঁচড়াতে গিয়ে বললে, 'তোর কানের পাশে ময়লা জমেছে। চান করার সময় গামছা দিয়ে রগড়াবি। চুলেও সাবান দিবি, চটচট করছে।' বিলু বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল।

সন্ধে হবার আগেই গীতা বিলুকে বাড়ি পৌঁছে দিল। ঘরে, ঘরে মশা ভনভন করছে। তখনও আলো জ্বলেনি। বামুনদি শুয়ে আছে। নেশা করেছে কি না কে জানে! অদ্ভুত দৃশ্য। নিরঞ্জন বামুনদির পা টিপছে। নিরঞ্জনও নেশা করেছে।

গীতা আর বিলু দরজার ওপাশ থেকে ভয়ে ভয়ে দেখছে। আর ঠিক সেই সময় ছোটকর্তা অফিস থেকে ফিরলেন। কোনও কথা নয়, পা থেকে জুতো খুলে, নিরঞ্জনকে ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে, পটাপট মার।

নিরঞ্জন মার খাচ্ছে আর বলছে— সেবাই পরম ধর্ম, সেবাই পরম ধর্ম।'

বামুনদি উঠে বসে নেশার ঘোরে খিলখিল হাসছে বলছে—'খা, খা, জুতো খা।' তারপরে এমন একটা অশ্লীল কথা বললে, ছোটকর্তার হাত থেকে জুতো খসে পড়ে গেল। বিলু আর গীতার হাত ধরে ছোটকর্তা সোজা বাড়ির বাইরে। এ-দৃশ্য ছোটদের দেখা উচিত নয়। ভরা যৌবনা, অশিক্ষিতা এক রমণী। অর্ধ উলঙ্গই বলা চলে। মাঝবয়সী এক পুরুষ। ছোটকর্তার বাকিটা অনুমান করে নিতে অসুবিধে হল না। বাড়ির পবিত্রতা নষ্ট করেছে ওই দুই ক্ষুধার্ত মানব, মানবী। তাঁর ইচ্ছে করছিল, দুটোরই গলা টিপে শেষ করে দেন। তাই তড়িঘড়ি স্থানত্যাগ। মেজকর্তা ফেরা মাত্রই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। নারাণের ভরসায় থাকলে হবে না। দায়িত্বজ্ঞানহীন উন্মাদ। ঘি আর আগুন পাশাপাশি

www.BanglaBook.org

রেখে সে তার খেয়ালে বেরিয়েছে। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

গীতা ছোটকর্তাকে এমনিই ভয় পায়। তার ওপর আজ এই রুদ্র মূর্তি। 'আমি তবে আসি কাকু' বলে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। বিলু বসে আছে। অফিসের জামাকাপড় ছাড়া হয়নি ছোটকর্তার। তিনি পেছনে হাত মুড়ে পায়চারি করছেন। বাড়িটা বেদখল হয়ে গেছে। এ এক ঘোর সমস্যা। চিৎকার, চেঁচামেচি করলে লোক জড় হবে। স্ক্যান্ডাল ছড়াতে বেশি সময় নেয় না। শয়তান দুটো শেষে হয় তো তাকেই জড়িয়ে ফেলবে।

সাতটা বাজল। হিল হিলে ঠাণ্ডা। মেজকর্তা এখনও ফিরছে না কেন! কালো ঠুলি পরানো রাস্তার আলো, অন্ধকারের রহস্য তৈরি করেছে। ছায়া, ছায়া লোকজন। দেখতে, দেখতে আটটা বাজল। ছোটকর্তা অধৈর্যের শেষ সীমায়। এই ভীষণ দুঃসময়ে তার পাশে কেউ নেই। মিশকালো আকাশে ট্যাপা, ট্যাপা তারা জ্বলছে। আলোর খই ফুটছে।

কে একজন বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নামল। নারাণ না কী! ছোটকর্তা এগিয়ে গেলেন। আধো-অন্ধকারে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে লোকটিকে। একটু ইতস্তত করে লোকটি বললেন, 'আপনাকে একটা খবর দিতে চাই; কিন্তু পারছি না।'

ছোটকর্তা অসন্তুষ্ট হয়েই ছিলেন। বেশ উষ্ণ হয়ে বললেন, 'তাহলে এলেন কেন?'

লোকটি হঠাৎ কেঁদে ফেললেন।

'আপনি কাঁদছেন কেন?'

অন্ধকার সদর। চারপাশে বড় বড় ছায়া। দূর পথে মিলিটারি ট্রাকের গর্জন। আকাশ ফেঁড়ে ফেলছে সার্চলাইট শত্রু বিমানের সন্ধানে। লোহার ওপর হাতুড়ি ঠোকার ধাতব শব্দে রাত কাঁপছে। ভদ্রলোক অনেক চেষ্টা করে বললেন, 'আপনার মেজদা নেই।'

'নেই মানে?' ছোটকর্তার চাপা গর্জন।

'আমি দেখেছি। বিটি রোডে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। মিলিটারি কনভয় ছাতু করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।' ছোটকর্তা বিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ বলে কী!' অবিশ্বাসের হাসি, 'জ্বলজ্যান্ত একটা মানুষ চাপা পড়ে গেল! এ কখনও হয় না, হয়েছে! এ বলে কী?'

ভদ্রলোক বসে পড়লেন, 'বিশ্বাস করুন। সে দৃশ্য ভাবা যায় না। আজ সারা দিনে ওই রাস্তায় সাতজন চাপা পড়েছে। খুনে মিলিটারি ট্রাক। চাপা দেওয়াটাই

www.BanglaBook.org

ওদের আনন্দ। আমার কোনও দোষ নেই ছোড়দা। মেজদা হঠাৎ রাস্তা পার হতে গেলেন।'

ছোটকর্তা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর হা হা করে হেসে বললেন, 'এই তো চাই। এই তো চাই। এই তো চেয়েছিলুম। সব ছারখার। সব ছারখার। প্রভু! তোমার কি খেলা!'

ছোটকর্তা এই প্রথম উচ্চারণ করলেন, প্রভু শব্দ।

বিলু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার জ্যাঠামশাই নেই! এই তো সকালে ছিলেন। দাড়ি কামালেন। চান করলেন। পরিষ্কার ধবধবে জামা-কাপড় পরলেন। গীতার জন্যে বাজার থেকে জামা আর মিষ্টি কিনে আনলেন। অফিসে বেরোবার সময় বিলুর গালে চুমু খেলেন। জ্যাঠামশাই নেই। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে বিলুর। বাবা যে বকবেন।

নারাণ কোথায় গিয়েছিলেন বেশ সেজেগুজে। ফিরে এলেন। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন।

ছোটকর্তা বললেন, 'বাঃ, বেশ জামাই সেজেছো তো! ফুর্তিটুর্তি হল!'

নারাণ বললেন, 'আপনি এখানে?'

'শুনেছ? তুমি শুনেছ? মেজদা নেই।'

'কী বলছেন আপনি? মেজদা কোথায়?'

সময় যেন গতি হারাল। সারা পৃথিবীতে নেমে এল নৈঃশব্দ। নারাণ ফড়ফড় করে নিজের দামী পাঞ্জাবিটা ফালাফালা করে ফেললেন। উন্মাদের মতো একবার এদিক গেলেন, একবার ওদিক গেলেন। মেজদা নেই।

ছোটকর্তা দোতলায় উঠে এলেন। চপলার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বেশ কেমন কাছে টেনে নিলে বউদি! তুমি ভাবছ আমি ভেঙে পড়ব! ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করবো! কখনই না। আমি শয়তানের হাত ধরব তবু ভগবানের নয়।'

নারাণের দিকে ফিরে ছোটকর্তা বললেন, 'বিলুকে আজকে রাতের মতো গীতাদের বাড়ি রেখে এস। আমাদের বেরোতে হবে।'

'বামুনদি!'

'নিরঞ্জন আর বামুনদি দুটোকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও। মণিকে বলো দরজায় চাবি দিতে। একজন ধরেছে বোতল, আর একজন কাঁচা সিদ্ধি।'

বিলু গুটিগুটি গীতাদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। বাড়িতে যেন আনন্দের হাটবাজার বসেছে। আলোয় আলো গীতার দুই মামা কেমন গল্প করছেন,

www.BanglaBook.org

মুখোমুখি বসে। লুচির গন্ধ। রেডিওতে খেয়াল গান হচ্ছে। নারাণ যেই ঘটনার কথা বললেন, সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ছোট মামা উঠে গিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিলেন। গীতা রান্নাঘরের সামনে থুবড়ি হয়ে বসে লুচি খাচ্ছিল। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। গীতার দুই মামা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। সারা বাড়িতে নেমে এল শোকের ছায়া। বিলু গিয়ে গীতার পাশে বসল। এতক্ষণ সে কাঁদতে পারেনি। এইবার কান্না ঠেলে উঠল বিপুল বেগে। গীতার মা রান্না ফেলে ছুটে এলেন। এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন মেজকর্তা। সকলেই তাঁর ভক্ত। পরোপকারী, উদার, মজলিশী এক মানুষ। গীতা আর বিলু, দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন দু'পাশ থেকে। একটা কথাই বলতে পারলেন, 'কি হচ্ছে এসব।' উনুনের কয়লা ছাই হয়ে গেল পুড়ে পুড়ে। রাত নিঃশব্দে এগিয়ে গেল আর একটি দিনের দিকে।

॥ ৮ ॥

ছোটকর্তা এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে, সেই রাতে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন। ওই রকমই ছিলেন তিনি, হেসে কাঁদতেন। জ্যাঠামশাইয়ের শতছিন্ন দেহটির সৎকার শেষে, উত্তরের বারান্দায় এই স্থানটিতে এসে তিনি বসলেন পরের দিন দ্বিপ্রহরে। বিধ্বস্ত চেহারা। উস্কোখুস্কো চুল। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। বারান্দার ওপাশে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নারাণকাকু। বামুনদি নিয়ে এল সরবত। ছোটকর্তা তাকে কিছুই বললেন না। প্রতিবেশীরা থমকে আছেন দূরে, দূরে। শোক শুধু বাড়ির নয়, গোটা পাড়ার। এক চুমুক খেয়ে গেলাসটা পাশে নামিয়ে রেখে, অদৃশ্য কোনও মহাশক্তিধরকে উদ্দেশ্য করে ছোটকর্তা বললেন, 'তারপর ?'

'কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি, আঁধার তোমার সবই মিছে।
যে তোর হাত জানে না, মারকে জানে, ভয় লেগে রয় তাহার প্রাণে
যে তোর মার ছেড়ে তোর হাতটি দেখে আসল জানা সেই জানিছে ॥'

নারানকাকু বলেছিলেন, 'এইবার আপনার একটু বিশ্রাম দরকার। একটু ঘুম।'
'একটু ঘুম! ঘুম আসবে নারাণ ? ঘুম নয়, আই লিভ এ লং ওয়াক।'
এরপরই তিনি আবৃত্তি করেছিলেন ফ্রস্টের কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন,

The woods are lovely/ dark and deep
But I have promises to keep

www.BanglaBook.org

And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep.

দৃপ্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি, আঁধার তোমার সবই মিছে। আমার রবীন্দ্রনাথ আছেন, আছেন শেক্সপীয়র, ফ্রস্ট। 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে। ... তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে। কসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।'

সারা বাড়িতে এলোমেলো একটু ঘুরে বেড়ালেন। মেজকর্তার ছিপ। যে ছিপ তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন, নেড়েচেড়ে দেখলেন। চারটে হুইল। মেজকর্তার সোনার সিগারেট কেস। পর-পর সিগারেট সাজান। হাতির দাঁতের সিগারেট হোল্ডার। বাড়িতে পরার বার্নিশ করা চটি। রিডিং গ্লাস। নরম পশমের কাশ্মীরী আলোয়ান। ধরছেন ছেড়ে দিচ্ছেন, তুলছেন ফেলছেন। ভেন্টিলেটারে চড়াই পাখি চিকচিক করে ডাকছে।

কিশোর বিলুর হাত ধরে পথে নেমে এলেন ছোটকর্তা। জীবনে অনেক ভ্রমণ হয়েছে। সেই ভ্রমণের স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে আছে। হনহন করে হাঁটছেন ছোটকর্তা। ডান হাতে শক্ত করে ধরে আছেন আমার বাঁ হাতের কবজি। আমার তখন ছোট ছোট পা, ছোট ছোট হাত। এতটুকু একটা বুক। বুঝতেই পারছি না, কি ঘটছে আমাকে ঘিরে! চলার বেগে বুকটা হাঁসফাঁস করছে। জ্যাঠামশাই নেই, ভাল করে ভাবতেও পারছি না। থেকে থেকে কান্না আসছে, কাঁদতেও পারছি না। সামনে শুধু পথ আর পথ। দু সার গাছ। রোদ আর ছায়া। হঠাৎ আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। ঝাঁকুনিতে ছোটকর্তার হাত থেকে ছেড়ে গেল আমার হাত। হাঁটু দুটো ঘষড়ে গেল কাঁকুরে পথে।

ছোটকর্তা হাত ধরে তুললেন আমাকে। উবু হয়ে বসলেন আমার সামনে। থেঁতলানো ক্ষত দুটো দেখলেন। চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। রাত জাগা লাল দুটো চোখ। রাগ, দুঃখ, বিষণ্ণতা মাখা। এক মুখ দাড়ি। থমথমে গলায় বললেন, 'হায়! তুমি কী কিছুই পার না!'

আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। দুটো হাঁটুরই ছাল-চামড়া উঠে গেছে। ভীষণ জ্বালা করছে। মুখটা কিন্তু স্বাভাবিক করে রাখার চেষ্টা করছি। আমি কিছুই পারি না, এই লজ্জা আমার যন্ত্রণাকে ঢেকে দিয়েছে।

ছোটকর্তা মুখে চুকচুক শব্দ করে বললেন, 'কে আছে তোমার? আর কে আছে তোমার? এত আদুরে, ননীর পুতুল হলে চলবে বিলু! কল্যাণকে দেখ, সুমনকে দেখ। কি সব স্বাস্থ্য, কেমন সব চটপটে! তুমি একটা নড়বড়ে ভূত।'

www.BanglaBook.org

ছোটকর্তা উঠে গেলেন পথের ধার থেকে দূর্বাঘাস ছিঁড়ে আনতে। হঠাৎ আমার পেছনে ঘোড় দৌড়ের শব্দ। কানে এল ছোটকর্তার চিৎকার, 'সরে যাও, সরে যাও!' হতভম্ব আমি। আমার আর সরা হল না। বিশাল বড় এক ভাগলপুরী গরু আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল। একটা পুঁটলির মতো তালগোল পাকিয়ে আমি গড়িয়ে গেলুম এক ধারে। তখনই শুনলুম ছোটকর্তার চিৎকার, 'হা ভগবান'। নাস্তিক, কর্ম ও পুরুষকারে বিশ্বাসী মানুষটি সেই প্রথম ভগবানের নাম উচ্চারণ করেছিলেন।

বহুক্ষণ আমার আর কিছু মনে ছিল না। হয় তো অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলুম, নয় তো ভয়। যখন আবার ঘটনায় ফিরে এলুম, তখন আমি চলছি। ছোটকর্তা পাঁজাকোলা করে আমাকে নিয়ে চলেছেন। আমাদের বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। বাঁ পাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। সামান্য নড়লেই চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। ঠোঁটে ঠোঁট চাপতে গিয়ে দেখি হড়হড় করছে। নোনতা স্বাদ। নিচের ঠোঁট ছিঁড়ে ঝুলে গেছে।

ছোটকর্তা আমাকে কোলে নিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে। শাঁখের শব্দ নেই। ঘরে, ঘরে আলো নেই। তিনতলার ছাদে নারাণকাকু পায়চারি করছিলেন। ছোটকর্তা নিজের মনেই বললেন, 'কে আছে আমার পাশে। সবাই তো চলে গেছে। কাকেই বা ডাকবো! ভগবানই তাহলে মানুষের একমাত্র ভরসা!' ছোটকর্তা ডাকলেন, 'নারাণ'।

সবার আগে ছুটে এল বামুনদি। বামুনদির আসল নাম ছিল ললিতা। তার সেই সুন্দর নাম সারা জীবন হারিয়ে রইল 'বামুনদি' নামের তলায়। ছোটকর্তা নামটা জানতেন। তিনি বললেন, 'ললিতা, তুমি?'

ললিতা যখন প্রকৃতিস্থ, তখন সে এক সাংঘাতিক ব্যক্তিত্ব। ছোটকর্তাও তখন তার কাছে নিষ্প্রভ।

ললিতা আমাকে ছিনিয়ে নিল ছোটকর্তার কোল থেকে। প্রায় ধমকের সুরে বলেছিল, 'কেন বেরিয়েছিলেন একে নিয়ে! মেজবাবু, মেজ বউদি, ছোট বউদি, সবাই একে ভালবাসত। একে টেনে নেবার চেষ্টা হবে, আপনি জানেন না।'

সেই ধমকের সামনে ছোটকর্তা যেন কুঁকড়ে গেলেন। ডাক্তার এলেন। বাঁ পাটাকে নেড়েচেড়ে বললেন, 'মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান ভেঙে গেছে।'

ছোটকর্তা বললেন, 'বহুত আচ্ছা! এই তো চাই।'

গাড়ি এল। ছোটকর্তা যাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দিতে চেয়েছিলেন, সেই বসল পেছনের আসনে। তার কোলের ওপর আমার ভাঙা পা। সাবধানে

www.BanglaBook.org

ধরে আছে। ঝাঁকুনি লাগলেই জল আসছে চোখে। চিৎকার করলেই ছোটকর্তা বকবেন। ছোটকর্তা সামনের আসনে, ড্রাইভারের পাশে। যুদ্ধের কলকাতা, দুর্ভিক্ষের কলকাতা, কালোবাজারী, ঠিকাদারের কলকাতার রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছে মেডিকেলের দিকে। ভুসো পড়া লণ্ঠনের মতো কলকাতার চেহারা। এক একটা মিলিটারি গাড়ি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, ছোটকর্তা বলে উঠছেন, 'জয় মা, দেখো মা।'

মাকে ডাকতে শিখছেন ছোটকর্তা। না ডেকে উপায় নেই। মানুষের হাতের বাইরে চলে গেছে সব কিছু। রাতের বেলায় মেয়েরা আর রাস্তায় বেরোচ্ছে না। মিলিটারিরা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তিন চার দিন পরে ফিরতেও পারে, নাও পারে। সিনেমা হাউসে মিলিটারি, রেস্তোরাঁয় মিলিটারি।

যন্ত্রণার চোখে দেখা যন্ত্রণাকাতর কলকাতার ছবি আজও মনে আছে। দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল ছায়ান্ধকারে বসে আছে সার, সার, বিশ্রী চেহারার গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যাচ্ছে মৃতদেহ। এরই মাঝে হুডখোলা গাড়িতে বসে চলেছে সুন্দরী মহিলা। চুল উড়ছে। দু'পাশে দুই সৈনিক জাপটে ধরে আছে। যে গাড়ি চালাচ্ছে, সে শিস দিচ্ছে তীব্র সুরে। মজা করার জন্যে গাড়িটাকে একবার করে নিয়ে যাচ্ছে বাঁয়ে, একবার ডাঁয়ে। আমাদের চালক বলছেন, 'মানুষ তাহলে পশুই হয়ে গেল।'

শহর পরিক্রমার সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি ভয়ের ক্যালেন্ডারের মতো আজও দুলছে হৃদয়ের দেয়ালে। চড়া হেডলাইট জ্বেলে ঝাঁ ঝাঁ করে মিলিটারি জিপ আসছে উলটো দিক থেকে। এক চুল এদিক, ওদিক হলেই আমরা ছাতু হয়ে যাবো। পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে যাবার সময় ইংরিজি গালাগাল ছুঁড়ে দিচ্ছে। আমাদের গাড়ির চালকের নাম ছিল শরৎবাবু। পাথরকোঁদা চেহারা। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন। তিনি বলছেন, 'আমিও বাঙালির বাচ্চা। সহজে মারতে পারবি না ব্যাটারা।' মাঝে, মাঝে মিলিটারি পুলিস ছুটে যাচ্ছে মটোর সাইকেলে।'

সবই দেখছি। দেখছি যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে। ললিতা থেকে থেকেই বলছে, মুখপোড়া।

ইংরেজের হাসপাতাল। বাইরে ব্ল্যাকআউটের অন্ধকার, ভেতরে ঝলমলে আলো। সেইদিন দেখেছিলুম, বাংলার গ্রামের মেয়ে ললিতার সাহস। তার চেহারা ছিল ইউরোপের সমুদ্রের রোদে পোড়া মেয়েদের মতো। একালের সর্বাধুনিকাদের মতো বয়কাট চুল। তেমনি সুন্দর ফিগার। তার ওপর ধবধবে

www.BanglaBook.org

সাদা কাপড়। হাসপাতালের চওড়া সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে আমাকে কোলে নিয়ে যখন উঠছে, তখন সবাই তাকিয়ে, তাকিয়ে দেখছে। সায়েব ডাক্তার, মেমসায়েব নার্স। আর্মির লোক ভেতরে গিজগিজ করছে। বর্মার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের বেশ কিছু চলে এসেছে এই হাসপাতালে।

আমাদের প্রায় তাড়িয়েই দিচ্ছিল। ললিতা রুখে দাঁড়িয়ে বললে, 'তার মানে ?'

বোধ হয় শোনালো, 'হোয়াট ডু ইউ মিন ?'

আর্মির এক অফিসার দাঁড়িয়েছিলেন। ললিতার পাতলা ঠোঁট, খাড়া নাক, তামাটে গায়ের রঙ, আর ওই শরীরের মোহে পড়ে গিয়েছিলেন মনে হয়। ছোটকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইজ শি ইওর ওয়াইফ।'

ছোটকর্তা কিছু বলার আগেই যোগ করলেন, 'স্প্লেনডিড।'

সেইসব কথা ভাসা ভাসা বুঝেছিলুম। ওয়াইফ মানে তো স্ত্রী ! সেই যন্ত্রণার মধ্যেও আমার কেমন যেন একটা অনুভূতি হয়েছিল। ললিতা, আমার এই বামুনদি, সে আমার মা।

আর্মি-অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কি ভাবলেন কে জানে, চিৎকার করলেন, 'ডক্টর'। সেই চিৎকার আমার আজও মনে আছে। আর মনে আছে, ললিতা সুস্পষ্ট ইংরেজিতে বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' মেজবউ তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে গিয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন বিলিতি রান্না, বিলিতি সহবত। ললিতা শুনে, শুনেও অনেক কিছু শিখেছিল। সেই রাতে, সেই হাসপাতালে ললিতার কাণ্ডকারখানা দেখে ছোটকর্তা অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি এর কিছুই আশা করেননি। বাঁ পায়ে বিশাল এক প্লাস্টার নিয়ে মাঝরাতে আমরা ফিরে এলুম।

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ছোটকর্তা কেন, কারোরই কোনো দানাপানি জোটেনি। ললিতার কি অসীম ক্ষমতা ছিল, নিমেষে তৈরি হয়ে গেল লুচি আর শুকনো আলুর দম। হাতে তার ধরা ছিল রান্নার যাদু। ক্ষিদের কাছে মৃত্যুশোক পরাভূত। রাত দুটো। সুপ্ত পৃথিবী। আমরা কয়েকটি প্রাণী নেকড়ে বাঘের মতো লুচি আর আলুর দম খেতে লাগলুম। কি তার স্বাদ !

অত পরিশ্রম, অত ঝঞ্ঝাটের পর, ওই গভীর রাতে ছোটকর্তা কাঁধে এস্রাজ নিয়ে বাজাতে বসছিলেন। ললিতা ছড়িটা কেড়ে নিল। মশারি ফেলে, ছোটকর্তাকে কড়া আদেশের গলায় বললে, 'শুয়ে পড়ুন। আমি এই ঘরেরই মেঝেতে শোবো। উঠে, উঠে বিলুকে দেখবো। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন।'

ছোটকর্তা একটু ইতস্তত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তার কি কোনও

www.BanglaBook.org

প্রয়োজন হবে ?'

'হতে পারে।'

ললিতার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, যে কোনও জায়গায় ঘুমোতে পারত। যে কোনও জিনিস খেতে পারত। যে কোনও অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত। আর, কোনও ঘেন্না ছিল না। মেঝেতে একটা মাদুর ফেলে সে শুয়ে পড়ল। প্ল্যাস্টার করা পা নিয়ে আমি জেগে পড়ে রইলুম। স্থির হয়ে। যেন কতই ঘুমোচ্ছি! ছটফট করলেই ছোটকর্তার ঘুম ভেঙে যাবে। একেই তাঁর ঘুম ছিল খুব পাতলা, সূক্ষ্ম কাপড়ের মতো।

ছোটকর্তার ভেতরে সেদিন অসহ্য কোনও যন্ত্রণা হচ্ছিল। থেকে থেকেই তিনি বলতে লাগলেন, 'উঃ, প্রভু! হায় প্রভু! এ কি করলে প্রভু!' তাঁর এই প্রভু কে, আমার জানা হয়নি তবে এই প্রভু সেই থেকে এক পাকাপাকি আসন করে নিয়েছিলেন তাঁর অন্তরে।

ছোটকর্তার ঘুম আসছে না দেখে ললিতা উঠে পড়ল। মশারি তুলে বিছানায় এসে ছোটকর্তার কপালে হাত রাখল। ছোটকর্তা চমকে উঠে বললেন, 'না, না। তুমি শুয়ে পড়ো।'

'আগে আপনাকে ঘুম পাড়াই।'

'না, না, কে কি ভাববে।'

'কেউ নেই ছোটবাবু। কেউ আর নেই।'

আমি আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলুম, আমার দশ সের ওজনের পা নিয়ে। ললিতা ছোটকর্তার মাথার দিকে বিছানায় উঠে বসেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দু'হাত দিয়ে মাথা টিপছে। জিজ্ঞেস করছে, 'ভাল লাগছে না?'

মানুষের কিছু, কিছু বোধ কত অল্প বয়সেই না জাগে! আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, পাশে যা হচ্ছে, তা ঠিক হচ্ছে না। এইভাবে বসার অধিকার একমাত্র আমার মায়েরই ছিল। আমি যে জেগে আছি, আমি যে ঘুমোইনি এটা জানতে পারলে ওরা নিশ্চয় কিছু মনে করবে। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম ঘুমিয়ে পড়ার। ছোটকর্তা একসময় জিজ্ঞেস করলেন, 'ও বোধহয় ঘুমিয়েছে?'

ললিতা বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ঘুমিয়েছে।'

সেই রাতেই আমি বুঝে গিয়েছিলুম, এই সংসারে আমার স্থান কোথায়। আমার কেউ নেই। আমি ঘুমোলেই অন্যের আনন্দ। আমাদের খেলার মাঠের বেলগাছটার মতোই আমি নিঃসঙ্গ। ললিতা তার আঁচলের গেরো খুলে, কুচলা আর সিদ্ধির গুলি বের করল।

www.BanglaBook.org

ছোটকর্তা অসহায় মানুষের মতো বললেন, 'আমার ঘুম আসবে, এমনিই আমি ঘুমোতে পারবো। ওসব আমাকে দিও না। মেজদা খুব রাগ করত।'

ললিতা খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল, ভূতের মতো। হাসি শুনেই বুঝেছিলুম ললিতা খেয়েছে। হাসতে হাসতে বললে, 'ছোটবাবু, মেজবাবু কোথায়! মেজবাবু এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। তুমি খাও, দেখবে সব দুঃখ ভুলে গেছ।'

ললিতা ছোটকর্তাকে তুমি বলছে। সে উঠে গিয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এল। ছোটকর্তা কোঁত কোঁত করে খেলেন। আমার মনে হচ্ছিল গড়িয়ে বিছানা থেকে পড়ে যাই। একটা পা ভেঙেছে, না হয় আর একটাও ভাঙবে।

ছোটকর্তা জড়ানো গলায় বললেন, 'নিচে নেমে শুই।'

ললিতা বললে, 'সেই ভাল।'

দু'জনে নামতে গেলেন, আর ঠিক সেই সময় ভীষণ একটা শব্দ হল। দেয়ালে আমার মায়ের একটা বড় ছবি ঝুলছিল খুলে পড়ে গেল। ঝন ঝন করে ছড়িয়ে পড়ল ছবির কাঁচ।

ছোটকর্তা আতঙ্কের গলায় বললেন, 'কি হল! ছবিটা পড়ে গেল কেন? আলো জ্বালো, আলো জ্বালো।' লাফিয়ে উঠল আলো। আমি পিটপিট করে তাকাচ্ছি। ছোটকর্তা ছবিটার সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, 'পড়ে গেলে, তুমি পড়ে গেলে। পড়ে গেলে কেন?'

ললিতা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। তার আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। সেই বয়সেই জেনে গিয়েছিলুম, মেয়েদের অনেক কিছুই দেখতে নেই। দেখলে পাপ হয়।

ললিতা বলছে, 'ও অমন পড়ে যায়। তুমি শোবে এস। কাল সকালে পরিষ্কার করে দোবো।'

ললিতা ছোটকর্তাকে জড়িয়ে ধরল। ছোটকর্তা হুহু করে কেঁদে উঠলেন, 'আমি পাপ করেছি। আমি পাপ করে ফেলেছি। তুমি দেখেছ। তুমি দেখতে পেয়েছ।'

এই তো আমার সামনে, আমার মায়ের সেই ছবিটা ঝুলছে। পড়ে যাবার সময় ধারালো কাঁচের খোঁচায় একটা জায়গা একটু চিরে গিয়েছিল। সেই ক্ষতটা আজও আছে সেইভাবে। সেই ভয়ঙ্কর রাতটা আমাকে নিয়ত স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে। প্রলোভন দাঁড়িয়ে আছে ক্ষত-বিক্ষত এক মানুষের পাশে। হাত ধরে টানছে। আমার পূর্বপুরুষদের শেষপ্রতিনিধি। আত্মিক সঙ্কটে দোদুল্যমান।

www.BanglaBook.org

ললিতা হয় তো বন্ধুর কাজই করছিল, দেহের আকর্ষণ দিয়ে মৃত্যুকে ভোলাতে চাইছিল। ললিতার মতো দেহ ক'জনেরই বা থাকে, দীর্ঘ সুঠাম, সুললিত। চাপা একটা আগুন। ছোটকর্তা তার সেবার কাছে ঋণী। সে-ঋণ তো শুধু টাকায় শোধ হবার নয়।

ললিতা ছোটকর্তাকে হাত ধরে তুলতে গেল।

ছোটকর্তা নিজেই উঠে দাঁড়ালেন, মুখ-চোখ থমথমে। চাপা গলায় বললেন, 'গেট আউট। গেট আউট। আউট আই সে।'

বলতে, বলতে তিনি নিজেই বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। ললিতা মশারি তুলে বিছানায় ঢুকে আমাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। সেই বুক, সেই দেহ আমার মায়ের নয়। আমার ঘেন্না করছিল, ভয় করছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল। ভেতরে এমন একটা অনুভূতি জাগছিল, যা একেবারেই অন্যরকম। আমার মুখটা ঢুকে গিয়েছিল তার বুকের ভেতর। নরম, তুলতুলে। আমি নিশ্বাস নিতে পারছিলুম না। আমার গরম হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি পুড়ে যাবো। ললিতা আমাকে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'তুই আমার ছেলে। তুই আমার ছেলে।' আমাকে যেন পিষে ফেলতে চাইছিল। আমার প্রথম দিকের ঘেন্নাটা একসময় ভাল লাগায় পরিণত হল। কেন হল, আমার মনই জানে, যে মনের তল আজও আমি খুঁজে পাইনি।

সেই সকাল। নারাণকাকা জামা-কাপড় পরে ছোটকর্তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছোটকর্তা তখন জুতো বুরুশ করছিলেন, 'আমি চললুম ছোড়দা।' ছোটকর্তা মুখ তুললেন। কোনও ভাব নেই সে-মুখে। নির্বিকার। শান্ত গলায় বললেন, 'চললে? বেশ, এসো।'

এরপর নারাণকাকার চলে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু চলে যাওয়ার কারণটা তো জানাতে হবে। ওই যাওয়া তো প্রতিবাদের যাওয়া। তিনি বললেন, 'আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কোনও অশ্রদ্ধা এসে যাক আমি তা চাই না।'

ছোটকর্তা বললেন, 'অ।'

নারাণ ভেবেছিলেন ছোটকর্তা বেশি কিছু বলবেন। একটা ঝগড়াঝগড়ি, তর্কাতর্কি হবে। তা হল না। হতাশ হলেন। নিজেকে খোলসা করতে পারলেন না। তখন বললেন, 'ছেলেটার কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবার চান্স আছে।'

ছোটকর্তা বললেন, 'দেখা যাক।'

'ওকে কোথাও পাঠিয়ে দিলে ভাল করবেন।'

'ভেবে দেখি।'

www.BanglaBook.org

'ছেলে মানুষ করা খুব কঠিন। নিজেকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে নিতে হয়।'

'হ্যাঁ। সেইরকমই শুনেছি।'

'এই বাড়িতে পাপ ঢুকেছে।'

'হয় তো।'

ছোটকর্তা নির্বিকার।

নারাণ বললেন, 'আপনাকে আর প্রণাম করলুম না।'

'ভালই তো।'

'প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।'

'প্রয়োজন হবে কী?'

প্রশ্ন ঠোঁটে নিয়ে নারাণ উড়ে গেলেন ফড়ফড় করে, সাদা একটা পায়রার মতো। ছোটকর্তা ফিরেও তাকালেন না। একটা কাপড়ের টুকরো ঘষে ঘষে জুতোয় পালিশ তুলতে লাগলেন। সেই কোঁচ, কোঁচ শব্দটা আমার আজও মনে আছে। একজন অপমানিত মানুষ, একজোড়া জুতো। জুতোটাকে প্রাণপণে চকচকে করছেন। চকচকে। আরও চকচকে। জুতোও যেন মাঝেমাঝে প্রাণ পায়। অবশেষে জুতোটাকে একপাশে রেখে নেমে গেলেন নিচের বাগানে। সেই বারবেল। বারবেলের চাকাগুলো এখনও আছে। মানুষের ক্ষয় আছে। লোহার তো ক্ষয় নেই। পড়ে আছে নিচের ঘরে। ডাণ্ডাটা কোথায় গেছে কে জানে! ছোটকর্তা বারবেলটার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। দৃশ্যটা আমি এখনও দেখতে পাই। নিচু হয়ে এক ঝটকায় তুলে নিলেন বারবেল। মাথার ওপর তুলছেন, বুকের কাছে নামাচ্ছেন ক্ষীপ্র গতিতে। দেখতে, দেখতে শরীরের সমস্ত পেশি ঠেলে উঠল। ঘাম ঝরছে। বারবেল রেখে মুগুর ধরলেন। ঘুরিয়েই যাচ্ছেন, ঘুরিয়েই যাচ্ছেন। শেষ নেই। বুক আরও চওড়া হয়ে গেল। হাতের গুলি ঠেলে উঠল। পায়ের কাছে জমি ভিজে গেল ঘামে। রাগী সিংহের মতো ঘুরতে লাগলেন বাগানে। দৃশ্য দেখে পাখিরাও যেন নীরব হয়ে গেছে। ছোটকর্তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, দু'হাতে পৃথিবীটাকে ধরে গুঁড়ো করে দিতে পারেন।

সেই মূর্তির সামনে নিরঞ্জন গিয়ে দাঁড়াল। বগলে একটা পুঁটলি। ভয়ে, ভয়ে বললে, 'ছোটবাবু, আমিও যাচ্ছি।'

ছোটকর্তা একবার তাকালেন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে। একটি মাত্র কথা, 'যাও।'

নিরঞ্জন তবুও একটু ইতস্তত করল। চোখে জল। ভেবেছিল ছোটকর্তা বলবেন, 'কেন যাচ্ছিস?' কিছুই বললেন না। সে নিচে থেকে ওপর দিকে

www.BanglaBook.org

তাকাল। বারান্দায় আমি। ভাঙা পা নিয়ে বসে আছি মোড়ায়। চোখাচোখি হল। ধরা গলায় বললে, 'যাচ্ছি, খোকাবাবু।' ঘাড় নাড়লুম। আমারও গলা ধরে গেছে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'যেও না নিরঞ্জনদা।' সাহস হল না। ছোটকর্তা তখন একটানে একটা বুনো গাছ শেকড়সুদ্ধু উপড়ে ফেলেছেন। নিরঞ্জন পায়ে, পায়ে, চারপাশে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে গেল।

নিরঞ্জন চলে যাবার বেশ কিছু পরে, ছোটকর্তা সেই অদ্ভুত হাসিটা হেসে বললেন, 'যাও, যাও, সব একে, একে যাও। ক্লিয়ার আউট। ক্লিয়ার আউট।'

ললিতা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললে, 'আর না, অফিসের দেরি হয়ে যাবে।'

নরম গলায় বললেন, 'সময় নষ্ট কোরো না। পড়ো, পড়ো। এগিয়ে যাও। জোর কদমে। ঝিকি মারো।'

সেই আদেশ আজও আমার মনে আছে। 'এগিয়ে যাও।' আমার সেই বয়সে এই কথার অর্থ ছিল, জীবনের দিকে এগিয়ে যাও। এখন এই কথার অর্থ হল, ঝিকি মেরে এগিয়ে যাও মৃত্যুর দিকে।

আমার সেই ভাঙা পা বাতে ধরেছে। আমার দু'চোখে ছানি। আমার বুকে দম নেই। যৌবনে জীবনটাকে বেশি খরচ করে ফেলেছি। সঞ্চয় শূন্য। বেঁচে আছি মহাকালের দয়ায়। একটা ব্যাগ নিয়ে একটু পরেই আমি বেরবো। চশমার খাপ থেকে একটা দশ টাকার নোট নোবো। আয়ু, অর্থ দুটোরই পুঁজি খুব কম। অর্থ আমি খরচ করি। তাই আমি হিসেব করে করি। আয়ু হরণ করে মহাকাল। সেই তস্করের ওপর আমার তো কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

সেদিন বাজার করে ফিরছি। পেছনে, পেছন আসছিল বাচ্চা একটা মেয়ে। লাফাতে, লাফাতে। তাজা জীবনের উল্লাসে। আমি বোধহয় তার পথ আটকেছিলুম। বিরক্ত হয়ে সে বললে, 'দাদু, তুমি হাঁটতে পারো না কেন?' অবাক হয়ে তাকালুম। ঠিক আমার সেই বাল্যসঙ্গিনী গীতার মতো দেখতে। এক গীতা যায় আর এক গীতা আসে। এক বিলু যায়, তো আর এক বিলু আসে।

www.BanglaBook.org

॥ ৯ ॥

বিরাট এক যৌথ পরিবার কর্পূরের মতো উবে গেল। মুখুজ্যে মশাই তাঁর ওল্টানো চুলে আঙুলের চিরুনি বোলাতে, বোলাতে, বললেন, 'ধুস্ হয়ে গেল। সব ফুস্। বুঝলে, তোমারও গেল, আমারও গেল।'

ছোটকর্তা সুর করে বললেন, 'উই আর অন দি সেম বোট ব্রাদার।'

'তোমারও একটা ছেলে আমারও একটা ছেলে। কোনওরকমে মানুষের মতো মানুষ করাই আমাদের সাধনা।'

'আপনার ছেলের তো কোনও তুলনা হয় না, যেমন রূপ তেমনি গুণ। যেমন লেখাপড়ায়, সেইরকম গানে।'

'আমার নাতিও হবে। ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

'করুন।'

'ভয়ে না নির্ভয়ে?'

'নির্ভয়ে।'

'তুমি তো এখনও যুবক। সুন্দর শরীর, স্বাস্থ্য। তোমার সংসারও তো ফাঁকা মাঠ। ছেলেটার জন্যে অন্তত আর একটা বিয়ে করলে কেমন হয়?'

ছোটকর্তা দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, 'খুব খারাপ হয়। চাটনি আর পাপর ভাজা খাওয়া হয়ে যাবার পর বেসিন হাত ধোয়ার জন্যেই প্রস্তুত হয়। আবার গোড়া থেকে শুরু করে না। আপনি বিয়ে করলেন না কেন?'

'মুক্তির পর কেউ বন্ধন খোঁজে?'

'সেই একই কথা আমার।'

'আমার নাতিটা যে ছোট!'

'আর একটা মা এলে দেখবে? সৎমা কি জিনিস আপনি জানেন না?'

'খুব জানি। আমারই তো সৎমা ছিল। তা, সে আর মা বলতে ইচ্ছে করত না।'

'তবে? এখন আমিই মা হব, আমিই বাবা হব।'

'বাঃ, বাঃ, মনটা একেবারে ভরে গেল। কিন্তু, হ্যাঁ গো, বদনাম-টদনাম হবে না তো!'

'বদনাম! কিসের বদনাম?'

'তোমাদের ওই বামুনদি। বয়স তো বেশি নয়, আবার সুন্দরী। আবার

www.BanglaBook.org

খোলামেলা। কেউ তো নেই! এক তুমি আর এক ও। লোককে তো তুমি চেনো!'

'লোক না পোক!' ছোটকর্তা তাঁর বিশাল বুক চিতিয়ে দিলেন, 'আমি গ্রাহ্য করি না। আপ্ সাঁচ্চা তো জগৎ সাঁচ্চা।'

'কেয়া বাত। আমি তোমার দলে। চলো, দেখা যাক কোথায় গিয়ে গিয়ে শেষ হয়!'

সৌম্য চেহারার প্রবীণ এক মানুষ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন। ইনি কুমুদবাবু। সাত্ত্বিক শিক্ষক। অবসরভোগী। নিরালম্ব এক মানুষ। বিলুকে পড়াবেন। সারাদিন থাকবেন। রাত্তিরে বাড়ি যেতে পারেন আবার নাও পারেন। যেমন ইচ্ছে।

কুমুদবাবু বললেন, 'আমি এসে গেছি। রাত আটটার পর আমি চলে যাবো। মেয়েটা একলা থাকে তো!'

'মেয়েটির বিয়ে দিতে পারলেই আপনি ঝাড়া হাত-পা।' মুখুজ্যেমশাই বললেন।

'বিয়ে? বিয়ে তো হয়ে গেছে।'

'তা হলে?'

'তা হলে আবার কি? তিনি আবার বিবাহ করেছেন।'

'আপনি মামলা করুন।'

'মামলা করে কি আর হৃদয় জোড়া যায় মুকুজ্যে মশাই? যায় না। অকারণ অশান্তি, অর্থ-ব্যয়। সহ্য করি। সহ্য করার নামই তো জীবন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন, তিন স, শ· ষ· স। সহ্য কর্, সহ্য কর্, সহ্য কর্।'

সেই ঋষির মতো মানুষটি বিলুর দায়িত্ব নিলেন। পাকা পেয়ারার মতো গায়ের রঙ। এক মাথা ফুরফুরে চুল। চোখ দুটো যেন কোন সুদূরে আটকে আছে। লম্বা, লম্বা আঙুল। বাদামের মতো নখ। সাজানো দাঁতের সারি। হাসিতে যেন মুক্তো ঝরে।

দোতলায় ঘরের সংখ্যা অনেক। লোকজন তো নেই। শোয়ার মানুষ নেই। টান টান পড়ে আছে দশাসই খাট। সমুদ্রের মতো বিছানা। কুমুদবাবু উত্তরের ঘরটাই বেছে নিলেন। পূব দিকের জানালা খুললেই গাছপালা। পশ্চিমের জানালা খুলে দিলেই, প্রাচীন, প্রাচীন গাছের ফাঁক দিয়ে থির থিরে গঙ্গা।

কুমুদবাবু বললেন, 'দাঁড়াও আগে আসন করে বসি। তুমিও বোসো। এসো দু'জনে মিলে চুপচাপ বসে থাকি বেশ কিছুক্ষণ। তোমার আর আমার মধ্যে বসে

www.BanglaBook.org

থাকার প্রতিযোগিতা। কে কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারে!'

বিলুর খুব মজা লাগছে। দু'জনে মুখোমুখি। সামনে মাস্টারমশাইয়ের পকেট ঘড়ি। কারোর মুখে কোনও কথা নেই। শুধু বসে থাকা। নড়াচড়া চলবে না। বসার আগে মাস্টারমশাই বলে দিয়েছেন, নিজেকে ভাবো প্রদীপের স্থির শিখা। বিলু তাই ভাবছে। নড়ছেও না চড়ছেও না। প্রথমে তার মন ছটফট করছিল। একসময় মন বসে গেল। বিলুর কেবলই মনে হতে লাগল, সে একটা প্রদীপের শিখা। কোথা দিয়ে একটা ঘণ্টা কেটে গেল।

কুমুদবাবু বললেন, 'আমি তোমার কাছে হেরে গেলুম বাবা। তুমি আমাকে হারিয়ে দিলে।'

বিলুর মুখ চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কুমুদবাবু বললেন, 'আরও একটা খেলা আছে।' গাঢ় নীল রঙের একখণ্ড কাগজ বের করে বিলুকে বললেন, 'যতক্ষণ পারো তাকিয়ে থাকো, দেখবে কেমন ভাল লাগবে।'

বিলু তাকিয়ে রইল। নীল, ঘন নীল। কুমুদবাবু একসময় সেই কাগজের ওপর ছোট, ছোট তিন টুকরো সাদা কাগজ ফেলে দিলেন। বিলু অবাক হয়ে গেল ; যেন গভীর নীল আকাশে তিনটে সাদা বক উড়ছে। একসময় বিলুর মনে হল, সে খুব ঠাণ্ডা পরিষ্কার জলে চান করে উঠল। এক কথায় মাস্টারমশাইকে তার অসম্ভব ভাল লেগে গেল। সাধুর মতো মুখ। মিষ্টি হাসি। গায়ে ফুলের মতো গন্ধ। যখন বসে থাকেন, তখন মনে হয়, 'ঋষি মশাই বসেন পূজায়' সেই প্রথম ভাগের ছড়াটা।

কুমুদবাবু বিলুকে নিয়ে মাঝে মাঝে বাগানে নেমে যান। ইট আর ছোট ছোট পাথর সাজিয়ে তৈরি করলেন পাহাড়। তৈরি হল পথ। গিরিসঙ্কট, খাইবার পাস, বোলান পাস। বিদেশীরা এই পথেই ভারতে এসেছিল। চেঙ্গিজ খান, তৈমুর লং। কুমুদবাবু বিলুকে ইতিহাস পড়াতে লাগলেন। সেই ইতিহাস যেন ওই বাগানেই নেমে এল। গাছের ডালে পাখি। গুঁড়ি জাপটে ধরে কাঠবেড়ালির ওঠানামা। রোদ ঝুলছে ছেঁড়া কাপড়ের মতো। দুজনে যেন বসে আছে হিমালয়ের কোলে। ইতিহাস পড়া নয়, ইতিহাস দেখা। বিলু নিজেই সেই ইতিহাসের চরিত্র। মাস্টারমশাইয়ের হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে বিলু তন্ময় হয়ে শুনছে।

তছনছ হয়ে যাওয়া বাড়ির পরিবেশ এক কথায় বদলে দিলেন কুমুদবাবু। ছোটকর্তাকে বললেন, 'মানুষ মানে শুধু জ্ঞান ও শিক্ষা নয়, চরিত্র, সংযম, নিষ্ঠা, পবিত্রতা। আপনি ভোরে ওঠা অভ্যাস করুন। খুঁজে পাবেন উপনিষদের

www.BanglaBook.org

সকাল। উনুনের ধোঁয়াকে ভাবুন ঋষির আশ্রমের হোমের ধোঁয়া। অত দেরিতে বিছানা ছেড়ে দিনটাকে নষ্ট করেন কেন? ছেলে মানুষ করা সহজ কাজ নয়। মশালের মতো তার সামনে তুলে ধরতে হবে নিজের জ্বলন্ত চরিত্র। প্রকৃতি যেমন নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা, নিজের জীবনকেও সেইরকম শৃঙ্খলে বাঁধতে হবে। আপনার নিজের জীবনটাকে আপনি এলোমেলো করে ফেলেছেন। নিজেকেই নিজে শাসন করুন।'

ছোটকর্তা লজ্জা পেলেন। তাঁর জীবনে সব আছে নেই নিয়ম। ঠিক করেছিলেন সময়ের নিয়মে তিনি চলবেন না, সময় চলবে তাঁর নিয়মে। সকালে ছোটকর্তা যখন বিছানায়, উত্তরের ঘরে পূবের জানালা খুলে, কুমুদবাবু উদাত্ত গলায় স্তোত্র সংগীত শুরু করেন। সারা বাড়ি গমগম করে ওঠে। সেই সুরে ছোটকর্তা বিছানায় উঠে বসেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছি, ছি করে ওঠেন। ইস্ আজও হেরে গেলুম নিজের কাছে।

কুমুদবাবু একদিন ছোটকর্তাকে একটু ধমকের সুরেই বললেন, 'মৃত অতীত নিয়ে আপনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। পরিবারের অতীত, দেশের অতীত, দুটোকেই দেখবেন ইতিহাসের মতো করে। শিক্ষা নেবেন, বিষণ্ণ হবেন কেন? যা ঘটে গেছে যাক। যা ঘটেনি তার জন্যে প্রস্তুত হোন।'

ছোটকর্তা বললেন, 'আপনার মধ্যে আমার বাবাকে যেন আবার ফিরে পেলুম।'

'সব পিতাই এক, যে সাজতে পারে। যেমন রাজার চরিত্র! যে কোনও অভিনেতাই সাজতে পারে। নিজেকে সাজাতে হয়। আপনিও পিতা। পিতার অভিনয় শিখুন। নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন কেন!'

মেঘ যেমন সূর্যকে ঢাকে কুমুদবাবু সেইরকম বিলুকে ছেয়ে ফেললেন। একসঙ্গে খাওয়া, বসা, শোয়া, বেড়ানো, খেলা, গল্প।

মুখুজ্যে মশাই বললেন, 'এ আমাদের ভাগ্য! দুর্ভাগ্যের পেছন পেছন সৌভাগ্য। বিলুকে ভেঙেচুরে একেবারে নতুন করে গড়ে দিলেন।'

ললিতা কুমুমুদবাবুকে বাবা বলে ডাকতে শুরু করেছে। প্রথমে একটু সন্দেহ ছিল, অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধার ভাব ছিল। অসভ্যতাও ছিল। কুমুদবাবু একদিন তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার দিকে তাকাও।'

তার আগের রাতে ললিতা সিদ্ধি খেয়ে সারারাত গান গেয়েছে। বারান্দায় নেচে, নেচে বেড়িয়েছে। ছোটকর্তা তাকে শাসন করতে এসেছিলেন। ললিতা দু'হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'এসো না মাইরি দু'জনেই নাচি।'

www.BanglaBook.org

বিলু কি ভাববে এই ভয়ে ছোটকর্তা দৌড়ে ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছিলেন। ললিতাকে সংযত করার ক্ষমতা তার নেই। নিজের দুর্বলতা একবার কারোর কাছে প্রকাশ করে ফেললে তাকে আর শাসন করা যায় না।

ললিতা কুমুদবাবুর দিকে তাকাল। ললিতার সেই ঘোরলাগা চোখ। যে ঘোরে তার স্বভাবচরিত্র সবই বদলে যায়। কুমুদবাবু তাঁর শীতল চোখ দিয়ে ললিতাকে একেবারে ফালাফালা করে ফেললেন, 'তুমি সিদ্ধি খাও ?'

ললিতা মাথা নিচু করল। শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, ঋষিতুল্য মানুষটির সামনে ললিতার মতো রমণীও কেঁচো হয়ে গেছে।

'সিদ্ধি খেলে কি হয় জানো ? মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমার মেয়েও তোমার বয়সী। তুমিও আমার মেয়ে। এমন একটা সুন্দর আশ্রয়ে আছো, নিজের জীবনটাকে নষ্ট কোরো না মা। তোমার বয়স কম, এখনও অনেক বছর বাঁচতে হবে, নিজেকে শোধরাও। তোমার সিদ্ধি কোথায় আছে ? নিয়ে এসো।'

ললিতা গুটিগুটি গিয়ে তার বাক্সটা নিয়ে এল। টিনের একটা চারচৌকো বাক্স।

কুমুদবাবু বললেন, 'দাও, আমার হাতে দাও।'

এক বাক্স সিদ্ধির গুলি। বেটে, গোল গোল করে রোদে শুকনো। একা সিদ্ধি নয়, সঙ্গে কুচলা। নেশা যাতে আরও মারাত্মক হয়। কুমুদবাবু গোটা বাক্সটাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে, গুলিগুলোকে একটা গর্তে ঢেলে প্রথমে জল দিলেন, তারপর মাটি চাপা।

ললিতাকে বললেন, 'প্রতিজ্ঞা করো, আমি ভাল হব, ভাল হব, ভাল হব।'

ললিতার মুখ তখনও লাল টকটকে হয়ে আছে। চোখের দুকূলে জল এসে গেছে। তার সেই তেজীয়ান গলায় বললে, 'বাবা, তুমি ভাল হবার কথা বলছ। পুরুষরা ভাল থাকতে দেয় না দেবে ? সে-সব কথা তোমার মতো দেবতার না শোনাই ভাল। আমি ভালও দেখেছি মন্দও দেখেছি। যাকে ভাল ভেবেছি সে মন্দ হয়েছে, যাকে মন্দ ভেবেছি সে ভাল হয়েছে। আমার জীবনে কি না হয়েছে বাবা ! আমাকে সবাই মিলে ছিঁড়ে খেয়েছে।'

'মা, তুমি তো এখন ভালটাই দেখছ !'

কুমুদবাবুর মা বলার মধ্যে এমন একটা ভাব ফুটল, ললিতা তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল। মুখ নিচু করে বললে, 'কেউ কোনওদিন আমাকে মা বলেনি।'

'আমি বলছি। তুমি আমার মা। তুমি আমার আর এক মেয়ে।'

কুমুদবাবু ললিতার মাথায় ডান হাতটা রাখলেন। ঠোঁট নড়ছে। কিছু একটা

www.BanglaBook.org

বলছেন। জপ করছেন। শেষে বললেন, 'নাও, ওঠো। মনে রেখো, এ সংসার তোমার। এদের সঙ্গেই তোমাকে থাকতে হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। জানবে, বিলু তোমার ছেলে। তুমি ওর মা। ওর নিজের মা যেমন ছিলেন, তোমাকেও ঠিক সেইরকম হতে হবে। তুমি পারবে মা। তোমার ভেতর সেই শক্তি আছে। পারো তো, আমার কাছে একটু লেখাপড়া শেখো।।'

'মেজ বউদি আমাকে শেখাতেন বাবা। তিনি তো চলে গেলেন।'

'আমি তো আছি। একটু পড়তে শিখলে, তোমার জীবনে আলো আসবে, আনন্দ আসবে। একটু মন দিলেই সেটাও তুমি পারবে। তোমার বুদ্ধি আছে।'

ছোটকর্তা রাতে এস্রাজ নিয়ে গান ধরলেন,

কোন্ খেলা যে খেলব কখন্ ভাবি বসে সেই কথাটাই
তোমার আপন খেলার সাথি করো, তা হলে আর ভাবনা তো নাই ।।

মুখুজ্যেমশাই বললেন, 'চাকা ঘুরছে। বাড়িটা একটু একটু করে আশ্রমের মতো হয়ে উঠছে। রবিঠাকুরের গান! মানেটা একবার দেখো! কোন্ খেলা যে খেলব কখন্! যেমন তিনি খেলাবেন! তাই না! আমি এর সঙ্গে দু'লাইন শ্যামাসঙ্গীত মিশিয়ে দি, তোমার আপত্তি নেই তো!

সকলি তোমারই ইচ্ছে, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি ।।

কুমুদবাবু বিলুকে নিয়ে আসরে এলেন। আনন্দের হাটবাজার বসে গেল। কুমুদবাবু বললেন, 'বেহাগে একটু আলাপ ধরুন না মুখুজ্যেমশাই। আপনার গলা তো তপোবনের গলা। ওই গলায় বেদপাঠ হত।'

বিলু এখন রোজ গলা সাধে। ছোটকর্তা বিলুকে গান শেখাচ্ছেন। একটা গান বিলুর আয়ত্ত হয়ে গেছে। একেবারে চড়া থেকে ধরতাই কাঁহারে ভেইয়া, প্রাণ কানহাইয়া, নদেবাসী, বলে দে রে আসি। বিলুর সুরেলা গলা। বড়রা বলতে থাকেন, 'বাঃ, বাঃ, বেশ বেশ।'

কুমুদবাবু ছোটকর্তাকে আনন্দে বাঁচার তালিম দিচ্ছেন। সুখ আর দুঃখ মনের অবস্থা ভেদ। সুখে থাকার অভ্যাস করলেই সুখ। যতক্ষণ আলো নেই ততক্ষণই অন্ধকার। আলো এলেই অন্ধকার পালাবে। আনন্দ ছড়িয়ে বাঁচতে শিখুন।

মুখুজ্যেমশাই সারাজীবনই এক ছেলেমানুষ শিক্ষার্থী। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'সারাদিন আমি বেশ আনন্দে থাকি। প্রথম রাতটাও চলে বেশ; কিন্তু এই বারোটা একটা নাগাদ হঠাৎ একটা দমকা কান্না আসে; তখন মনে হয়, কি ছাই বেঁচে আছি, এতখানি একটা শরীর নিয়ে। জীবনে কিছুই তো হল না। এটা মনে

www.BanglaBook.org

হয় ঠিক নয়। কি বলুন। তার মানে আনন্দটাকে ঠিক ধরতে পারিনি।'

'বারোটা, একটা পর্যন্ত কে আপনাকে জাগতে বলেছে? এগারটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন।'

'ঘুম তো আসে না।'

'তাহলে মনে রাখুন, যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। রাতকে কাজে লাগান। কাঁদতে হয় তাঁর জন্যে কাঁদুন। ধ্যান-জপ করুন।'

ছোটকর্তা বললেন, 'আমি তো সারারাত অঙ্ক কষি। কি করবো? ঘুমের তোষামোদ কাঁহাতক করা যায়। অঙ্কের মতো মজা আর কিসে আছে।'

মুখুজ্যেমশাই বললেন, 'তোমার শরীর খারাপ হয় না?'

'না, একটুও না।'

'তাহলে তুমি যোগী।'

একদিন বিকেলে গীতা এল। খুব অভিমান। বিলুকে বললে, 'তুই তো আর যাবি না। তাই আমিই দেখা করে গেলুম তোর সঙ্গে। আর তো আমাকে দেখতে পাবি না।'

বিলু গীতার হাত দুটো ধরে বললে, 'তোর কাছে আমার তো খুব যেতে ইচ্ছে করে! আমার মাস্টারমশাই যে বিকেলে আমাকে অনেক দূরে দূরে বেড়াতে নিয়ে যান। কি করবো বল ভাই?'

গীতা ঠোঁট উলটে বললে, 'আর কবে দেখা হবে তা তো জানি না। ভাল করে লেখাপড়া শিখে মানুষ হ। সাবধানে থাকিস। সময় মতো খাওয়াদাওয়া করিস।'

বিলু কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস ভাই?'

'সে অনেক দূরে। দেরাদুন বলে একটা জায়গা আছে জানিস?'

'জানি তো। হরিদ্বার, দেরাদুন। হিমালয়ের কাছে। সেখানে যাচ্ছিস কেন?'

'যেতেই হবে। বড়মামা চলে যাচ্ছেন। ওইখানেই থাকবেন তো। আমাকে আর মাকে নিয়ে যাচ্ছেন। শুনেছি জায়গাটা নাকি খুব ভাল।'

'তুই চলে যাবি? আর কোনওদিন আসবি না?'

'কেন আসব বল? এখানে আমাদের কে আর আছে!'

বিলু কেঁদে ফেলল। বিলুর কান্না দেখে গীতাও কাঁদল। ছাতে ফুলগাছের টবের পাশে বসে দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে খুব খানিক কাঁদল।

চোখটোখ মুছে বিলু জিজ্ঞেস করল, 'কবে যাবি?'

'কাল রাত্তিরের ট্রেনে।'

www.BanglaBook.org

বিলু আবার ফোঁসফোঁস করে উঠল।

গীতা বলল, 'আমার বড়মামাটা ভীষণ বিচ্ছিরি।'

বিলু বললে, 'তুই আমাদের বাড়িতে থাক না। আমার মাস্টারদাদুর কাছে পড়বি। সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হবি। দাদু আর বাবা আমাকে গান শেখাচ্ছেন। খেয়াল গান। তুইও শিখবি। বেশ মজা হবে। আমরা কেমন দু'জনে থাকবো। তোরও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই।'

'মা থাকতে দেবে না রে। মেয়ে, মেয়ে করে মা একেবারে পাগল হয়ে গেল। মেয়ে যেন কারোর হয় না।'

গীতা একটা পুতুল বের করে বিলুর হাতে দিল। দিয়ে বললে, 'এই পুতুলটা তোর খুব পছন্দ ছিল। এটা তুই নে বিলু।'

লাল টুকটুকে একটা বউ। মেলার পুতুল কেষ্টনগরের তৈরি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিলু অবাক হয়ে বললে, 'এইটা তুই আমাকে দিয়ে দিলি?'

'হ্যাঁ, ওটা তোর। অনেক, অনেকদিন তুই রাখবি। ভাঙ্গবি না। ভাঙলেই আমি মরে যাবো।'

'মরে যাবি?'

'হ্যাঁ রে, আমার তাই মনে হল।'

বিলুকে বিলুর জ্যাঠাইমা ছোট্ট একটা আয়না দিয়েছিলেন। রেঙ্গুনের জিনিস। খুব সুন্দর কাজ করা। হাতলে, ফ্রেমে। ডিমের মতো দেখতে।

'এইটা তুই রাখ ভাই। তোর যখন মনে পড়বে আমার কথা, মাঝ-রাত্তিরে চুপিচুপি এইটার দিকে তাকিয়ে, তিনবার ফিসফিস করে বলবি, বিলু, বিলু, অমনি আমার মুখ দেখতে পাবি।'

গীতা বললে, 'কি সুন্দর জিনিসটারে!'

গীতা চলে গেল।

॥ ১০ ॥

বৃদ্ধ বয়সটা এমন ওঁচা বয়েস, সকলে তো ঘেন্না করেই, আমিই আমাকে ঘেন্না করি। প্রথম বয়সের ভুল, নিচতা, স্বার্থপরতা সব মনে পড়ে যায়। স্কুলের গণ্ডি টপকে যাবার পর কুমুদবাবু বললেন, 'আমার কর্তব্য শেষ হল বিলু। আমার বিদায় নেবার পালা। বয়সের ভারে আমি স্থবির হয়ে পড়েছি। এখন আমার

www.BanglaBook.org

সময় হল, যাবার দুয়ার খোলো খোলো। ...আকাশ ভরে দূরের গানে, অলখ দেশে হৃদয় টানে। একটাই কথা শেষ উপদেশ আমার, চরিত্রটা ঠিক রেখ। তোমার কেউ নেই। তোমার শুধু তুমি আছ। স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো, সব জড়তা হতে জাগো জাগো রে সতেজ উন্নত শোভাতে।'

আমার গুরু চলে গেলেন। সব ফাঁকা হয়ে গেল। বাঁধন গেল আলগা হয়ে। তিনি আমাকে তেল মাখিয়েছেন, স্নান করিয়েছেন। জ্বরে সেবা করেছেন। পরীক্ষার সময় পাশে বসে রাত জেগেছেন। সে কতকাল আগের কথা। আজ আমি তাঁর বয়সকেও ছাড়িয়ে গেছি। যে জায়গায় তাঁর মাঠকোঠাটি ছিল, সেখানে আজ সুন্দর ঝকঝকে একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ছোটখাটো কোনও এক শিল্পপতির। গ্যারেজ আছে। গাড়ি আছে। ঘরে ঘরে আলো, গান। নতুন সভ্যতার মানুষের জটলা। কোথাও আমার মাস্টারমশাইয়ের কোনও চিহ্ন নেই। টিনের চালে হুমড়ি খেয়ে থাকা সেই আমড়া গাছটার কথা মনে পড়ে। সেই দালান। একটা জলচৌকি। পেতলের একটা ঘটি। তারে পাট করে ঝোলানো সাদা একটা গামছা। নিজের বেঁচে থাকার টালমাটালে দীর্ঘকাল এই দৃশ্যটুকু হারিয়েছিল। এখন আবার স্পষ্ট। বর্তমান যত থিতোচ্ছে অতীত তত স্পষ্ট হচ্ছে।

স্মৃতির দরজা খুলে রোজই একবার করে মাস্টারমশাইয়ের শবযাত্রা বেরিয়ে আসে। নিদ্রাই হল মহাবিপ্র। যে-ঘুম ভাঙল না। দিনের শুরুতেই দিন শেষ হয়ে গেল। তেমন সমারোহ কিছু হল না। সামান্য ফুলে ঢাকা একটি খাট। সবার আগে আমি। খই ছড়াতে ছড়াতে চলেছি। কয়েকজন প্রবীণ মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত, গভীর, গম্ভীর হরিধ্বনি। মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে, আমার দিদির সেই দাঁড়িয়ে থাকা। চাঁদের আলোয় তারে ঝোলা সাদা থানকাপড়ের মতো। আজও দেখতে পাই তার সেই দাঁড়িয়ে থাকা। এত বড় একটা ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে মেয়েটিকে সম্পূর্ণ একা ফেলে রেখে আমার সাধক শিক্ষাগুরু হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তাঁর মুখে সত্যই একটা হাসি লেগে ছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, জীবনের অঙ্কে বিশেষ কোনও ভুল করিনি। একটা ভুলই করেছি, মেয়ের বিয়ে। আমার আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

মাস্টারমশাইয়ের মেয়ের নাম ছিল, অমলা। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তাই। আমার সেই উঠতি বয়সে তার দিকে তাকাতে ভয় করত। মনে যদি পাপ এসে যায়। মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর পর আমার মনে হল, অমলাদিকে দেখাশোনা করা আমার কর্তব্য। আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে তার আর আছে কে! পরে আবিষ্কার

www.BanglaBook.org

করেছিলুম, আমার ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর ধরনের শয়তান তৈরি হচ্ছে। আমার তখন গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। গলায় বয়সা লেগেছে। মেয়েদের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারি না। ভিজে কাপড়ে মেয়েরা সামনে দিয়ে চলে গেলে কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়ি। ছাতে উঠে পাশের বাড়ির যে জানালাটার দিকে তাকানো উচিত নয়, সেই জানালাটার দিকে বারে বারে তাকাই। কোনও একটা বিশেষ দৃশ্য দেখার জন্যে। আমার বাল্যবন্ধু কন্দর্পকান্তি কল্যাণ তখন আমাকে পাকাচ্ছে। মেয়েদের জগৎটা তখন তার ভালভাবেই জানা হয়ে গেছে। ওই ব্যাপারে কল্যাণেরও গুরু ছিল। সে একটা আধ দামড়া লোক। তার নানা রকম ব্যবসা ছিল। ফুক ফুক সিগারেট ফুঁকতো। পয়সা ছিল প্রচুর। কালো, মুশকো মতো দেখতে। সিল্কের পাঞ্জাবি পরত। কানে আতর লাগাত। কল্যাণ তাকে বিশুদা বলত। বিশুদা বলতে অজ্ঞান। বিশুদার পয়সায় মোগলাই আর কষা মাংস খেত। বিশুদার পয়সায় ইংরিজি সিনেমা দেখত। সেই লোকটাই ছিল আসল শয়তান। এই দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পৃথিবীটা ঈশ্বরের নয় শয়তানের। শয়তানদেরই বিশাল বড় বাড়ি হয়, গাড়ি হয়, কাঁড়িকাঁড়ি টাকা হয়। ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি হয়। তারা খায়দায় আর পৃথিবীটাকে পাপে ভরে দেয়। আর পুণ্যের চেয়ে পাপের আকর্ষণই বেশি। আমার অবস্থা হয়েছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্পের সেই দুই বন্ধুর এক বন্ধুর মতো। দুই বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে চলেছে। তা এক জায়গায় ভাগবত পাঠের আসর বসেছে। এক বন্ধু বললে, 'চ ভাই, বসে পড়ি। ভাগবত শুনি।' আর এক বন্ধু বললে, 'কি ব্যাজোর ব্যাজোর শুনবো। আমি একটু ডালিমের বাড়ি যাই। এমন সন্ধে, ফুর্তিটুর্তি করে আসি।' ও বন্ধু চলে গেল বেশ্যালয়ে, এ বন্ধু বসল, ভাগবতের আসরে। ভাগবত শুনছে আর ভাবছে, ধ্যাত কি সব শুনছি? আমি একটা পাঁঠা। বন্ধু কেমন মজা মারছে! আর ডালিমের ঘরে বসে সেই বন্ধু ভাবছে, এ আমি কি করছি! আমার বন্ধু কেমন ভাগবত শুনছে! ঠাকুর বলছেন, মৃত্যুর পর যে ডালিমের ঘরে ছিল, সে গেল স্বর্গে, আর ভাগবতের আসরের বন্ধু গেল নরকে।

গল্পটা বলছি এই কারণে, বৈদান্তিক ব্রাহ্মধারার পরিবারের ছেলে আমি, কুমুদবাবুর ছাত্র আমি, আমার পিতা তখন গৃহী সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাচ্ছেন, আমি সেই ধারার ছিটে ফোঁটাও গ্রহণ করতে পারলুম না। বিশুদার আকর্ষণই প্রবল হল। একা কল্যাণ মজা মারবে? বিশুদার ঠেকে আমিও হাজির হলুম। লোকটা বাড়িতে একটা চেকচেক লুঙ্গি আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে, বিশাল একটা

www.BanglaBook.org

চৌকিতে আড় হয়ে শুয়ে থাকত। গলায় একটা ভরি দুই সোনার হার। বড় একটা বিলিতি ছবির বই খুলে আমাদের নগ্ন মেয়ের ছবি দেখাত। শরীরে আগুন ধরে যেত। কি যে যাদু, তা বুঝতে পারতুম না। মানুষের শরীর, তাও জীবন্ত নয়, ছবি। কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়তুম। বিশুদা বলত, 'জ্যান্ত দেখতে চাস ? একদিন তোদের নিয়ে যাবো।' রাতে আমার ঘুম হত না। বিশুদা একদিন প্যাকেট খুলে, কমলা লেবু রঙের সিল্কের একটি শাড়ি বের করে তার ওপর একটা বক্ষবন্ধনী রাখল। বললে, 'দ্যাখ, জিনিসটা দ্যাখ। আমার মেয়েমানুষকে উপহার দোবো।' তারপর কি হবে আমাদের বলতে লাগল। কান লাল হয়ে গেল। অপরাধীর মতো তাকাতে লাগলুম এদিক ওদিক।

বিশুদা একদিন বললে, 'তোর কোনও সাহস নেই। তোর হাতে অমন একটা জিনিস রয়েছে অথচ উপোস করে মরছিস।'

'কি বলছ তুমি ?'

লোকটা কত বড় শয়তান। অমলাদির কথা বলছে। এ পাড়ার গ্রেটা গার্বো। তার দেহের বর্ণনা দিতে লাগল। আমার কি করা উচিত শেখাতে লাগল। শেষে চোখ দুটো ছোট ছোট করে বললে, 'তুমি বলটা আমার কোর্টে কায়দা করে ফেলে দাও না, গোল দিয়ে দোবো। ওকে অভাবী, তায় উপোসী। কতদিন আর শুকিয়ে থাকবে। আমাদের একটা কর্তব্য আছে তো ? আমরাও তো সমাজসেবী।' আমার মনে হচ্ছিল, লোকটার মুখে এক থাবড়া মারি। জানোয়ার না কী ? আমাকে হতভম্ব হয়ে বসে থাকতে দেখে জানোয়ারটা যেন উৎসাহ পেয়ে গেল। বললে, 'তোকে এত ভালবাসে কেন জানিস ? তুই তো একটা কচি পাঁঠা। তোর হাড় মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। তুই একদিন কি করবি জানিস, পেছন থেকে জাপটে ধরবি। খাবলাখাবলি করে দিবি। ছাড়বি না।'

লোকটা ভয়ঙ্কর রকমের একটা অশ্লীল ভঙ্গি করল। আমি আর সহ্য করতে পারলুম না। বললুম, 'বিশুদা মুখ সামলে।'

আমাকে একটা খিস্তি করে বললে, 'নিজের বাপকে দেখে শেখ। হুগলী থেকে কেমন একটা সেরা মাল এনে ফুর্তিতে আছে। কারোর পরোয়া করে, না করবে ! মুরগীর এণ্ডা মারছে, বারবেল ভাঁজছে আর লড়ে যাচ্ছে। একেই বলে বাপের বেটা !'

আমি উঠে চলে আসছি, বিশু খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলেছিল, 'নাদান। জিনিসের ব্যবহার জানে না। সবাই মিলে একটু ফুর্তি করা যেত, এখন একাই করব, তুই দেখবি হাঁ করে, জালের বাইরের বেড়ালের মতো। তোকে আমি

www.BanglaBook.org

দেখাব, টাকায় সব হয়। একশোতে না হলে এক লাখে হবে। ওই অমলা আমার রক্ষিতা হবে। যার ওপর আমার নজর পড়ে সে আর পালাতে পারে না। তুই লিখে রাখ। ভোগের পর একটু প্রসাদ পেতিস, তা আর হল না।' এরপর বিশুর ধারেকাছে আর যাইনি। না গেলেও লোকটা পাপ ঢুকিয়ে দিয়েছিল মনে চরিত্রে একটা দাগ ফেলে দিয়েছিল। কাঠে যেমন উইপোকা ধরে সেইরকম পোকা ধরিয়ে দিয়েছিল। অমলাদির দিকে আর সেই পরিষ্কার মনে তাকাতে পারতুম না। যখন তখন যেতুম ঠিকই, এমন এমন সময় যে সময়ে অমলাদি হয়তো চানে যাচ্ছেন ; কি একেবারেই সংক্ষিপ্ত পোশাকে বাসন মাজছেন, ঘর পরিষ্কার করছেন। খুবই খোলাখুলি। আমাকে তিনি ভাই ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না। মানুষের সমস্যা হল, মানুষ মানুষের মন দেখতে পায় না। অমলাদি আমার মন দেখতে পাচ্ছেন না। সেখানে ঢুকে আছে বিশু-শয়তানের তালিম। আর এক শয়তান উঠতি বয়েস। প্রবল রিপুর জাগরণ। বিশু ব্যাটা আমার চোখে একটা লাল চশমা পরিয়ে দিয়েছে। ছেলেবেলার পবিত্র, সুন্দর পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে গেছে। মন্দিরে যেন আবর্জনা ছড়িয়ে গেছে। নৌকো যাচ্ছিল সুবাতাসে পাল তুলে, হঠাৎ পালে ধরেছে কুবাতাস। বিশু আর কল্যাণ আমার মনটাকে ভেঙে দু'খণ্ড করে দিয়েছে। একটা মন পবিত্র আর একটা অপবিত্র। অপবিত্র মনটার জোরই বেশি। সে যেন এই দেহের সম্রাট। যা বলবে তাই করতে হবে। পবিত্র মনটা বড়ই দুর্বল। সরাইখানার রাহির মতো। তার আদর্শের পবিত্র, সাত্ত্বিক পুঁটলিটি নিয়ে বসে আছে একপাশে। বসে বসে দেখছে প্রতিদ্বন্দ্বীর কার্যকলাপ। বলছে না কিছুই, শুধু বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে। শিশুর মতো। কি করছ তুমি ? এ কী !

নিজের পরিবর্তনে নিজেই অবাক। অমলাদির পায়ের গোছের দিকে তাকিয়ে মনে হত, এতদিন যাকে শুধুই পা ভেবেছি, সে তো শুধু পা নয়, আরও কিছু। বিশেষ কিছু। অমলাদি যখন কুয়োতলায় উবু হয়ে বসে বাসন মাজছে, ঠিক তখনই আমার পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করত। একটা অলৌকিক অনুভূতি। চওড়া পিঠ। বর্তুল নিতম্ব। আমি বুঝতে পারতুম না কি হচ্ছে আমার ! ভেতরে বসে বিশু যেন বলছে, জড়িয়ে ধর্। কল্যাণ হাসছে। কেউ কোথাও নেই। দুপুরের ঝলমলে আলো। গরমকাল। ফিকে নিশ্বাসের মতো বাতাস। এই তো সময় ! ঘোর লাগছে আমার চোখে। চওড়া পিঠ। আলগা খোঁপা। অমলাদিকে আমার ভীষণ ভাল লাগছে। অপবিত্র মন বলছে, এতে তো পাপের কিছু নেই ! তুমি তো খুন করছ না ! তুমি তো চুরি করছ না ! আমার

www.BanglaBook.org

বাল্যের স্মৃতি এসে আমাকে উৎসাহ দিতে লাগল। ললিতা মশারির ভেতর বিছানায় ছোটকর্তার মাথার কাছে। ছটফট করছে। আনচান করছে। পা-ভাঙা বিলু মটকা মেরে দেখছে। মানুষের মন কত ভাবে ছেঁদা হয়! ছোট্ট এক ঝলক দৃশ্য। কারোর একটা কথা। একটা ছবি। একটা বর্ণনা। একটা গল্প! মনের চেহারা পাল্টে দিতে পারে। আমার সামান্য অসাবধানতায় আমি নষ্ট হয়ে গেলুম। আমি যদি কল্যাণের কথায় বিশুর আড্ডায় না যেতুম তাহলে আমার এই অবস্থা হত না।

অমলাদিকে আমি প্রায় অপবিত্রই করে ফেলতুম। মনে খুব জোর এনে নিজেকে ছিটকে ফেলে দিলুম বাইরে। অমলাদির বাড়িতে যাওয়াই ছেড়ে দিলুম। একজন মহিলাকে একই সঙ্গে শ্রদ্ধেয়া দিদি আর ভোগের বস্তু ভাবা যায় না। উত্তরের নির্জন ঘরে শুয়ে আমি কেঁদে ফেললুম— আমি জীবনে কোনও মেয়েকে আর ভালবাসতে পারবো না। শুধু ভোগের কথাই ভাবব। প্রেম নয় ভোজ। বিশু আমার ভালবাসাকে হত্যা করেছে। আমার রক্ত খারাপ করে দিয়েছে ব্যাটা।

ছোটকর্তা তখন পুরোপুরি যোগী। ছোটকর্তার ছোটমামা ছিলেন শবসাধক। দুর্গের মতো চরিত্র। স্ফটিকের মতো চেহারা। মানুষ হাসে। মানুষকে হাসতে হয়। এই সাধকের মুখটাই ছিল হাসি। সেই ছোটমামার তত্ত্বাবধানে ছোটকর্তা তখন ইন্দ্রিয়জয়ী এক সাধকের মতো। বহু রকমের সাধনশক্তির অধিকারী হয়েছেন। মানুষের দিকে তাকিয়ে তার ভেতরটা তিনি পড়তে পারতেন। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি একদিন বললেন, 'তোমার ভেতর পাপ ঢুকেছে। খুব সাবধান! নারাণ তোমার কোষ্ঠী দেখে বলেছিল, জীবনটা তোমার নষ্ট হবে। তখন আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, বংশ, শিক্ষা, পরিবেশ তোমাকে বাঁধন দেবে ঘোড়ার লাগামের মতো। হল না। প্রবৃত্তি তোমাকে টেনে নিয়ে গেল কুসঙ্গে। জীবন-সিগারেটে কাম হল আগুন, যত টানবে তত পুড়বে। পড়ে থাকবে ছাই। তোমার দিকে আজকাল আমি তাকাতে পারি না। ছবির মতো দেখতে পাই, তুমি কি করছ! তোমাকে একটা কথা বলতে পারি, কাম জয় করা যায় না। মুখটা ঘুরিয়ে দিতে হয়। নিজেকে বোঝাতে হয়, আমি পশুনই মানুষ। নিজেকে খাটাও। ব্যায়াম করো, ঘাম ঝরাও। দেহকে ভালবাসো, মনকে ভালবাসো। ঘন ঘন চান করো।'

বড় লজ্জা পেয়েছিলুম সেদিন। অমলাদি একদিন আমাকে ডেকে পাঠাল। ভয়ে ভয়ে গেলুম। জিজ্ঞেস করল, "তুমি আস না কেন? জানো আমি একা

www.BanglaBook.org

থাকি। বাবা তোমাকে ছেলের মতো ভালবাসতেন।'

মাথা নিচু আমার। তিনি আমাকে ছেলে ভাবলে কি হবে, আমি যে অমলাদিকে বোন ভাবতে পারি না। বিশু ঢুকে গেছে আমার মনে। অমলাদি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক হাত দূরে। আমি তাকাতে পারছি না। ওই মুখ। ওই শরীর। ওই খোঁপা। পাগল হয়ে যাব আমি। ফিকে নীল শাড়ি। সাদা ব্লাউজ।

আমি টিপ করে একটা প্রণাম করলুম। দুধের মতো সাদা পাতলা পায়ের পাতা। আমার মাথাটা পায়ের আঙুল ছুঁয়ে রইল। মনে, মনে ছত্রিশবার দিদি বললুম, তুমি আমার দিদি, তুমি আমার দিদি।

অমলাদি তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে তুলে খাটে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'এ কি করলে! আমাকে প্রণাম!'

আমার পাশে বসে অমলাদি কাঁধে একটা হাত রাখল।

'তোর কি হয়েছে বল তো! শুকনো মুখ। চোখের কোণে কালি।'

আমার পেটে কথা থাকে না। সবই বলে ফেললুম। অকপটে। এমনকি অমলাদিকে দেখলে আমার মনে কি হচ্ছে, তাও বললুম। আমার কাঁধ থেকে হাত না সরিয়ে অমলাদি অনেকক্ষণ বসে রইলেন নীরবে। মনে মনে ভাবছি, অমলাদি এইবার আমাকে জানোয়ার বলে দূর করে দেবে। বলবে, তুই একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস বিলু, ঠিক সেইসময় দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা আড়মোড়া ভাঙল। তারপর খুঁকখুঁক করে হেসে বললে, 'এইজন্যে আসিস না। পাগল ছেলে! তোর কি মনে হয় আমরা দেবতা! আমরা মানুষ। আমাদের অনেক কিছুই মনে হতে পারে।'

অমলাদি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আরও জোরে। তার শরীর আরও ঘন হয়ে এল আমার শরীরে। গভীর গলায় বললে, 'তোর বিকার আমি দূর করে দোবো বিলু। তুই কিছু জানিস না বলেই তোর এত ভয়!' অমলাদি আমাকে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। অবশিষ্ট ঘটনা আমার চির বিস্ময়। কোনও এক আশ্চর্য পৃথিবীর দরজা খুলে যাওয়া। চির কৌতূহলের অবসান। প্রথমে ভয়, পরে অপার বিস্ময়, তারপরে একেবারে বুঁদ হয়ে যাওয়া। বহুক্ষণ পরে অমলাদি বললে, 'তুইও পাপী, আমিও পাপী। জানিস তো বিলু, ম্যালেরিয়া হলে কুইনিন খেতেই হয়।' সব শেষে বললে, 'এইবার তুই কেমন না এসে পারিস দেখি।'

পৃথিবীকে আজও আমার চেনা হল না। সব মানুষই সব মানুষকে ব্যবহার

www.BanglaBook.org

করতে চায়। অমলাদি আমাকে ব্যবহার করেছিল। আমি বোকা, আমি সরল, ভীতু আমি, কিন্তু অসংযমী, ইন্দ্রিয়পর, আমাকে নরুনের মতো, কান খুশকির মতো ব্যবহার করেছিল অমলাদি। আমি তার দাস হয়ে গেলুম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ গল্প বলতেন— একটা টিয়াকে পরপর তিনদিন আফিম খাওয়ানো হল, এমনই মৌতাত, সে আর না এসে পারে না। রোজ একই সময়ে পাখিটা উড়ে আসে। আমার আফিম হল কৃষ্ণকথা নয়। যৌবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা পবিত্র এক পরিবারের পবিত্র রমণী। যার পিতা ছিলেন ঋষিতুল্য সর্বত্যাগী এক তাপস। আর কি সুন্দর এক আবরণ! কুমুদবাবু এক সাধক, ছোটকর্তাও এক সাধক। তাঁর মাতুল এক সর্বজন শ্রদ্ধেয় তান্ত্রিক। বিলু ছিল কুমুদবাবুর ছাত্র, সন্তানতুল্য। এত সুন্দর এক পর্দা! পুরাকালে ঋষিরা ধোঁয়ার আড়ালে আত্মগোপন করে রমণীসম্ভোগ করতেন। যোগ আর ভোগ দুটোই চলত সমান তালে। ঈশ্বর আরাধনা, মানবী বন্দনা।

পাকাপাকি একটা বিকৃত রুচি আমার মধ্যে ঢুকিয়ে গিয়েছিল তিনজন, ললিতা, বিশু আর অমলাদি। আর এটা যে বিকৃতি, সেটা বোঝার মতো বোধ তৈরি করে গিয়েছিলেন আমার মা আর খড়মা।

আমি তখন কলকাতার এক নামী কলেজের ছাত্র। মিশনারী কলেজ। সেই কলেজে পড়েছেন আমার পিতামহ, পিতৃব্য, পিতা। আমার একমাত্র মাতুল। অধ্যয়নং তপঃ প্রায় ভুলেই গেছি। অমলাদির চেনে বাঁধা এক যুবক। মেয়েরা বোয়াল মাছের মতো ইচ্ছে করলেই যে-কোনও মানুষকে গিলে ফেলতে পারে। আমার নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা হতে লাগল। লোকে কুকুর পোষে, অমলাদি আমাকে পুষেছিলেন। তার দুটো ব্যক্তিত্ব ছিল। এক ব্যক্তিত্বে স্নেহময়ী, মমতাময়ী দিদি। অন্য ব্যক্তিত্বে সাংঘাতিক ভোগী এক প্রভু। জীবনের ওপর দিয়ে ঝড় বইতে লাগল।

সব কিছুরই শেষ আছে। ভাল জিনিসের ভাল শেষ। খারাপ জিনিসের খারাপ শেষ। দেশটা বিলেত হলে অমলাদিকে বিয়ে করা যেত। হোক না বয়সের পার্থক্য। তা তো হবার উপায় ছিল না। আজ এই বৃদ্ধ, কুমুদবাবুর অতীত ভিটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সময় অতীত হয়ে গেছে। নতুন জনপদ গড়ে উঠেছে। নতুন জীবনের মিছিল। কেউ বুঝতে পারে না, বুড়োটা কেন থমকে দাঁড়ায়। ওই জমিতে পোতা আছে আমার প্রথম জীবনের পাপ।

এক ভোরে ঘুম ভাঙল। সারা পাড়া উত্তাল। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল সংবাদ। মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। আরও কেলেঙ্কারি, অমলা

www.BanglaBook.org

ছিল অন্তঃসত্ত্বা। সেই মুহূর্তে আমারও উচিত ছিল গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়া ; কিন্তু নিজের জীবনের অধিক প্রিয় আর কি থাকতে পারে ! সেই সকালের মতো ভয় জীবনে আর কখনও পাইনি। আত্মহত্যার আগে মানুষ কিছু লিখে যায়। কি লিখে গেছে অমলাদি ! যদি লিখে গিয়ে থাকে, আমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী বিলু। একটা খুনী আসামীর মতো বসে আছি আমি। আমি তো জানি কার সন্তান ! অমলাদি আমার প্রথম প্রেম। আমার বউ। আমি পিতা।

সেইদিন দেখেছিলুম, মানুষ চিনতে আমাদের কি রকম ভুল হয় ! জগৎ এক বিচিত্র চরিত্রের মেখলা। কল্যাণ এল উদভ্রান্তের মতো। কানে কানে বললে, 'এ তুই কি করেছিস ! ছি ছি। তোর বদনাম। তোর পরিবারের বদনাম। কাকাবাবুকে তো আত্মহত্যা করতে হবে। দাগী পাপীদের লজ্জা থাকে না। তোদের যে পুণ্যাত্মার বংশ !'

মাথা নিচু করে বসে রইলুম আমি। আগের দিন রাতে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। সকালের আকাশ বিষণ্ণ, মেঘলা। আগের রাতের সব ঘটনা মনে পড়ছে। অমলাদির সঙ্গে আমার জীবনের শেষ রাত। বেশ হাসিখুশিই তো ছিল। বলেছিল, 'ভাবছ কেন ? তোমাকে আমি বিপদে ফেলব না। কাক-পক্ষীও টের পাবে না। ঠিক সময়ে দেখবে আমি নেই। তোমার বদনাম মানে আমার বাবার বদনাম।' সে রাতে আমাদের খাওয়া হয়েছিল চমৎকার খিচুড়ি আর তেলেভাজা।

কল্যাণ বললে, 'আমাকে তুই বললি না কেন ? আমি তোকে এমন মেয়েছেলের কাছে নিয়ে যেতুম, জীবনে ভুলতে পারতিস না। তখন ভাল ছেলে সেজে নাক সিঁটকে বসে রইলি। আর এমন একটা কাণ্ড বাঁধালি, যার ফল কি হবে কেউ জানে না !'

কল্যাণ বলেছিল, সবার আগে তোরই যাওয়া উচিত, তা না হলে লোকে আরও সন্দেহ করবে। শয়তানি করেছিস, এইবার একটু অভিনয় কর। তোর ওই ছেলেমানুষের মতো সরল মুখে এইবার ভীষণ একটা শোকের ছায়া নামা। পাগলের মতো কাঁদ। চিৎকার কর, আমার দিদি। দেয়ালে মাথা ঠোক। হাত মুঠো করে বল, কোন শালা, আমার দিদির সর্বনাশ করেছে, আমি তাকে দেখে নোব।

মানবচরিত্রের আমি অ, আ, ক, খ-ও জানি না। আমি এক আহাম্মক ! অমলাদি দুটো চিঠি লিখেছিল। একটা পুলিশের জন্যে। তাতে লেখা ছিল, স্পষ্ট ভাষায়, 'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এক লম্পট শয়তান। তার নাম বিশ্বনাথ

www.BanglaBook.org

মাইতি। একসময় সে আমার বাবার ছাত্র ছিল। সেই সুবাদেই এ-বাড়িতে তার অবাধ যাওয়া আসা ছিল। গত আশ্বিনে বিজয়া দশমীর দিন বিশু বিজয়া করার অছিলায় এসে আমাকে একটা লাড্ডু খাইয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার শরীর ঝিম মেরে এল। যখন আমার জ্ঞান হল, তখন দেখলুম, বিশু আমার সর্বনাশ করে পালিয়েছে। তারপর বিশু আমাকে পরপর তিনটে চিঠি লেখে, কিছু দামী উপহার পাঠায়, সবই দেরাজে আলাদা করে রাখা আছে। বিশুর অত্যাচারে আমাকে চলে যেতে হল।'

দ্বিতীয় চিঠিটার কথা আমি জানতে পারলুম তিন দিন পরে। চিঠিটা ডাকে এল আমার কাছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি, কার লেখা! ভাল ভাবে দেখে চমকে উঠলুম। মৃত্যুপারের চিঠি। যে নেই তার চিঠি। হাতে ধরে বসে রইলুম দীর্ঘক্ষণ। অমলাদির মৃত্যু বিশাল একটা গোলার মতো আমার অস্তিত্বের দুর্গ ধ্বসিয়ে দিয়েছিল। একই সঙ্গে একটা মানুষকে শ্রদ্ধা করছি আবার তাকে উপচারের মতো ভোগ করছি, এমন ঘটনা বিরল। এমন সম্পর্ক সহসা গড়ে ওঠে না। নিজেকেই নিজে পুজো করার মতো অনুভূতি। কি বিচিত্র এক সম্পর্কের অবসান! লোকে হয়তো বলবে পাপ, আমি বলব পূজা। মনে মনে হিসেব করলুম, অমলাদি এখন কত দূরে গেছেন, কত যোজন দূরে! মানুষ নেই অথচ তার শেষ চিঠি আসছে ডাকে।

স্নেহের বিলু,

তুমি যখন এই চিঠি পাবে, তখন আমি অনেক দূরে। এ-যাত্রা একমুখী। এ শুধুই যাওয়া। চলে যাওয়া। ফিরবো না কোনও দিন। তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়েই গেলুম। তোমার দিদি, আবার তোমারই সন্তানের জননী। পাপ। অবশ্যই পাপ। তবে নিজেকে পাপী ভেবো না। এর পেছনে আমার একটা গভীর পরিকল্পনা ছিল। একটা চক্রান্তই করেছিলুম, বলতে পারো। তোমাকে আমি বুঝতে দিইনি। সে কৃতিত্ব আমারই। তোমাকে নয়, তোমার সহজাত প্রবৃত্তিকে আমি ব্যবহার করেছি। একদিকে তুমি, একদিকে আমি। আমি জানতুম তুমি ভয়ঙ্কর রকমের পাপবোধে ভুগছ। আমি কিন্তু নিষ্পাপ। একটা গল্প বললে, ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হবে। গোপীরা যমুনা পার হবে। কুঞ্জ থেকে তাদের সময়ে ফিরতে হবে, নয়তো সবই ছিছি করবে। কলঙ্ক রটবে। কিন্তু পারাপারের নৌকো যে নেই। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমরা এক কাজ করো, যমুনাকে গিয়ে বলো, যমুনা, কৃষ্ণ যদি ভোগ না করে থাকে, তাহলে তুমি দু'ভাগ হয়ে আমাদের পথ করে দাও। গোপীরা দুষ্টু হাসি হেসে বললে, সখা! তুমি

www.BanglaBook.org

আমাদের ভোগ করোনি ? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সে-বিচার পরে হবে। তোমরা আগে যাও। গিয়ে বলো, দেখ না কি হয়। গোপীরা হাসতে হাসতে যমুনার কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যা বলতে বলেছিলেন, তাই বললে, আর যমুনা অমনি দু'ভাগ হয়ে গেল। তারা তো অবাক ! এত ভোগের পরেও ভোগ হয়নি ! না হয়নি ! ভোগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দেহটাকে ছেড়ে রেখেছিলেন ঠিকই ; কিন্তু মন ছিল নিরাসক্ত। তিনি গ্রহণ করেননি। আমি একেবারে গ্রহণ করিনি, বললে মিথ্যা বলা হবে। আমি দেবী নই মানবী। সুস্থ দেহের চাহিদা পুরোদস্তুরই ছিল। তবে চেপে রাখা যেত। বাঙালি মেয়ে সংযম জানে। তারা মেমসাহেব নয়। তোমাকে আমার অতীতটা বলি। আমার বাবা ঋষিতুল্য ছিলেন বলেই আমার মা ছিলেন অসংযমী। আমার মায়ের দেহবাসনা ছিল প্রবল। নিজের মাকে চরিত্রহীনা বলতে নেই। আমার মায়ের অনেক কাণ্ডকারখানার আমিই ছিলুম সাক্ষী। তোমার মতোই আমার ছেলেবেলাটাও খুব একটা সুখের ছিল না। মা সাত তাড়াতাড়ি যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন, সে লোকটা একটা চরিত্রহীন, লম্পট। আর সে এখন কার সঙ্গে আছে জানো? ওই বিশুর বড়বোনের সঙ্গে। লোকটার বিপুল পয়সা। আর বিশুর বোন ! বুঝতেই পারছ। বিশুর বাবার তিনটে মেয়েমানুষ। এইসব ভাষা ব্যবহার করছি বলে আমাকে ক্ষমা কোরো। অবশ্য অনেক কারণেই একাধিক বার তোমার কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। মায়ের ওপর আমার অনেক কারণে রাগ। মা আমার বাবার আদর্শগ্রহণ করেনি। যতদিন ছিল, বাবাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। অপমান করেছে। ভণ্ড বলেছে। বাবাকে যোগ থেকে ভোগের দিকে টেনে নামাতে চেয়েছে। যতই না পেরেছে ততই নিজেকে খারাপ করেছে। মা ছিল লোভী। আমাকে সরাবার জন্যে তুলে দিয়েছিল একটা বড়লোক জানোয়ারের হাতে। আর এই বাড়িতে বসেই সেই জানোয়ারটা যখন বিশুর বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল, মা তখন বলেছিল প্রকৃত পুরুষের ওইটাই লক্ষণ। তোর বাবার মতো যারা মেনীমুখো তারাই ঘরবন্ধ করে সারাদিন ব্যাজরং ব্যাজরং করে। বড়লোকের বউ ছাড়া অন্য মেয়েমানুষ থাকাটাই আভিজাত্য। তুমি যদি তাকে ফুর্তিতে না রেখে থাকো, সেটা তোমারই অক্ষমতা। ছলা, কলা, ছেমো মেয়েদের এই তিন অস্ত্র। বাপসোহাগী মেয়ে তুমি, তোমার স্বভাব তো আলোচালের মতই হবে। এই ছিল আমার পূজনীয়া মা। ওই বিশু তার বোনকে দিয়ে আমার জীবন নষ্ট করল। বিশু সেই লোকটার ঘাড় ভেঙে নিজের আখের ফিরিয়ে নিল। বিশুর বোন লোকটার যৌবন ছিবড়ে করে দিলে। আর বিশুর চোখ পড়ল আমার দিকে। সন্ধেবেলা বাড়ির সামনে এসে

www.BanglaBook.org

হল্লা করত। যাকেতাকে দিয়ে অশ্লীল চিঠি পাঠাত। ডাকে অশ্লীল ছবি পাঠাত। সব শেষে ধরল তোমাকে। একটা জানোয়ারকেও যদি উচিত শিক্ষা দিয়ে যেতে পারি আমার জন্ম সার্থক। আমি খুন করতে পারব না, আমি মারতে পারব না। এমন একটা পরিকল্পনা আমাকে নিতে হবে, যা আমার মতো। বাবা আমাকে কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। নিজের মা বাধা না হয়ে দাঁড়ালে আমার জীবনটা অন্য রকম হত। দুঃখ করে লাভ নেই। ভাগ্যকে মানতেই হয়। বাবার মুখে গল্প শুনেছিলুম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানী সৈন্যেরা একটা কৌশলে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করত। তাকে বলা হত, কামিকাজে। ব্যাপারটা কি রকম জানো, ছোট একটা উড়ো জাহাজ বোমটোম সমেত পাইলট সুদ্ধ জাহাজের চিমনির মধ্যে ঢুকে যেত। সেই গল্পটা আমার জীবনে কাজে লেগে গেল। আমিও কামিকাজে করে গেলুম। নিজেকে মেরে আর একজনকে মারা। সেই আর একজনকে একটু শিক্ষা না দিলে, সে আমার সাংঘাতিক ক্ষতি তো করতই, আরও অনেকের ক্ষতি করত। মরবই যখন, তখন আর পাপ-পুণ্য কি। সবই তো এক মুঠো ছাই। তোমাকে আমি ভালবেসেছিলুম। বেসেছিলুম বলেই মনে হল তোমার একটা কৌতূহল না মেটালে, তোমাকে খুব সহজেই বিপথে নিয়ে যাবে। ব্যাপারটা কিছুই নয়। অদ্ভুত এক গোপনীয়তা, একটা অজানা রহস্য। আমি তোমার শিক্ষক হতে চেয়েছিলুম। কিন্তু হঠাৎ আমার জৈব সত্ত্বা জেগে উঠল। একটা আলোড়ন। সম্পর্ক, বয়েস সব ভুল হয়ে গেল। রিপু বড় প্রবল। বন্যার নদীর মতো সব বাঁধ ভেঙে ফেলে। মুহূর্তের অসাবধানতা। সন্তানসম্ভবা। তখনই আমার পরিকল্পনা আরও জোরদার হল। তোমাকে বাঁচাতে বিশুকে মারতে আমাকে মরতে হবে।

খিচুড়িটা কেমন রেঁধেছিলুম বলো! তেলেভাজা মুচমুচে হয়েছিল তো! প্রবল ঝড় বৃষ্টি। বিদ্যুতে চমকাচ্ছে ইঙ্গিত। আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার। পরান সখা, বন্ধু হে আমার। আকাশ কাঁদে হতাশ সম, নাই যে ঘুম নয়নে মম/ দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম; চাই যে বারে বার॥

শোন্ বিলু, তুই পাপ-পুণ্য নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামাস। শোন্, নিজের ক্ষতি, আর অন্যের ক্ষতি না করে যে-কাজ, সে-কাজ তুই নির্ভয়ে করে যাবি। নিজের বিচারই বিচার! এগোনোই ধর্ম, পেছনোই অধর্ম। নিজেকে ছোট ভাবাটাই পাপ।

আমি যাচ্ছি। আগেই যাচ্ছি। তোর সময় হলে আসিস।

পড়ামাত্রই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলিস। পোড়ানোর সময় ভাববি অমলাদির

www.BanglaBook.org

সৎকার করছিস।

ইতি, অমলা ॥

কল্যাণ চিঠিটা দেখল। তার ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। বিলু, চিঠিটা খুব মারাত্মক। পুলিসের হাতে পড়লে বিশুর কেস ফেঁসে যাবে। শয়তানটাকে আমি ডবল প্যাঁচে ফেলবো। পুলিস তো ধরেইছে, টাকা খাইয়ে যাতে বেরিয়ে আসতে না পারে সে ব্যবস্থাও করব। চিঠিটা পোড়ানোই সব চেয়ে ভাল, আবার এও ভাবছি, এমন একটা চিঠি, চিরটা কাল কাছে রাখার মতো, পুড়ে যাবে! তুই এটাকে এমন ভাবে লুকিয়ে রাখ, যেন কারোর হাতে না পড়ে যায়। বিশটা বছরের মতো এটাকে গুপ্তধন করে রেখে দে।'

বড় মায়ের দেওয়া সেই সুন্দর বর্মী বাক্সের একেবারে নিচের তলায় সাত পাট কাগজে মুড়ে চিঠিটাকে রেখেছিলুম। সেই অবিস্মরণীয় চিঠি আজও আমার সঙ্গী। কালো কালির লেখা বাদামী হয়ে গেছে। ভাঁজে ভাঁজে ফেটে গেছে। মাঝে মাঝে দেখি আর মনে ভেসে ওঠে মির্জা গালিবের একটি দীবান :

সীনে কা দাগ হৈ বহ নালা কে লব তক ন গয়া।
খাক কা রিজক হৈ বহ কতরা জো দরিয়া ন হুআ ॥

মুখে যে আর্তনাদ ফোটে না, সেই আর্তনাদ বুকে দাগ কেটে বসে। যে জলকণা সমুদ্রে যায় না, মাটি তা শুষে নেয়।

কল্যাণ একটা জনমত তৈরি করে ফেললে। মাস্টার মশাইয়ের সুনাম, বিশুর দুর্নাম, মাঝে এই ঘটনা। অমলাদির দেরাজ থেকে বেরিয়েছে বিশুর যত অপকীর্তি। পুলিশ কি করল আর না করল দেখার দরকার নেই, পাড়ার সমস্ত লোক মারমার করে বিশুর পরিবারকে উৎখাত করে ছাড়ল। কফিনে শেষ পেরেকটা মারল কল্যাণ। মামলাটাকে তদ্বির তদারকি করে, পেছনে লেগে থেকে, সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করে বিশুকে জেলে পাঠাল। অমলাদির কেউ ছিল না। মামলা ধামা চাপা পড়ে যেত কল্যাণ না থাকলে।

কল্যাণ তারপর অদ্ভুত এক কাণ্ড করল। বলা নেই কওয়া নেই সব ছেড়ে ছুড়ে, সন্ন্যাসী হয়ে মিশনে চলে গেল। পাপের জগতটাকে আগে ভাল করে দেখে নিলে। দেখলে, নেই কিছু। আর পিছু ফিরে তাকানো নয়, একটা তীরের মতো সোজা লক্ষ্যে। কল্যাণের সঙ্গেই ছিল আমার প্রতিযোগিতা। কল্যাণ এক কথায় আমাকে মেরে বেরিয়ে গেল। সে এখন আলমোড়ায়। বিরাট এক সন্ন্যাসী। কি তার উজ্জ্বল কান্তি! মাঝে একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। আমাদের

www.BanglaBook.org

আশ্রমে এসেছিল বক্তৃতা দিতে। মুখ দিয়ে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে! গম্ভীর মুখচ্ছবি। ভক্তরা প্রণাম করছে। কুড়ি বছর আমেরিকায় ছিল। কল্যাণের জীবন আর আমার জীবনে অনেক ফারাক হয়ে গেছে। কল্যাণ অসীম এক সমুদ্র, আমি একটা ডোবা। দুষ্কর্মের কচুরিপানায় সামান্য যেটুকু জল তাও দেখা যায় না। জীবনের দিন মশার মতো জন্মেছে, ভনভন করেছে, মরেছে চপেটাঘাতে। সভার একপাশে দীন-হীনের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছি। টকটকে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী আমাকে চিনতে পারেনি। কল্যাণ বলত, মিনমিনে ধার্মিকের চেয়ে ডাকাবুকো পাপী অনেক ভাল। মিটমিটে আলোর চেয়ে অন্ধকার শ্রেয়। কল্যাণ বলত, জীবনের সিদ্ধান্তে এক কথায় আসতে হয়। জীবন সংসারীর হিসেবের খাতা নয়। পিট পিটে অক্ষরে চাল-ডাল-তেল-নুনের হিসেব। একজনের বউ কর্তাকে বললে, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। দেখ গে যাও, অমুকের সাতটা বউ, এক এক করে সব ত্যাগ করছে। এইবার সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হবে। কর্তা বললে, পাগলি! ওভাবে কেউ সংসার ত্যাগ করতে পারে না। সংসার কি করে ত্যাগ করতে হয় দেখ! কর্তা তখন কাঁধে গামছা ফেলে চান করতে যাচ্ছিল। গামছাটা পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই যে গেল আর ফিরে এল না। ঠাকুরের গল্পের জীবন্ত উদাহরণ কল্যাণ। বিকেলবেলা আড্ডা মারছিল আমাদের সঙ্গে। হঠাৎ পকেট থেকে সমস্ত পয়সা বের করে টেবিলের ওপর ফেলল। আমাকে বললে, বিলু গোন্। সেই পয়সায় চা আর ওমলেট খেলুম আমরা সবাই। খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে কল্যাণ বললে, তোরা বোস্ আমি একটা কাজ সেরে আসি। কল্যাণ আর ফিরে এল না। কল্যাণ হয়ে গেল স্বামী প্রমথানন্দ। সন্ন্যাসী হবার কথা ছিল আমার। আমি হয়ে রইলুম অঘোরানন্দ, সংসারের অচেতন ঘুমে।

ঝড় বয়ে গেল জীবনের ওপর দিয়ে। ছোটকর্তা একদিন ভারাক্রান্ত মনে বললেন, 'তোমাকে কঠিন কোনও কথা বলতে ইচ্ছা করে না। তোমার মুখটা এত করুণ! তবু আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে। কোনও কোনও মানুষের কাম একটু বেশি হয়। তুমি সেই দলেই পড়। তা পড়ে যখন গেছ করার কিছু নেই। তোমার কাছে আমার একটাই শুধু অনুরোধ, লেখা-পড়ায় অবহেলা কোরো না। পরে বিপদে পড়ে যাবে। নিজেকে গড়ে তোলো। শিক্ষা আর উপার্জন ছাড়া জীবন ছন্নছাড়া হয়ে যায়। নিজেকে বোঝাও। মনে মনে বলবে, আমি কোন বংশের ছেলে। প্রশ্ন করবে নিজেকে। নারাণকে আমি চ্যালঞ্জ করেছিলুম, বিলু ভাগ্যের হাত থেকে বেরিয়ে আসবে পুরুষকারের জোরে। তা

www.BanglaBook.org

যদি না পারো, তোমার পরাজয় মানে আমার পরাজয়। আমি তো তোমার সামনে আমার চরিত্র রেখেছি। সেই চরিত্র তো খুব মলিন নয়। চরম হতাশার দিনে পতনের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, মনের জোরে কেটে বেরিয়ে এসেছি। মনই সব। মনকে অহঙ্কারী করো। শক্ত করো। নিষ্ঠুর হও। স্বার্থপর হও। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা কমিয়ে দাও।'

অমলাদির মৃত্যুর পর সব সময় মনে হত, আমি একটা খুনী। সম্পর্ককে আমি অপবিত্র করেছি। মাস্টারমশাইয়ের ঋণ শোধ করেছি তাঁর বংশ লোপাট করে। কল্যাণ নেই যে আমাকে মেরামত করবে। বড় হয়ে গেছি, যুবক হয়ে গেছি। ছোটকর্তার সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। খুব একটা ডাকেন না। একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে এস্রাজের সঙ্গে গান। আগেকার দিনে মানুষ যেমন পতিত হত অপকর্মের জন্যে, আমিও যেন সেইরকম পতিত হলুম।

কি হত বলা মুশকিল! হয় তো একটা মদ্যপ, লম্পট হতুম। অকালে মারা যেতুম রাস্তার কুকুরের মতো। কেউ একজন তাঁর অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে আমাকে বাঁচালেন। রেবা আমাদের সঙ্গে পড়ত। আমি তখন মেয়েদের ভয় পাই। শত হস্ত দূরে থাকার চেষ্টা করি। আমি দুর্বল চরিত্রের ছেলে। কখন কি করে বসব, এই আমার ভয়। অনার্স কেমিস্ট্রির প্র্যাক্টিক্যাল করে বেরোচ্ছি। গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে রেবা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বন্ধুদের মুখে শুনেছিলুম মেয়েটি অহঙ্কারী। নিজের ডাঁটে থাকে। রূপের অহঙ্কার, বংশের অহঙ্কার। রেবার সঙ্গে ভাব করার জন্যে অনেকেই পাগল। রেবা পাত্তা দেয় না। ফলে সকলেই খেপে আছে।

রেবা একেবারে আমার সামনে। কেউ কোথাও নেই। আমি ভয়ে পাশ কাটিয়ে পালাতে চাইছিলুম। আমাকে হয় তো অপমানই করবে। কাল আমার প্রাণের বন্ধু অমল, আমার পাশে বসেই কাগজের গুলি পাকিয়ে রেবাকে মারছিল। কোনওটা ঘাড়ে, কোনওটা পিঠে, কোনওটা চুলে গিয়ে লাগছিল। দুটো ক্লাসের মাঝের ফাঁকটুকু সে এইভাবে ভরাট করছিল। খুব খারাপ লাগছিল ভয়ও করছিল। আমার ঘাড়ে দোষ না পড়ে। অমলকে বলেছিলুম, 'এটা কি ধরনের অসভ্যতা!'

'আমি ডেসপ্যারেট হয়ে গেছি। রেবাকে আমার চাইই চাই। হয় প্রেম, নয় মৃত্যু।'

'লেখা-পড়া করার জন্যেই তো কলেজে এসেছিস?'

www.BanglaBook.org

'প্রেমে পড়ে গেলে কি করব ?'

'রেবা তো তোর প্রেমে পড়েনি !'

'পড়তে হবে পারতে হবের মতো, পড়াতে হবে। সেইটাই আমার সাধনা।'

'যে পড়বে না তাকে জোর করে পড়াবি ?'

'যে ছেলে পড়ে না, তাকে জোর করে বাপ-মা পড়ায় কি না ?'

'তোর জীবনের উদ্দেশ্য কি ?'

'রেবার প্রেমে পড়া।'

সেই রেবা একেবারে আমার সামনে। একটা গাড়ি হঠাৎ সামনে এসে পড়লে মানুষ যেমন তাড়াতাড়ি সরে পালাতে চায়, আমিও সেইরকম পালাতে চাইলুম। রেবা আমার পথ আটকে দাঁড়াল। আমি হাত জোড় করে বললুম, 'বিশ্বাস করুন, আমি কিছু করিনি।'

রেবা খিল খিল করে হেসে বললে, 'জানি। ও সব অমলের কাজ। আপনার অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির নোটসগুলো দিন-কয়েকের জন্যে দেবেন ! তা না হলে আমি ফেল করে মরবো।' আমার বুকে সেতার বেজে উঠল। রেবার মতো অহঙ্কারী মেয়ে আমার নোটস চাইছে। অর্গ্যানিকে আমার সুনাম আছে। রোজ রাতে ছোটকর্তা দু'তিন ঘণ্টা করে আমাকে তালিম দেন। আমি একেবারে গলে গিয়ে বললুম, 'নিশ্চয় দোবো।'

হাতের আঙুল তুলে রেবা বললে, 'একটা সর্ত। বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। কেউ যেন জানতে না পারে। কাল কলেজ ছুটির পর, নকুড়ের দোকানের সামনে একা দাঁড়াবেন। আমি ঠিক সময়ে এসে যাবো।' এখনও মনে আছে, সারাটা রাত আমার স্বপ্নে কেটে গেল। এই তো প্রেম। প্রেমই তো ! কিছুদিন আগে বিলেত থেকে একটা বই আনিয়েছিলুম, ফেনারের অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি। মোড়ক খুলে পাতা ওল্টাচ্ছি। মাঝামাঝি জায়গায় সাদা পাতার ওপর শুয়ে আছে লম্বা, সোনালি একটা চুল। তখন রাত প্রায় দশটা। ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে গেলুম। মন চলে গেল ইংল্যান্ডে। নীল স্কার্টস আর সাদা ব্লাউজ পরা এক রূপসী। মাথা ভর্তি সোনালি চুল। সেই চুলের একটা উড়ে এসেছে এই সাগরপারে। চুল থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে শিল্পীর দক্ষতায় আমি এক নারীমূর্তি তৈরি করে ফেললুম। সে হাঁটছে, চলছে। কথা বলছে, হাসছে। নীল নয়না এক বিদেশিনী। বইটার মূল্য বেড়ে গেল। নীরস কেমিস্ট্রি নয় সরস কাব্য। মন এক অদ্ভুত বস্তু। সেই সোনালি চুল আজও আমার সংগ্রহে আছে। কোথায় সেই রমণী আর কোথায় আমি। বহে গেছে অর্ধশতাব্দী। সে কোনও

www.BanglaBook.org

দিন জানল না পৃথিবীর একপ্রান্তে তার একটি চুল কবিতা হয়ে আছে। সে হয় তো কবরে, সাসেক্স কি এসেক্সে।

রেবা আমাকে একান্তে ডেকেছে। নিজেকে এতদিন পাপী এক লম্পট বলে মনে হচ্ছিল। আমি আমার পবিত্রতা আবার ফিরে পেলুম। রেবা আমার প্রেমে পড়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। ওই সুন্দরী খ্রীশ্চান কন্যার পেছনে তখন লাইন লেগে গেছে। প্রেম আর মাছ ধরা তো প্রায় এক জিনিস। যারা ভাল খেলাতে পারে, দামী হুইলে যাদের অনেক সুতো তারাই খেলিয়ে তুলতে পারে বড় মাছ। যে কোনও কারণেই হোক আমাকে ভাল লেগেছে রেবার। সেই রাতে ভাবতে বসেছিলুম, এই ভাল লাগাটা কি করে স্থায়ী করা যায়! আরও ভাল কি করে লাগান যায়! লেখা-পড়ায় আরও ভাল হতে হবে। ফার্স্টক্লাস পেতে হবে। অদ্ভুত সুন্দর রোমান্টিক একটা চরিত্র তৈরি করতে হবে। আর আর যা গুণ মানুষ ভালবাসে সেই সব গুণ অর্জন করতে হবে। একটি মাত্র আহ্বানে রেবা আমার প্রকৃত সুর ছুঁয়ে গিয়েছিল। সেতারের ঠিক তারটি সে স্পর্শ করেছিল। আমি তার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ। সে আমাকে এই দয়াটুকু না করলেও পারত। কোনও প্রয়োজনই ছিল না। একেই বলে কৃপা।

যথা সময়ে নকুড়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। জীবনের প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ভয়, উৎকণ্ঠা, লজ্জা। যে-সময়ের কথা বলছি, প্রেম সে-সময়ে একালের মতো এমন ছ্যাঁ-ছ্যা হয়ে যায়নি। আমাদের ইয়ারে তখন সাতটি মাত্র মেয়ে। তাদের মধ্যে একজন আবার বিবাহিতা। কড়া পাহারায় কলেজে আসে, কড়া পাহারায় বাড়ি ফেরে। জমিদার বাড়ির বউ। পাইক-বরকন্দাজের ব্যাপার। একটা গাড়ি আসে। ড্রাইভারের পাশে বসে থাকে পাগড়ি বাঁধা এক পালোয়ান।

রেবা সেদিন কলেজে আসেনি। ধরেই নিয়েছিলুম, আমাকে তাপ্পি দিয়েছে। মেয়েরা অমন করতেই পারে। ছেলেরা নিজেদের যতই চালাক ভাবুক আসলে তারা, বোকাপাঁঠা। প্রেমের টোপ গিলে শেষ পর্যন্ত দড়ির আগায় ঝোলে। তবু গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার পেছনে কলকাতার বিখ্যাত দোকানের শো-কেস। বড়-বড় সন্দেশ সাজানো। দাঁড়িয়েই আছি। প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল। নিজের বোকামিতে নিজেরই হাসি পাচ্ছে। অমলের বন্ধু আমি। আমাকে দিয়ে অমলকে শিক্ষা দিচ্ছে রেবা। লোভনীয় সন্দেশের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। শোকেসের সন্দেশ। পয়সার জোর থাকলে কিনে খাও। আগে অর্থ পরে ভোগ। আমার এক পাড়ার বন্ধু, আমাদেরই পাড়ার এক সুন্দরী মেয়েকে দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির বাবা ছিলেন গভার্নরের এ-ডি-কং। যেমন

www.BanglaBook.org

চেহারা, তেমন ডাঁট, তেমন ক্ষমতা। একদিন খপ করে আমার বন্ধুর হাত চেপে ধরে বলেছিলেন, 'তুমি আমার জামাই হতে চাও ?' সে তো ঘাবড়ে গেছে। ভয়ে ঢোঁক গিলছে। 'আমার মেয়ের এই শাড়িটা দেখেছো ? কত দাম জানো ? সাত শো। এইটা ওর আটপৌরে শাড়ি। আজ কি খেয়েছো ? বলো, বলো, চুপ করে থেকো না।'

আমার বন্ধু ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'ডাল, ভাত, পোস্ত।'

'আমার মেয়ে সারাদিনে কি খায় জানো ? ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার।'

গড়গড় করে তিনি একটা ফিরিস্তি দিয়ে বললেন, 'নজরটা বড় উঁচুতে তুলেছ। তোমার স্তরেই থাকার চেষ্টা করো। যাও।'

অপমানে আমার বন্ধু কেঁদে ফেলেছিল। মেয়েটা কিন্তু তাকে ভালবেসেছিল। হাবভাবে আমাদের অন্তত তাই মনে হয়েছিল। ছেলেটাও অসম্ভব ভাল ছিল। একেবারে খাঁটি সোনা। জীবনে সে অনেক বড় হয়েছিল। তার সময়ের সে একটা নাম। ওই এ-ডি-কণাকে কে মনে রেখেছে ! কে খবর রেখেছে তার মেয়ের ! আমার সেই বন্ধুকে লোকে এক নামে চিনবে। সে বিয়ে করেছিল নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘরের এক মেয়েকে। ভীষণ সুখী হয়েছিল।

যখন অধৈর্য হয়ে চলে যাবো ভাবছি রেবা এল হন্তদন্ত হয়ে। চুল উড়ছে। মুখ বিষন্ন। রেবার মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রোগশয্যা পৃথিবীর কত প্রেমকে পাকা করেছে তার কোনও ইতিহাস আছে !

রেবা সেদিন আর আপনি বললে না, বললে, 'চলো, আমরা কোথাও যাই। মনটা ভীষণ ভারি হয়ে আছে।'

'মায়ের অসুখের জন্যে ?'

'আরও অনেক কারণ আছে। সে সব তোমাকে পরে একটু একটু করে বলব। তোমাকে আমি বলতেই চাই।'

তখনও সিনেমার বিকেলের শো শুরু হতে দেরি ছিল। আমরা দুটো টিকিট কেটে ঢুকে পড়লুম। সেই সন্ধ্যায় রেবার পাশে বসে যে ছবি দেখেছিলুম, মনে আছে আজও। মধুর স্মৃতি মূল্যবান অলঙ্কারের মতো স্মৃতির লকারে চলে যায়। ছবিটা ছিল হাঞ্চ ব্যাক অফ নোতরদাম। বিখ্যাত অভিনেতা লন চ্যানি। হাফটাইমে রেবা সল্টেড বাদাম খেতে চাইল। সিনেমার লবিতে বেরিয়েই পড়ি কি মরি করে ফিরে যেতে হল। অমলও এসেছে সিনেমা দেখতে। আমাদের অনুসরণ করে কি না, কে জানে !

রেবা বললে, 'জানতুম, ও আমাদের ফলো করবে। উন্মাদ হয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

নিজেরই ক্ষতি করবে।'

'তোমাকে তো প্রায় এক ডজন ছেলে ভালবাসে। তুমি কারোকেই পাত্তা দিলে না, আর আমার সঙ্গে বসে সিনেমা দেখছ। আমার মাথায় কিছুই আসছে না।'

'আমারও আসছে না। তবে বিজ্ঞানের ছাত্র আমরা। ভাইব্রেশান থিওরি দিয়ে বুঝতে গেলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়, তোমার আর আমার মনের বোধহয় একই ওয়েভলেংথ। ওই এক ডজনের একটাকেও আমার ভাল লাগে না। সব কটা হল বুল।'

রেবা ঘাড় দুলিয়ে হাসল। ওর খোলা চুল আমার মুখ ছুঁয়ে গেল।

এতখানি বয়েস হল আমার তবু মনের বয়েস বাড়ল না। এখনও আমি পঞ্চাশ সালের পথ ধরে হাঁটছি! কোথায় আমার পরকালের চিন্তা করব, তা নয়, সুন্দরী রেবা পাশে বসে এলো চুলের ঝাপটা মারছে। জীবনের গদ্য জীবনের কবিতাকে ছারপোকার মতো টিপে মারতে পারছে না। রেবা যে স্বপ্ন বুনে গিয়েছিল, সেই স্বপ্ন থেকে জীবনের বাস্তবে বেরোতে পারছি না কেন! স্বপ্ন নিয়েই মরব না কি, আর এক স্বপ্নে জেগে উঠতে!

সিনেমা ভাঙার পর আলোকিত কলকাতার পথ ধরে আমাদের ফেরার পালা। ট্রাম তখন প্রায় যাত্রীশূন্য হয়ে এসেছে। রাতের আর এক কলকাতা তখন চোখ খুলছে। ময়দানে পাক মারছে স্বপ্নের ফিটন গাড়ি। পার্ক স্ট্রিটের দামী রেস্তোরাঁর বাইরে শৌখিন স্ত্রী পুরুষের ভিড়। খ্রাইসলার আর বুইক গাড়ি তখনও ছিল। রাতের মহিলারা তাদের এলাকায় টহল দিয়ে ফিরছে। ফুলঅলা ফুল বিক্রি করছে। হাতে মালা জড়িয়ে রূপসী রাত ধরছে। এই সবের মধ্যে দিয়ে ঘোরলাগা চোখে ভেসে চলেছি রেবা আর আমি। পৃথিবীটা হঠাৎ যেন আমাদের দু'জনের হয়ে গেছে। আমরাই মালিক। সৃষ্টি-স্থিতির বিধাতা।

পরের দিন রেবার মাকে দেখতে গেলুম। সুন্দর, স্বপ্নময় একটা বাড়ি। জানালার কাঁচে কারুকাজ করা ছবি। নানান রঙ। যীশুর জীবনকাহিনী। গোটা বাড়িটায় খেলা করছে গীর্জার পরিবেশ। চেনে বাঁধা সাদা, মুখ ভোঁতা একটা কুকুর গমগম করে ডাকছে। ধবধবে সাদা বিছানায় তিন থাক সাদা বালিশে পিঠ রেখে শুয়ে আছেন রেবার মা। দেখেই চমকে উঠলুম। অবিকল আমার বড় মায়ের মতো দেখতে। আর সেই একই অসুখ। মেরুদণ্ডের মজ্জা শুকিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। এ অসুখ তো আমার চেনা এর পরিণতিও তো আমার জানা।

www.BanglaBook.org

অসম্ভব রকমের ফর্সা দুটো হাত তুলে মহিলা আমাকে বলেছিলেন, 'এসো। রেবার মুখে তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি।'

আমারও কথা ছিল। এখন ভাবি আর অবাক হই। শুকনো মেঘেও তাহলে জল ছিল দু'চার ফোঁটা।

রেবার বাড়িতে যতবারই গেছি তার বাবাকে দেখিনি। রেবার মাকে ঘিরে বসেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা গল্প করেছি। রেবাদের আয়া আমাদের খাবার দিয়ে গেছে। নিউ টেস্টামেন্ট পড়া হয়েছে। রেবাদের এক পারিবারিক বন্ধু এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ম্যাজিক দেখিয়েছেন। রেবার বাবা কোথায়। জিজ্ঞেস করার সাহস হত না।

একদিন বিকেলে ঘোর ঘনঘটা বৃষ্টি নামল। কলকাতা ভেসে গেল। বিদ্যুৎ চলে গেল। রেবাদের বাড়িতেই থেকে যেতে হল সে-রাতে। অন্ধকারে বসে আছি দু'জনে। বাতিটা নিবে গেছে জ্বলে জ্বলে। জানালার কাজ করা কাঁচের ওপারে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। যতক্ষণ বাতি জ্বলছিল ততক্ষণ আমরা পড়েছি। রেবা আমাকে ক্যালকুলাস পড়িয়েছে, আমি রেবাকে পড়িয়েছি কেমিস্ট্রি। দু'জনেই তখন ক্লান্ত। ডাক্তার এসে রেবার মাকে ইনজেকসান দিয়ে গেছেন। তিনি ঘুমোচ্ছেন।

রেবা টেবিলের ওপর থেকে মাথা তুলে বললে, 'একটা গল্প শুনবে?'

'কার গল্প। পরানদিদির?'

'আমার গল্প। আমার জীবনের গল্প।'

জীবনের গল্প যে কত রকমের হতে পারে! সেই রাতে জেনেছিলুম রেবার পিতার রহস্য। রেবার বাবা তখন যাবজ্জীবন কারাবাসে। ফাঁসিই হত। কলকাতার এক বড় ব্যারিস্টার টেম্পরারি ইনস্যানিটির ফাঁক দিয়ে আসামীকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যে ঘরে বসেছিলুম ঘটনাটা না কি সেই ঘরেই ঘটেছিল। আমি যে চেয়ারটায় বসেছিলুম, নিহত ব্যক্তি না কি সেই চেয়ারেই বসেছিল। রেবা যে চেয়ারে বসেছিল রেবার বাবা বসেছিলেন সেই চেয়ারে।

রেবা যখন বললে, 'ইট ওয়াজ ব্লাড অ্যান্ড অল ব্লাড'। তখন আমি রেবাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরেছিলুম। বাতি নেবা অন্ধকার ঘর। বাইরে দুর্যোগ ভরা আষাঢ়ের আকাশ। থেকে থেকে বিদ্যুতের নীল হাসি। ভয় তো করবেই। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছি আমি। একপাশে একটা ডিভান ছিল সেইখানে গিয়ে বসলুম দু'জনে।

রেবার বাবা যাকে খুন করেছিলেন সে ছিল রেবার গৃহশিক্ষক। রেবা তখন

www.BanglaBook.org

দশম শ্রেণীর ছাত্রী। ভদ্রলোক একজন স্কলার ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর প্রভূত সুনাম ছিল। রেবা তখন বিলিতি কাটের ফ্রক পরে। দেখতে সুন্দরী। রেবার বাবা উন্মাদ হয়েছিলেন, না শিক্ষকমশাই? কোনও কোনও মানুষ নিজেকে সামলাতে পারে না। ভদ্রলোক ছিলেন সেইরকম এক বেসামাল মানুষ। পড়ানো ছেড়ে তিনি রেবার শরীরের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ভেবেছিলেন খ্রীশ্চান পরিবার। তার এই স্বাধীনতা এরা মেনে নেবে। রেবা পুরোপুরি না বললেও ঠারে ঠোরে তার বাবা-মাকে বলেছিল। তাঁরা প্রথমে বিশ্বাস করেননি। ভেবেছিলেন, রেবার বুঝতে ভুল হচ্ছে। ছাত্রীর প্রতি শিক্ষকের একটা স্নেহ থাকতেই পারে। মেয়েকে তাঁরা বকেছিলেন। বলেছিলেন, তোমার মধ্যে পাপ জাগছে। প্রে টু গড। ব্যাপারটা বাড়তেই লাগল। ঘটনার দিন শিক্ষক মহাশয় রেবাকে একেবারে জাপ্টে ধরেছিলেন। সেদিন তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ। আর ঠিক সেই সময় মাইনের টাকা দেবার জন্যে রেবার বাবা হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছেন। শিক্ষক মহাশয়ের তখন ক্ষিপ্ত অবস্থা। রেবার ফ্রকের সমস্ত বোতাম খুলে ফেলেছেন। চোখের সামনে নিজের মেয়েকে বিড়ম্বিত হতে দেখলে কোন পিতার মাথার ঠিক থাকে। ড্রয়ারের ওপর ছিল ভারি এক বাতিদান। এক আঘাতেই মাথা চুরমার। ভদ্রলোক মিনিট পনের ছটফট করে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে চিরবিদায় নিলেন। ওই সময়ে রেবার বাবার আসার কথা নয়, নিয়তি তাঁকে টেনে এনেছিল। তিনি না এলে কি হত! রেবাকে এটা সহ্য করতে হত। মেয়েদের জীবনে এই ধরনের বিড়ম্বনা আসবে না, এমন কথা জোর গলায় বলা যায় না। একটি মানুষের ক্ষণ আবির্ভাবে দুটো পরিবার বিপর্যস্ত হল। সেই শিক্ষক নিজের পরিবারের মুখে চুনকালি মাখিয়ে অপঘাতে মারা গেলেন। রেবার বাবা সোজা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। একটা স্কাউন্ড্রেলকে আমি খুন করে এসেছি। অ্যারেস্ট মি। ইন ডিফেন্স আমার কিছু বলার নেই। আই হ্যাভ ডান ইট।

রেবার গলা ধরে এল, 'আমার জন্যে আমার বাবার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। যখন টার্ম শেষ করে বেরিয়ে আসবেন, তখন একেবারে বৃদ্ধ। বেস্ট পার্ট অব হিজ লাইফ ইজ গন। বাই দ্যাট টাইম আমার মা-ও চলে যাবেন। সেই থেকে আমার একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি এসে গেছে। ছেলেদের দেখলেই মনে হয় ষাঁড়। একটা বুল। যদি কোনও ছেলে আমার মনকে ভালবাসে তবেই আমার মরুভূমিতে ফুল ফুটবে। চোখের সামনে সেই খুন দেখে আমার রক্তেও খুনের নেশা ঢুকে গেছে। জানো তো সেই লোকটার থেঁতলানো মাথা আমার খোলা বুকে ঢলে পড়েছিল।'

www.BanglaBook.org

রেবা আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সে কাঁপছিল। কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, 'তুমি আমাকে ভালবাসো। প্লিজ লাভ মি। আমি রক্তে চান করেছি। আমি উইচ। আমি ডাইনী।' সেই অন্ধকার ঘর। নীল বিদ্যুৎ। জানালার কাঁচে বাইবেলের চরিত্র স্পষ্ট হয়েই পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে আঁধারে। বহুবর্ণের আলোর ঝলকে রেবার মোমের মতো সুন্দর মুখ শেকসপীয়ারের নাটকের চরিত্রের মতো থেকে থেকে স্পষ্ট হচ্ছে। তখন আমরা ম্যাকবেথ পড়ছি, হ্যামলেট পড়ছি, কিং লিয়ার পড়ছি। রেবার হাত আমার শরীর খাবলাচ্ছে। তার আঙুলগুলোকে মনে হচ্ছে থাবা। অমন ভয়ের রাত আমার জীবনে আর আসেনি। সাইকোলজি আর সেক্স দুটো শব্দকেই আমি ভয় পাই। এই দুইয়ের খেলায় মানুষ কি না করতে পারে!

রেবার হাবভাব হঠাৎ পালটে গেল। কাঠ হয়ে বসে আছি। একপুরুষের অপরাধে আর এক পুরুষকে হত্যা করবে না তো! আমার রক্ত! আমার গলায় আঙুলের লম্বা লম্বা নখ বসে যাচ্ছে। কাপালিক নরবলি দেয়। আমি কি কাপালিকের পাল্লায় পড়লুম! শেষে প্রায় কেঁদেই ফেলি, 'রেবা আমার ভীষণ ভয় করছে।'

রেবার শরীর শিথিল হল। ঘামে শরীর ভিজে ভিজে। আমার গলায় নখ বসে গেছে। জ্বালা করছে ভীষণ। রেবা উঠে গিয়ে একটা জানালা খুলে দিল। এক ঝলক ভিজে বাতাস ঢুকে পড়ল ঘরে। রেবা আমার কাছে সরে এল,

'খুব ভয় পেয়েছো?'

'পেয়েছি। মনে হয়েছিল তুমি আমাকে খুন করছ। তোমার নখ গভীর হয়ে আমার গলায় বসে গেছে।'

কেউ যদি কারোর মৃত্যুর কারণ হয় আর সেই মৃত্যু যদি তার চোখের সামনে ঘটে তাহলে তার মনের সুস্থতা বোধকরি এইভাবেই হারিয়ে যায়! ক্ষণে, ক্ষণে তার মনের রূপ পাল্টায়। সেই শয়তান শিক্ষকের কি এতটুকু বোধবুদ্ধি ছিল না! আমার সেই গবেষণার প্রয়োজন নেই।

রেবা ছিল অসাধারণ ভাল ছাত্রী। আমি তার নখেরও যোগ্য ছিলুম না। আমার মধ্যে সে একটা প্রতিযোগিতার ভাব এনে দিয়েছিল। রেবার কাছে যেন আমি হেরে না যাই। রেবার মা বলতেন, 'তোমার মতো আমার যদি একটা ছেলে থাকত!'

রেবা বলত, 'সান ইন ল' করবে না কি?'

বেশ বুঝতে পারতুম, রঙ্গ-রসিকতা করছে, বই পড়া হচ্ছে, ম্যাগাজিন আসছে,

www.BanglaBook.org

রেকর্ডপ্লেয়ারে গান বাজছে। প্যাটিবুনের গলা ; কিন্তু ! একটা পুতুল ভেঙে যাবার পর আঠা দিয়ে জোড়া লাগালে যা হয় পরিবারের সেই অবস্থা। অবচেতনে সেই বোধ লেগে আছে। মুছে ফেলা যাচ্ছে না যাবেও না। ভুল করে বা বন্ধুভাবেও রেবার কাঁধে হাত রাখলে চমকে ওঠে। এক ঝটকায় কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দেয়। মুখের চেহারা কঠিন হয়। একমাত্র রেবার যখন নিজের ইচ্ছে হবে, যখন তার মুড আসবে তখন সে আমার ঘাড়ে পড়বে। পিঠে হেলান দিয়ে বসবে। আমার আঙুল মটকে দেবে। আমার আঙুলে মায়ের দেওয়া যে-আংটিটা ছিল সেটা খুলে নিয়ে নিজের লম্বা ফর্সা আঙুলে পরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখবে আর বলবে, বেশ মানিয়েছে তো ! হঠাৎ একটা চিরুনি এনে আমার হাতে দিয়ে বলবে, চুলটা আঁচড়ে দাও তো দেখি কেমন পারো। বিশাল লম্বা লম্বা চুল ছিল রেবার। মনে হয়েছিল, এ কি অদ্ভুত আবদার। দুপুরবেলা। চড়া রোদে ঝিম মেরে আছে বাইরের প্রকৃতি। দোতলার ঘরে আমি আর রেবা। নিচের ঘরে শুয়ে আছেন রেবার মা। আমাদের সামনে বর্মাকাঠের লম্বা একটা টেবিল। ছড়ানো রয়েছে আমাদের বই খাতা পেনসিল। কোনওদিকে মন না দিয়ে কম করে দু'ঘন্টা সাংঘাতিক লেখাপড়া হয়েছে। এইবার রেবা একটু সাজবে। তারই প্রাথমিক পর্যায় চুলের পরিচর্যা। চকচকে সিল্কের মত চুল। চিরুনির হাতল রুপো মোড়া। ঝাউগাছের পাতায় বাতাস বইলে যেমন শব্দ হয়, চুলে চিরুনি চালানোর সময় সেইরকম শব্দ হচ্ছে। কবিতার মতো এমন অভিজ্ঞতা জীবনে আর কখনও হয়নি। এক একটা করে দিন যাচ্ছে আর ক্রমশই আমি রেবার দিকে সরে আসছি। রেবার ভাল লাগার কারণ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। বিষণ্ণ প্রকৃতির, নরম একটা ছেলের প্রয়োজন ছিল তার জীবনে। যাকে যেভাবে খুশি ব্যবহার করা যায়। আমি সেইরকম এক চরিত্র ছিলুম। পালিশ করা দেয়ালে রেবার বাবার একটা ছবি ঝুলত। সেইদিকে প্রায়ই তাকিয়ে থাকতুম। সুন্দর চেহারার এক পুরুষ। কোট পরা। গলায় নেকটাই। বিলিতি ধাঁচের চুল। রেবা আর তার মায়ের কথায় মনে হত, মানুষটি এদের শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। অতটা ক্ষিপ্ত না হলেও চলত। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। যতই হোক, তরতাজা একজন মানুষকে একেবারে মেরে ফেলাটা বেঠিক কাজ হয়েছে। মানুষটি খুনী। ভদ্রলোকের জায়গায় নিজেকে ভাবার চেষ্টা করি আমি। আমার সামনে আমার মেয়েকে যদি কেউ জোর করে ভোগ করার চেষ্টা করত, তাহলে আমি কি করতুম !

রেবাদের বাড়িটা ছিল ছবির মতো। মনে হত সারা দিন থাকি। আমাদের

www.BanglaBook.org

বাড়ি তখন সব ছিরিছাঁদ হারিয়ে ফেলেছে। কখনও তার আশ্রমের চেহারা, কখনও ধর্মশালার। ললিতার কর্তৃত্ব, ছোটকর্তার উদাসীনতা, দুয়ে মিলে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। ছোটকর্তার জীবনদর্শন; যা অনিত্য তার জন্যে সময় নষ্ট করা অর্থহীন। ললিতার দর্শন, আমি কে ? আমার তো কোনও অধিকার নেই। একটা অধিকার জন্মাবার চেষ্টা করেছিল সে, ছোটকর্তাকে অধিকার করে। যা হবার নয়, তা হয় কি করে ! আমার ওপর তার রাগ ভীষণ। বাড়া ভাতে আমিই না কি ছাই দিয়েছি। আমি না থাকলে নতুন একটা সংসারের পত্তন হত। তার ভীষণ রাগ মাতামহের ওপর। কথায় কথায় বলত, বুড়োটা। ভোগীটা। কৃপণটা। ভণ্ডটা। মাতামহ ছিলেন দেবতার মতো। কিছুই গ্রাহ্য করতেন না তিনি। আমার আর ছোটকর্তার প্রতি ছিল তাঁর অসীম স্নেহ। ছোটকর্তাকে নিজের ছেলের চেয়েও ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন।

এই রকম একটা ছন্নছাড়া অবস্থায় রেবাদের বাড়িটা আমার মনে হয়েছিল মরুদ্যানের মতো। এই এত বয়সে এসে পেছন ফিরে যখন তাকাই তখন মনে হয় এতটা পথ আমি এসেছি ছায়াহীন এক মরুভূমির পথ ধরে। সাদা রেখার মতো পড়ে আছে আমার অতীত। সন্ধেবেলা আমি আর রেবা বিছানায় মায়ের দু'পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের গল্প চলত। হঠাৎ চলে আসতেন রেবার ম্যাজিসিয়ান মামা। প্রচুর খাবারদাবার নিয়ে। তাঁর নিঃশ্বাসে হালকা মদের গন্ধ। ঘরে একটা অর্গান ছিল। রেবা সেটা বাজাত, আর তিনি গান গাইতেন। ভারি গলায় ইংরেজি গান। এমন খোলা, পরিষ্কার মনের মানুষ আমি আর দেখিনি।

রেবা মাঝে মাঝে আমাকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেত। খাওয়া নয় পরিবেশটা উপভোগ করার জন্যে। দামী রেস্তোরাঁর নরম আলো। সাদা টেবিল ক্লথ ঢাকা কোণের টেবিল। একটা কাটলেট। খুব সুগন্ধী এক কাপ চা। ঝকঝকে কাঁটা আর চামচ। চারপাশে সুখী সুখী মানব-মানবী। তুলতুলে চেহারা। মুখে আভিজাত্য। জগতের খামে আর এক গোপন জগৎ।

ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পর অমল একদিন আমাকে চেপে ধরল,

'বলতে পারিস তোর মধ্যে কি এমন আছে, যা আমার মধ্যে নেই ?'

'পারি। আমার মধ্যে একটা বোকা আছে যা তোর মধ্যে নেই। তুই অনেক বেশি উজ্জ্বল বুদ্ধিমান।'

'আমি যে রেবাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি।'

'রেবা জানে।'

'তাহলে আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয় না কেন ?'

www.BanglaBook.org

'কি করে বুঝলি দেয় না। আমার সঙ্গে মেশে কেন জানিস !' আমাকে করুণা করতে চায়। আমি হলুম রেবার খেলার পুতুল। প্রেমিক নই।'

অমল আমার কথা প্রায় বিশ্বাস করেই ফেলেছিল, হঠাৎ রেবা এসে আমার হাত ধরে বললে, 'কি বাজে সময় নষ্ট করছ ? আজ আমাদের নিউমার্কেটে যাবার কথা না !'

আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। অমল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গাছতলায়। আমি সেই মুখ কোনও দিন ভুলতে পারব না। অমল ছিল প্রকৃত সুন্দর। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। বাঁশির মতো নাক।

পরের পরের দিন সেই যুগের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল। ভোরবেলা এক প্রবীণ মানুষ হেদোতে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, একটা বেঞ্চে একটি যুবক বসে বসে ঘুমোচ্ছে। ভারি সুন্দর চেহারা। ভদ্রলোক তিন, চার পাক মারার পর ভাবলেন, ছেলেটিকে জাগানো উচিত। এমন একটা সকাল, বেড়াতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারা। তিনি কয়েকবার ডাকাডাকি করে সাড়া পেলেন না। তখন মৃদু ধাক্কা দিলেন। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে পড়ে গেল।

আমাদের কলেজ বন্ধ হয়ে গেল সেদিনের জন্যে। ডক্টর মিত্রের অতি প্রিয় ছাত্র অমল আত্মহত্যা করেছে। ফিজিক্স আর ম্যাথমেটিক্সে অমল ছিল সেরা। ডক্টর মিত্র কেঁদেই ফেললেন। প্রিয় ছাত্র চলে গেল। তিনি শোকসভায় বললেন, 'একেই বলে ভাইস অফ কো-এডুকেশন'। অমল কোনও কিছু লিখে যায়নি। স্রেফ চলে গেল। কোথা থেকে একটু পোটাসিয়াম সায়ানাইড যোগাড় করেছিল। শেষ দেখা অমলের মুখচ্ছবি আজও আমার মনে ভাসে। বার্ধক্যে অতীত আবার ফিরে আসে ঘটনাপুঞ্জ নিয়ে। একটা মানুষের পায়ের তলা থেকে হঠাৎ জমি সরে গেলে যে নিরালম্ব ভাব হয় অমলের মুখে সেদিন আমি ওই ভাবই দেখেছিলুম।

রেবা বলেছিল, 'এইটাই আমি চেয়েছিলুম। আমি দেখতে চাই আমার জন্যে ক'জন মরে ! দু'জন হল। এক ডজনে আমি তুলব। এক একটা মৃত্যু আমার এক একটা পালক। এক একটা ট্রফি। এক একটা শিকার।'

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলুম রেবার মুখের দিকে। আশ্চর্য নারী চরিত্র !

ক্লাসে অমল আমার পাশে বসত। তার থাকার চেয়ে না থাকাটাই আমার জীবনে স্পষ্ট হয়ে আছে আজও। অমল নেই। সংক্ষিপ্ত একটা জীবন শেষ করে চলে গেল। অমলের জীবন-পরিকল্পনাটা ছিল বিরাট। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে আমেরিকায় যাবে। সেখানে নিউক্লিয়ার ফিজিকস পড়বে। বিদেশের

www.BanglaBook.org

বিশ্ববিদ্যালয়ের একগাদা প্রসপেক্টাস তার সঙ্গেই ঘুরত। সেইগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্পনায় চলে যেত সেই সব জায়গায়। পিটস্‌বার্গ, ফিলাডেলফিয়া, লস এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়া। আমি এখনও দেখতে পাই, পার্কের বেঞ্চে অমল শুয়ে আছে। যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা হাত ঝুলে আছে ঘাসে ঢাকা জমি ছুঁয়ে। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের এক কণা হাসি। পুলিসের কালো গাড়ি এসে অমলকে নিয়ে চলে গেল। অমল হস্টেলে থাকত। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ভক্ত ছিল। কোনও একটা দুর্বল ফোকর দিয়ে রেবা ঢুকে পড়েছিল তার মনে। রেবার এক সাংঘাতিক আকর্ষণ ছিল। কয়েকজন অধ্যাপকও টাল খেতে, খেতে বেঁচে গিয়েছিলেন। অমলকে আমরা নিমতলায় নিয়ে গেলুম সেই সন্ধ্যায়। অমল পুড়ছে। রেবার আগুনে পুড়ে গেল সম্ভাবনাময় এক যুবক। হাহাকার করতে করতে ফিরে গেলেন তার বাবা আর মা। সারা কলকাতার ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়ল রেবার খ্যাতি। রেবা এক নায়িকা। রেবার ওই মন্তব্যের পর আমার মনে অদ্ভুত একটা ভয় এল। রেবাদের সেই ঘর, যে-ঘরে সেই খুনটা হয়েছিল, সেই ঘরটাই ছিল রেবার সবচেয়ে প্রিয় আস্তানা। সন্ধ্যার পর ওই ঘরে বসতে আমার গা ছমছম করত। মাঝেমধ্যে লেখা-পড়ার ফাঁকে রেবা যখন কিছুক্ষণের জন্যে উঠে চলে যেত, তখন মনে হত উলটো দিকের চেয়ারে রক্তাক্ত এক মানুষ বসে আছে। বসে বসে হাসছে। বলছে, পড়ো, পড়ো, প্রেমে পড়ো। বর্ষার এক প্রবল রাতে বাড়ি ফিরতে পারিনি। আমার শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, ওই ঘরেরই ডিভানে। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। রেবা বলেছিল, আমিও তোমার সঙ্গে শোব। ভয় নেই। রেবা আর আমি একঘরে সারা রাত! সে তো আরও গা ছমছমে ব্যাপার। কত কি হতে পারে! নিজেকে যদি ধরে রাখতে না পারি! রেবা যদি ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে খুন করে! সম্ভব, অসম্ভব, অদ্ভুত সব চিন্তা খেলে গেল মনে। এখন যখন একান্তে বসে বসে ভাবি, দেখি, আমার জীবন ভয়ে ভরা। সারাটা জীবন ভয়ে ভয়েই কেটে গেল।

নীল কাঁচের জানালাঘেরা সেই ঘরটাকে মাঝে মাঝে মনে হত বিষাক্ত ঘর। রেবা আসার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। রাতের কোনও এক সময়ে ছম্ করে ঘুম ভেঙে গেল। একটা অস্বস্তি। ভয়ে ভয়ে এপাশে, ওপাশে তাকাতে গিয়ে আঁতকে উঠলুম। আমার মাথার কাছে সাদা একটা মূর্তি। চোখ, মুখ, কান, হাত-পা কিছুই নেই। সাদা একটা অবয়ব। সমস্ত শরীর হিম অবশ। মূর্তিটা ক্রমশই ঝুঁকে আসছে আমার দিকে। আমি মা বলে চিৎকার করতে চাইলুম।

www.BanglaBook.org

গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা স্বর বেরলো মাত্র। সাদা মূর্তি সটান আমার শরীরে এসে পড়ল। ফিসফিস কণ্ঠস্বর, 'সত্যিই তুমি ভীষণ ভীতু'! রেবার গলা। আমি ধড়মড় করে উঠে বসতে গেলুম। পারলুম না। 'আমি ভূত' বলে রেবা আমাকে বিছানায় চেপে ধরল।'

অমলের আত্মহত্যার পরেই আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল। কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। এই সময় রেবা আমাকে হঠাৎ একদিন একটা কথা বললে, 'তুমি আমার রিভলবারের গুলি। তোমাকে দিয়ে অমলকে মেরেছি। বাবাকে ছাড়া আমি আর কাউকে ভালবাসি না। বাবাই আমার প্রেমিক।' ওই কথাটা শোনার পর ক্রমশই আমি দূরে সরতে লাগলুম। পরীক্ষা কিছুটা সাহায্য করল। রেবা-মুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলুম। তখন আমার সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। রেবার প্রতি আর কোনও আকর্ষণ নেই, আছে ভয়। অবিকল এক লেডি ম্যাকবেথ। রেবা রাতে ঘুমোতে পারত না। অনিদ্রার রোগী। মেয়েটার সবই অসাধারণ ছিল, কেবল মনটারই তল পাওয়া যেত না। কি সে ভাবছে! কি সে করতে চাইছে। মাঝেমাঝেই বলত, আমাকে যে বউ করবে, সে মরবে।

জীবনের সেই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ পর্ব ছেড়ে জীবন আজ কোথায় কত দূরে চলে এসেছে! ইন্দ্রিয় মরে গেছে। এই দুটো হাত কত কি ধরতে চেয়েছে। এই দুটো চোখ কত কি দেখতে চেয়েছে। এই শরীর কত স্পর্শ চেয়েছে! আজ সব ফাঁকা। সেদিন কি মোহে জানি না, রেবাদের বাড়ির সামনে গিয়েছিলুম। পড়া বই যেমন পড়তে ইচ্ছে করে, সেইরকম ইচ্ছে করেছিল জীবনের পুরনো দৃশ্যে ফিরে যেতে। বাড়ির অদূরের সেই ছোট্ট চার্চে বহুদিন পরে রং পড়েছে। দুপুরের রোদে জ্বল জ্বল করছে। রেবাদের বাড়িটা ঠিক সেই রকমই আছে। তবে অসংস্কারে মলিন। কত বর্ষার আঘাত সহ্য করতে হয়েছে! জানালার একাধিক স্টেইন্‌ড গ্লাস ভেঙে গেছে। সেখানে লাগানো হয়েছে বেসুরো কাচ। সেই দরজা। আগের মতো পালিশ নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম চুপচাপ। একজন ফেরিঅলা চলে গেল হাঁকতে হাঁকতে। 'প্রানা কাগজে'। বাড়ির সামনে লাল রঙের একটা মটোর সাইকেল শীতের রোদ পোহাচ্ছে। কার কে জানে! কোন্ উত্তর পুরুষের দখলে গেছে ওই বাড়ি! না কি বিক্রিই হয়ে গেছে! বাড়িটার ভেতর আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। করিডর। সিঁড়ি। ঘরের পর ঘর। খাওয়ার ঘর। ওক কাঠের পার্টিশান। বিশাল বাথটাব লাগানো বাথরুম। কেউ কিছু ভাবতে পারে বলে চলে আসছিলুম, এমন সময় দোতলার ঝুল বারান্দার দরজাটা খুলে গেল। খুব সুন্দরী একটি মেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল অলস ভঙ্গিতে।

www.BanglaBook.org

চোখে আর সে দৃষ্টি নেই, তবু যেন চমকে উঠতে হল, এ তো সেই রেবা !

॥ ১১ ॥

বিলুকে একেবারেই বসে থাকতে হল না। সায়েন্স কলেজ থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা চাকরি পেয়ে গেল। প্রাচীন, নামী এক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে কেমিস্টের চাকরি। ছোটকর্তা খুশি হয়ে বললেন, 'এবার আমার ছুটি। এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো ও চাঁপা ও করবী !/ তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো ॥ যাবার পথে আকাশতলে মেঘ রাঙা হল চোখের জলে/ঝরে পাতা ঝরোঝরো ॥'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'অনেক ঝড়ঝাপটা গেল। ধরো বিরাট একটা যুদ্ধ গেল। শুধু যুদ্ধ নয় ওয়ার্লড ওয়ার। তারপরে তোমার স্বদেশী আন্দোলনের চরম পর্যায়। এই তার কাটা, পোস্টাপিস পোড়ানো, ট্রাম জ্বালানো। তারপর তোমার দুর্ভিক্ষ। সেইসঙ্গে সাইক্লোন। মড়ক শেষে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা ছেচল্লিশের দাঙ্গা। আমরা যে বেঁচে আছি এইটাই আশ্চর্য। কি বলো ? তা ধরো বেঁচেই যখন আছি, আর বিলু যখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই গেল, তখন চলো, এইবার আমরা দু'জনে একটু বেরোই। কতকাল কোথাও যাওয়া হয়নি। তুমি তোমার এস্রাজ নেবে, আমি আমার তানপুরা। তুমি বাজাবে আমি গাইবো। প্রথমে বেনারসে গিয়ে বিশ্বনাথকে গান শোনাবো। তারপর কনখলে বসে হরিকে। আর আমাদের পায় কে ? আমরা মুক্ত পুরুষ।'

ছোটকর্তা বললেন, 'আপনি আমার মনের কথাটা টেনে বের করে আনলেন। উত্তর ভারতে যাবার আগে, আমরা সাঁওতাল পরগনার কয়েকটা জায়গায় যাবো। যাবো এই কারণে, সেখানে অনেক স্মৃতি আছে। স্মৃতি কুড়োতে যাবো।'

'উত্তম। উত্তম প্রস্তাব। তাহলে সব গোছগাছ করেনি।'

ললিতা আর নেই। সে তার নতুন জীবন ধরতে বেরিয়ে গেছে। বৈষ্ণবী হয়েছে। চৈতন্যমঠের সাধিকা। সারাদিন নামসঙ্কীর্তন করে। বিলু একদিন গিয়ে দেখে এসেছে। মনের আনন্দে আছে। শরীরে মেদ জমেছে। ডাঁটো নাকে তার নিখুঁত রসকলি। নিপাট সাদা কাপড়। হাতের ঝুলিতে জপের মালা। ললিতা বিলুকে সন্দেশ খাইয়েছিল বড় বড়। নির্জনে নিয়ে গিয়ে। গাল টিপে আদর করেছিল। বাৎসল্য ভাবটা আরও বেড়েছে। বলেছিল, সময় পেলেই চলে আসবি। তোর জন্যে খুব ভাল একটা মেয়ে ঠিক করে রেখেছি। দেখলে মাথা

www.BanglaBook.org

ঘুরে যাবে। খুব ভক্ত পরিবার।

ছোটকর্তা ললিতাকে বাধা দেননি। মহিলাবর্জিত নাটকের মতো, মহিলাবর্জিত পরিবারই তাঁর পছন্দ। নিজে যখন সবই পারি তখন অকারণে কেন অশান্তি! স্বপাকই শ্রেষ্ঠ পাক। নিরামিষ রান্নার তো কোনও ঝামেলা নেই।

ছোটকর্তা রান্নার আয়োজন করছেন, বিলু যোগাড় দিচ্ছে। রবিবার। বিলুর অফিসের তাড়া নেই। মুকুজ্যেমশাই তানপুরায় তার চড়াচ্ছেন। ভাগ্যিস মেতে আছেন, নয় তো ছোটকর্তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসতেন। সেদিন পোস্ত বাটতে গিয়ে শিল দু-আধখানা করে ফেলেছিলেন। এক সময় মুগুর ভাঁজতেন। কুস্তি করতেন স্কুলের দারোয়ান রামখেলোয়ানের সঙ্গে। পাকা ছ'ফুট লম্বা। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। নোড়ার চাপটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। কুসংস্কার আছে নানা রকম। শিল ভেঙে যাওয়া সংসারের পক্ষে অশুভ। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। ছোটকর্তা উৎসাহ দিলেন, 'ভাবছেন কেন? এ তো আনন্দের ব্যাপার। শরীরে এখনও শিল-ভাঙা জোর আছে!'

মুকুজ্যে মশাইয়ের মন শান্ত হল না। কালীমন্দিরে ছুটলেন পুজো দিতে।

সিঁড়িতে কাঠ ঠোকার শব্দ হল। খটাস খটাস করে কে যেন খড়ম পায়ে উঠছে। ওপরে উঠে এল নারাণ। ক্রাচে ভর দিয়ে। পরনে পাজামা, পাঞ্জাবি। পাজামার বাঁ পাটা গোটানো। এক জায়গায় জড়ো করে গিঁট বাঁধা।

ছোটকর্তা, বিলু, মুকুজ্যেমশাই তিনজনেই স্তম্ভিত। মুকুজ্যেমশাইয়ের হাত থেকে তানপুরার তার ফসকে গেল। ছটাং করে শব্দ হল। ছোটকর্তা ডালে জল ঢালছিলেন। জল কড়ার কানা বেয়ে উনুনে পড়ে ফোঁস করে উঠল। বিলু আলু কাটছিল। আলু গড়িয়ে চলে গেল ঘরের কোণে।

ছোটকর্তা বললেন, 'নারাণ!'

ক্রাচটা দেয়ালে হেলিয়ে রাখতে রাখতে বললে, 'শুধু নারাণ নয়, এক ঠেঙো নারাণ। আর দ্বিপদ নই, এখন একপদ প্রাণী।'

নারাণ একপায়ে নাচতে নাচতে এসে মেঝেতে বসে পড়ল।

ছোটকর্তা বললেন, 'সর্বনাশটা কেমন করে হল!'

'মাত্র পাঁচমিনিট সময় লাগল। চলে গেল, আর হয়ে গেল।'

'তার মানে? কি চলে গেল?'

'ট্রাম চলে গেল। চলন্ত ট্রামে উঠতে গেলুম। মিস করলুম। পড়ে গেলুম স্লিপ করে। বাঁ পাটা টেনে নিলে। ঝুলছিল ঝুলঝুল করে। হসপিটালে নিয়ে গেল। এক কোপে সাবাড়।'

www.BanglaBook.org

'একটা খবর দিলে না !'

'খবর দেবার জন্যই তো এলুম। মেরামতের আগে দিইনি। দিলে কিই বা হতো ! কষ্ট করে দেখতে যেতেন। চুকচাক করতেন। তাই একেবারে ক্রাচ ফিট করে চলে এলুম। একটা জিনিস আবিষ্কার করলুম ছোড়দা। না চলেও চলা।'

'সে আবার কি ?'

'আমাকে তো এখন আর চলতে হয় না। আপনিই চলে যাই। বলা যায় হাতে চলি। হেঁটে হেঁটে আর পারি না, এই কথাটা আর বলার উপায় নেই। আমি এখন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত অক্লেশে চলে যেতে পারি।'

নারাণ হাসছে। ছোটকর্তার চোখে জল এসে গেছে। মুকুজ্যেমশাই হাঁ হয়ে গেছেন। বিলুর বুকের ভেতরটা কেমন করছে। এই মানুষ ঝকঝকে নিউকাট পরে গটগটিয়ে হাঁটতেন। মশ-মশ শব্দ হত অহঙ্কারী পদক্ষেপে। পা-টা চলে গেল মুহূর্তের অসাবধানতায় !

ছোটকর্তা বললেন, 'তাই তুমি আসনি এতদিন ?'

'আমি একেবারে সাজা নিয়ে সেজে চলে এলুম। আপনার মতো মহামানবকে চিনতে না পেরে অপমান করেছিলুম। তা-তা বলে চলে গিয়েছিলুম। তারই ফল হাতে হাতে পেলুম। দুঃখ করার কিছু নেই। ইট উড অ্যান্ড রিফিউজ অ্যাশ। এখন ভালই হল, হিল্লি-দিল্লি ঘুরে মরতে হবে না, এক জায়গায় বসে, বসে মনের আনন্দে জ্যোতিষী করবো। ফিউচারটা একবার ভাবুন ! ব্রাইট। ভেরি ব্রাইট।'

'তোমার নিজের কোষ্ঠীটা একবার বিচার করে দেখ না।'

'কোনও লাভ নেই ছোড়দা। অনেকবার দেখেছি। এ কি রকম মেঘ জানেন, এক ফোঁটাও জল নেই। সন্ন্যাসী হতে পারলে বেঁচে যেতুম। হল না। ভোগবাসনা। ভাল খাব, ভাল পরব। মতিরও স্থির নেই। এইভাবেই কাটবে। একটা আত্মহত্যার যোগ আছে। ফলে যায় ভাল। না ফলে তো গভীর দুঃখ।'

অনেকদিন পরে নারাণ এসেছেন, বিলুর মনে হল প্রণাম করা উচিত। সেইটাই হল কাল। নারাণ না, না করে উঠল। বিলু একটা পা স্পর্শ করে, অভ্যাসবশত আর একটা পা খুঁজতে লাগল। নারাণ বললে, 'ওই যে আর একটা পা দেয়ালে হেলান।' নারাণের চোখ দুটো জলে চিকচিক করে উঠল। বিলু আর দাঁড়াতে পারল না, সরে গেল সামনে থেকে। মুকুজ্যেমশাই তখনই গান ধরলেন, 'তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘমেয়াদে সংসারগারদে থাকি মা বল।'

নারাণ বললে, 'রান্নার কাজটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন ছোড়দা। আপনার সময়ের অনেক দাম। আমি খুব একটা খারাপ রাঁধি না। মনে করুন

www.BanglaBook.org

আমি আপনাদের বাড়ির এক পা কাটা রাঁধুনী। তেমন লেখা-পড়া তো জানি না, তার ওপর বিকলাঙ্গ, যে ক'বছর বাঁচি আমাকে তো এইভাবেই চালাতে হবে!'

ছোটকর্তা বললেন, 'তোমার পা গেল, কিন্তু অহঙ্কার গেল না। প্রবল অহঙ্কার। মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারো না কিছুতেই। তোমাকে আমি আমার ছোট ভাই বলেই ভাবি, তুমি আমাকে কিছুতেই দাদা বলে ভাবতে পার না। বাঁকা-বাঁকা কথা বল। মনটাকে বেশ গঙ্গাজলের মতো করার চেষ্টা করো না, দেখবে জীবনের সবকিছু ধুয়ে গেছে।'

নারাণ এক হাত আর এক পায়ে ভর রেখে উঠে দাঁড়াল কোনওক্রমে। দেয়ালে হেলান ক্রাচটা বগলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বাইরের ঘরের দিকে। বড় অসহায়। বিলু পেছন পেছন এল। নারাণ চেয়ারে বসতে বসতে বললে, 'মাঝে মাঝে কি মনে হচ্ছে জানো, এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। কত পরাধীন হয়ে গেলুম একবার ভাবো! আমি কি এক জায়গায় বসে থাকার মানুষ! আজ এখানে, কাল সেখানে, এই তো আমার জীবন!'

বিলু বললে, 'আপনি ভাবছেন কেন? আমি তো এখন চাকরি করছি। আপনার আর ঘোরাঘুরির কি প্রয়োজন!'

'শোনো প্রত্যেক মানুষেরই উপার্জন করা উচিত। অন্যের গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়। যা টাকাপয়সা আছে সব দিয়ে ভাবছি একটা দোকান করব। তুমি ভাল জায়গায় আমাকে একটা ঘর দেখে দাও তো।' উদাস দৃষ্টিতে নারাণ তাকিয়ে রইল বাইরের আকাশের দিকে। বহু, বহু দূরে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কেউ কি সত্যিই আছেন, যাঁর কাজই হল মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

সাতদিনের মধ্যেই বিলুরা বেরিয়ে পড়ল দেশভ্রমণে। বিলু কোনওক্রমে পনেরদিনের ছুটি যোগাড় করতে পেরেছে। নারাণ রয়ে গেল বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে। ছোটকর্তা বললেন, 'নিঃসঙ্কোচে, নিজের বাড়ি ভেবেই থাকো। একটু সাবধানে থেকো। হঠাৎ সব ফেলে পালিয়ে যেও না। তুমিই ভরসা।'

নারাণ বললে, 'নিশ্চিন্ত থাকুন। পালাবো মনে করলেও আমার পালাবার উপায় রাখেননি ভগবান।'

হাওড়া স্টেশানে মুকুজ্যেমশাই চলেছেন আগে আগে। পেছনে বিলু আর ছোটকর্তা। মুকুজ্যেমশাইয়ের সম্রাটের মতো চেহারা। রাজর্ষির মতো চালচলন। বিলুর খুব গর্ব হচ্ছিল। ছোটকর্তাকে বিদেশী বৈজ্ঞানিকের মতো দেখতে। তিনজনের সেই দলটিকে সকলেই বেশ সমীহ করছিল। ট্রেন ছেড়ে

www.BanglaBook.org

দিল। বিলুদের উল্টোদিকের আসনে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। বেশ অভিজাত চেহারা। সঙ্গে দুই মেয়ে। ছোটটি ফ্রকপরা। বড়টি শাড়ি।

ভদ্রলোকই আলাপ করলেন, 'যাবেন কোথায় ?'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'আপাতত মধুপুর।'

'আরে আমরাও তো মধুপুর। কোথায় উঠবেন ?'

ট্রেন চলছে। আলাপ চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দুটি পরিবারই যেন একটি পরিবার হয়ে গেল। ভদ্রলোক কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। মুধুপুরে বাগানবাড়ি আছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী নেই। দুই মেয়ে। দুই মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে চলেছেন। হাতে কেস কম থাকলেই কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন মধুপুরে। গিরিডিতেও পূর্বপুরুষদের বিরাট বাড়ি, সম্পত্তি আছে। এক ভাই গিরিডিতেই থাকেন। মাইকা মাইনস আছে তাঁর।

ছোটকর্তা প্রথমে একটু চুপচাপ ছিলেন। মাপছিলেন ব্যারিস্টার কতটা অহঙ্কারী ! দেখলেন, একেবারেই অহংশূন্য, দিলখোলা মানুষ। তখন তিনিও আলোচনায় নামলেন। দু'চার কথার পরেই ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার তো সাঙ্ঘাতিক লেখাপড়া।'

মুকুজ্যেমশাই গর্বের হাসি হেসে বললেন, 'আমার এই ছেলেটি বিশ্বকোষ। আর আমার ওই নাতি এই অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে এখন কেমিস্ট হয়েছে। ও আর এক প্রতিভা !'

ছোটকর্তা বললেন, 'আপনজনের প্রশংসা না করাই ভাল। মৃদু অসভ্যতা।'

মুকুজ্যেমশাই মিইয়ে গিয়ে বললেন, 'দেখেছো ! তুমি আমাকে যত সভ্য করতে চাইছ, ততই আমি অসভ্য হয়ে যাচ্ছি। বুড়ো শালিক আর কি শিখবে বলো ! তায় মুকুজ্যে। মুকুজ্যেরা মনে হয় একটু অহঙ্কারী হয়।'

ব্যারিস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মশাই, যা বলছি সব প্রত্যাহার করে নিলুম।'

মেয়ে দুটি ফিক ফিক করে হাসল। ব্যারিস্টার বললেন,

'চাটুজ্যেমশাই একেবারে পুরোপুরি সায়েবী চরিত্রের মানুষ। কি করে এমন হলেন ! বিশ বছর বিলেতে থেকেও আমার কিছু হল না।'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'ও যে সেই ছেলেবেলা থেকে নিজেকে একেবারে আটঘাট বেঁধে তৈরি করেছে। এমন দেখেছেন ! যেমন সায়েন্সে, তেমনি আর্টসে। আসলে ও তো ব্যায়ামবীর।'

ছোটকর্তা বললেন, 'আবার শুরু করলেন সেই আত্মজনের প্রচার।'

www.BanglaBook.org

'আমি কি করি বল তো ! আমার যে কেবল বলতে ইচ্ছে করে ! মানুষের ভাল কিছু দেখলেই মনে হয় ঢাক পেটাই। তোমার মতো যে আমি কমকথার মানুষ নই। আমার খুব লম্বা-চওড়া বাত।

সারাটা জীবন হয় বকলুম, না হয় বকুনি খেলুম। আমি কি করব ! আমি কি করতে পারি !'

মেয়ে দুটি আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। ব্যাগ থেকে একগাদা লজেন্স বের করে মুকুজ্যেমশাইয়ের কোলে ফেলে দিয়ে বললে, 'আপনি তখন থেকে কেবল বকুনি খাচ্ছেন, এইবার লজেন্স খান।'

মুকুজ্যেমশাই মোড়ক খুলে একটা লজেন্স মুখে ফেলে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।' তারপর প্রত্যেককে একটা করে লজেন্স বিতরণ করলেন। লজেন্স চুষতে চুষতে বললেন, 'শৈশব আবার ফিরে পেলুম। ছেলেবেলায় ভাবতুম বড় হই। নিজে যখন রোজগার করব তখন শুধু লজেন্স খাবো। হাতে ঝোলানো থাকবে জপের মালার ঝুলির মতো একটা ঝুলি। তাইতে থাকবে শুধু লজেন্স। বেশ ! বড় হলুম। রেল কোম্পানিতে বড় চাকরি হল। অঢেল টাকা। লজেন্স কিন্তু আর খাওয়া হল না। ছেলেবেলায় যখন ঘুড়ি ওড়াতুম, বাবা লাটাই ভেঙে, ঘুড়িটুড়ি সব ছিঁড়ে দিয়ে বলতেন, লেখাপড়া শিখে মানুষ হও তারপর ঘুড়ি উড়িও। ছেলেবেলা চলে গেল, মানুষও হতে পারলুম না, মাঝখান থেকে ঘুড়ি ওড়ানোটা হল না। আবার সেই কবে আসবো, শৈশব ফিরে পাবো, আবার আমার লাটাই হবে, ঘুড়ি হবে। নীল আকাশে আমার মন লাট খাবে। ব্যাপারটা কত অনিশ্চিত হয়ে গেল !'

ট্রেন ছুটছে হুহু করে। মুকুজ্যেমশাই লজেন্স চুষছেন অপস্রিয়মাণ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ বললেন, 'ছেলেবেলার কথা মনে পড়াটাও কি অসভ্যতা ? না, না আমি আপনাদেরই জিজ্ঞেস করছি।'

ছোট মেয়ের নাম শরমা, বড়র নাম পরমা।

পরমা হাসতে হাসতে বললে, 'না, না, অসভ্যতা হবে কেন ? আপনি বলুন। যা মনে আসছে বলুন। আপনার কথা শুনতে আমাদের ভীষণ ভাল লাগছে।

'বুঝলে মা, আমার একটা গোঁপ ছিল। এখন দেখ নেই। নির্মূল হয়ে গেছে। কেন জানো ! আমার বাবার গোঁপ দেখে আমার গোঁপ লজ্জা পেয়ে গেল। আমার বাবার গোঁপ ছিল কাইজার-গোঁপ। বাবা একদিন বললেন, তোমার গোঁপের টেক্সচার ভাল নয়। বিদ্রোহী গোঁপ। নির্মূল করে দাও। আমাকে

www.BanglaBook.org

অনুকরণ করার চেষ্টা করো না। তোমার গোঁপের সে-প্রতিভা নেই। গোঁপটা ফেলেই দিলুম। আবার যখন ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ শিখতে গেলুম, তখন তিনি বললেন, বেটা, গোঁপ ছাড়া ধ্রুপদ হয়! সুর ছাড়বে, গোঁপে ভাইব্রেশন হবে, তবেই না তুমি ওস্তাদ। গোঁপ লাগাও, গোঁপ লাগাও। তালিম চলছে, ওদিকে গোঁপ গজাচ্ছে। হল কি, আমার এই বুকে এত বাতাস, হাঁক ছাড়লেই লোকে ভাবে হাবিলদার হাঁক পাড়ছে মাঝরাতে। দরদ দিয়ে গান গাইছি, বাইরে সবাই হাঁকছে, ওরে দমকল ডাক, দমকল ডাক, ঘোড়ার আস্তাবলে আগুন লেগে গেছে। ধ্রুপদের কানটাই নষ্ট হয়ে গেছে মানুষের, ওই, আয় রে, অলি, কুসুমকলি শুনে শুনে। শেষে পিতৃদেব একদিন হাত জোড় করে বললেন, হ্যাঁ, হে, তোমার জন্যে কি পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে দেশত্যাগী হতে হবে। তখন আমি খেয়াল আর ঠুংরির দিকে গেলুম। গলাটাকে মিহি করে গাইতে লাগলুম। যমুনাকি তীর! ভাবলুম, মন্দ হবে না। তখন বিয়ের সম্বন্ধ চলছে। নতুন বউকে চাঁদের আলোয় বারোয়া রাগে ঠুংরি শুনিয়ে একেবারে মোহিত করে দোবো। ধ্রুপদের লম্বা গলায় ঠুংরির মোচড় আসবে কেন! গুরু বললেন, গলায় কেয়ারি আনার চেষ্টা করো। মিহিদানা করো, সব তো লাড্ডু মেরে যাচ্ছে। অনেক ধ্বস্তাধস্তি হল, হাল ছেড়ে গুরু বললেন, ব্যাটা ভজন লাগা। ভজনটা গলায় বেশ বসে গেল। আর সেই ভজনের ধাক্কায় স্ত্রী মুক্তি পেয়ে গেল। আমি পড়ে রইলুম।'

মুকুজ্যেমশাই সুরেলা গলায় গান ধরলেন,

'তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল।
পশিল ছয় দূত তশিল করে যত দারাসুত পায়ের শৃঙ্খল॥
দিয়ে মায়া-বেড়ী পদে ফেলেছ বিপদে, হারালেম সম্পদ মোক্ষপদ।
এবার হলোনা সাধনা, ওমা শবাসনা, সংসার-বাসনা প্রবল॥'

ট্রেন চলেছে। মুকুজ্যেমশাইয়ের গান চলেছে। একেবারে বিভোর। ফর্সামুখ জবাফুলের মতো লাল। দু'চোখে জলের ধারা। ব্যারিস্টার সোজা হয়ে বসেছেন। শরমা আর পরমা স্তম্ভিত। ছোটকর্তার চোখও ছলছল করছে। মুকুজ্যেমশাই গানের শেষ পদে হৃদয় নিঙড়ে দিচ্ছেন,

'আনি ভূমণ্ডলে কতই দুঃখ দিলে নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই ফণী ধরে খাই হলাহল॥'

মুকুজ্যেমশাই কেঁদে ফেললেন। গান ভাব হয়ে গলায় আটকে গেল। শরমা, পরমা মুকুজ্যেমশাইয়ের হাঁটুর ওপর রাখা হাত দুটো ধরে বললে, 'কি সুন্দর

www.BanglaBook.org

গান ! কি অপূর্ব গলা আপনার !'

ব্যারিস্টার বললেন, 'আপনি তো মহাসাধক ! নিজেকে এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিলেন ! আমাদের মধুপুরের দিনগুলো এবার মধুর হবে।'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'আপনার কতবছর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে ?'

ছোটকর্তা সঙ্গে সঙ্গে উঁহু, উঁহু করে উঠলেন, 'ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটা অসভ্যতা !'

শিশুর মতো সরলমুখে মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'তাই না কি ? তাহলে করব না।'

ব্যারিস্টার বললেন, 'না, না, আমি কিছু মনে করছি না। আজ এই বছর দুয়েক হল। মেয়ে দুটিকে রেখে তিনি চলে গেছেন।'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'আমাদের দু'জনেরও ওই একই অবস্থা।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোটকর্তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'অসভ্যতা হল না তো ! এটা কিন্তু প্রশ্ন নয়, উত্তর।'

ছোটকর্তা বললেন, 'আপনার হাল আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

'তুমি আমার হাল ছেড়ে দিলে আমি তো ভেসে যাব মাঝদরিয়ায়।'

পরমা বললে, 'আপনাদের আমার ভীষণ ভাল লাগছে। কি সুন্দর মানুষ আপনারা।'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'তাও তো তুমি এখনও আমার ছেলের এস্রাজ শোনোনি আর নাতির গান !

এটা কিন্তু আত্ম-প্রচার নয় মা। এটা হল সংবাদ। কেউ আমার ওপর রেগে যাক, তা আমি চাই না। রাগারাগি জিনিসটা খুব খারাপ।'

পরমা বললে, 'আপনার ওপর কেউ কখনও রাগতে পারে ? না পারবে ! আমরা এইবার একটু চা খাই।'

'পরের ইস্টিশানে ট্রেন থামুক। চাঅলা ধরব।'

ছোটকর্তা বললেন, 'ইস্টিশান নয় স্টেশান।'

'জানি গো জানি, কিন্তু ইস্টিশান বলতে ভীষণ ভাল লাগে। বলে দেখ, আলাদা টেস্ট পাবে।'

পরমা বললে, 'চা আমাদের সঙ্গেই আছে।'

'সে তো তোমাদের হিসেবের চা।'

'ভাগ করে খাবো।'

মধুপুরে গাড়ি এসে দাঁড়াল। সবাই হুড়মুড় করে নেমে এল। ছোটকর্তার

www.BanglaBook.org

বগলে এস্রাজ। অন্য মালপত্র বিশেষ কিছুই নেই। সে হত, যখন দুই বউকে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ হত। পুরো একটা সংসার সঙ্গে সঙ্গে চলত। শিল-নোড়া থেকে শুরু করে প্রাইমাস স্টোভ।

পরমা এতক্ষণে বিলুর সঙ্গে কথা বললে, 'সবাই মিলে আমাদের বাড়িতে অবশ্য, অবশ্যই আসবেন। বাহান্ন বিঘা। 'গীতবিতান'। কেমন! আসবেন তো!' পরমা বিলুর হাতটা একবার ছুঁয়ে দিল। বিলুর মনে হল, এতদিনে সে মালিককে খুঁজে পেয়েছে। ফিনারের অর্গানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে যে চুলটাকে সে সযত্নে রেখেছে, সেই চুল এই মাথার। একেবারে বিলিতি মুখ। বাদামের মতো চোখ।

রেলের কামরার আলাপ সাধারণত প্ল্যাটফর্মেই শেষ হয়ে যায়। মালপত্র নিয়ে যে যার গন্তব্যে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্যারিস্টার ভদ্রলোক তা করলেন না। তিনি বেশ গুছিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের কোন দিক?'

ছোটকর্তা বললেন, 'নরেন্দ্রঘটক রোড।'

'ও পাথরোলের দিকে! আমাদের উল্টোদিক, বাহান্ন বিঘা। কি ভাবে যা বেন?'

'টাঙ্গা।'

'আমরাও টাঙ্গাই নেবো। এখানে আছেন ক'দিন?'

'হয় তো দিন পনের।'

'আশা করবো রোজই একবার দেখা হবে।'

'তা হতে পারে। আমরা বেড়াতে, বেড়াতে গিয়ে হাজির হবো।'

'আমরাও আসব। আমাদের বাড়িটার নাম মনে রাখুন, গীতবিতান। আপনাদের?'

'আমাদের হল আনন্দধাম।'

পরমা বিলুর কাছাকাছি সরে এসে বললে, 'আপনি খুব কম কথা বলেন, তাই না! আপনার গান কিন্তু শুনবো। সহজে ছাড়ব না।'

পরমার শরীর থেকে বিদেশী সেন্টের গন্ধ উঠছিল। কেশরের মতো চুল। চৌকো চোয়ালের দৃপ্ত একটি মুখ। একটু পুরুষালী ভাব। মণিবন্ধে সোনার ঘড়ি। সিল্কের দামী শাড়ি।

বিলু বললে, 'বড়দের সামনে মুখ খুলতে আমার ভয় করে। আর দাদু বললেন বটে, তেমন গান কিন্তু আমি জানি না।'

www.BanglaBook.org

পরমা হাসল। অদ্ভুত চোখে বিলুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনার চুলই বলে, আপনি একজন আর্টিস্ট। এই নিন, যেতে যেতে লজেন্স খান।'

পরমা এক মুঠো লজেন্স ধরিয়ে দিল বিলুর হাতে। ওরা চলে গেল। মুকুজ্যেমশাই বিলুর কানে কানে বললেন, 'মেয়েটা যেমন সুন্দরী, তেমন বলিষ্ঠ। ভাবছি কথাটা পাড়বো। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমাদের ষাঁড়ের সংসারে এইবার এক মহিলার প্রয়োজন। একেবারে ম্যাস্কুলাইন জেন্ডার ভাল লাগে না। র লিকার হয়ে আছে। এইবার একটু দুধ আর চিনি মেশাতে হবে।'

বিলু কোনও উত্তর দিতে পারল না। দূরে ছোটকর্তা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর স্বাভাবিক গম্ভীর মুখে। সামনেই একটা কাঠের বেন্চ। সেইদিকে তাকিয়ে আছেন ভাবস্থ হয়ে।

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'কি দেখছ বলো তো?'

'অতীত। তারা বসে আছে। বিলুর মা, জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাই, নারাণ। আর পাঁচ বছরের বিলু ওই জায়গাটায় ঘুরছে। সাদা হাফপ্যান্ট, লাল সোয়েটার। আঠারো বছর আগের একটা দিন বসে আছে এই আসনে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

ছোটকর্তার পাশে মুকুজ্যেমশাই দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে। আসনটা যেন সমাধি। এক সময় বললেন, 'কিছু ফুল থাকলে ছড়িয়ে দিতুম।'

ছোটকর্তা হঠাৎ বললেন, 'চলুন, এইবার আমরা যাই। ওদের বসতে দিন। কোন্ ট্রেনের অপেক্ষায় আছে কে জানে!'

টাঙ্গা ছুটলো নরেন্দ্রঘটক রোডের দিকে। তিনজনে বসে আছে। পায়ের কাছে মালপত্র। ডাকবাংলোর মাঠে এসে ছোটকর্তা টাঙ্গাঅলাকে বললেন, 'একটু আস্তে করো তো।'

টাঙ্গার গতি ধীর হল। ছোটকর্তা এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবই ঠিক আছে, সেই আগের মতো। ওই তো সেই বিশাল দেবদারু। ওই তো সেই পাথর। ওই তো সেই অ্যাংলোভিলা। বারানদায় সেই ছোট্ট খাটটাও রয়েছে। তিনটে কুকুর ওখানে শুতো মশারির ভেতর। ভোরবেলা বেড়াতে এসে দুই বউ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। ম্যালকম সায়েব বলতেন, আই অ্যাম এ ডগলাভার। ম্যালকম সায়েব নিশ্চয় আর নেই। তখনই তাঁর অনেক বয়েস হয়েছিল।'

ছোটকর্তা বললেন, 'চালাও।'

সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গা ছুটল। নরেন্দ্রঘটক রোড সোজা ফিতের মতো সামনে পড়ে

www.BanglaBook.org

আছে ঢেউ খেলে। কখনও উঁচু, কখনও নিচু। দু'পাশে রুক্ষ, অনুর্বর পাথুরে জমি। গাড়ি যখন ঢাল বেয়ে নিচে নামছে তখন তার দুরন্ত গতি। তিনজনে নাচের পুতুলের মতো ঢলে ঢলে, টলেটলে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি খাচ্ছে। হঠাৎ ছোটকর্তা বলছেন, 'রোককে, রোককে।'

গাড়ি থামলো। ঢালু একটা জায়গা। ছোট্ট একটা সাঁকো। ছোটকর্তা নেমে পড়েছেন। সাঁকোর নিচে উঁকি মেরে দেখলেন। এপাশে-ওপাশে কি যেন খুঁজলেন। তিনজনেই নেমে এসেছে। মুকুজোমশাই বললেন, 'কি খুঁজছো বলো তো?'

'সেই অতীত। সবই সেই আগের মতো আছে। কেবল টিয়াগুলো আজ আর নেই। শীতের শেষ দুপুরে আমরা এই জায়গাটায় এসে বসতুম। কমলালেবু খাওয়া হত। গল্প হত। গান হত। একদিন আরতির সিল্কের স্কার্ফটা উড়ে গিয়ে ওই জায়গাটায় পড়েছিল।'

'তুমি সেইটা খুঁজছ। সে আর থাকে?'

'স্কার্ফটা নেই; কিন্তু স্মৃতিটা আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, আমি দেখতে পাচ্ছি। তারা সবাই এখানে বসে আছে বায়ুর শরীর নিয়ে। আমিই শুধু এক স্থূল চরিত্র। চুপ করে দাঁড়ান। কান খাড়া করে শুনুন, হাসির শব্দ, কণ্ঠস্বর।'

হঠাৎ এক ঝাঁক টিয়া তীব্রস্বরে ডাকতে, ডাকতে সাঁকোর এপাশ দিয়ে ঢুকে, ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছোটকর্তা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, 'ওই তো, ওই তো, এসে গেছে।'

॥ ১২ ॥

এই ভ্রমণের স্মৃতি আজও মনে আছে। তিনজনে একসঙ্গে সেই শেষ ভ্রমণ। অতীত যেখানে, যেখানে স্পর্শ করেছে, সেই জায়গাগুলোই ছোটকর্তার কাছে হয়ে উঠেছে তীর্থের মতো। এমন তীর্থভ্রমণ কদাচিৎ দেখা যায়। অমন মনই বা ক'জন পায়! অমন ভালবাসা! ছোটকর্তা সবকিছু হৃদয়ে গ্রহণ করতেন। হৃদয়ে নিয়ে কৌটোর মতো ঢাকনা বন্ধ করে দিতেন। আর বেরোবার উপায় থাকত না। বেঁচে থাকার একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল তাঁর। কেউ নেই, অথচ তিনি নিঃসঙ্গ নন। ঈশ্বরের কাছাকাছি চলে গেলে মানুষ বোধহয় ওইরকমই হয়ে যান। তাঁর আর কোনও কিছু হারাবার প্রশ্ন থাকে না।

ছোটকর্তা সেইবার তিনখানা ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন। আরতি, চপলা আর মেজকর্তার। মধুপুরের বাড়ির বিপুল বৈঠকখানার তিন দেয়ালে ছবি তিনটি

www.BanglaBook.org

ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির দেখাশোনা করত বিপিন মালী। তখনই সে বেশ প্রবীণ। ছোটকর্তাকে সে দেবতার মতো ভক্তি করত। আমরা যেদিন পৌঁছলুম, সেদিন ছিল শুক্লা দ্বিতীয়া। আকাশে ফটফট করছে চাঁদ। বাগানে একটা সিমেন্ট বাঁধানো বড় বেদী ছিল। সামনেই পাশাপাশি তিনটে গন্ধরাজ গাছ। ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে। ছোটকর্তা বেদীতে বসে এস্রাজ বাজাচ্ছেন। গানটা ছিল, নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে গন্ধরাজ গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। ছোটকর্তার এস্রাজ সুরের জাল বুনে চলেছে। আমি আর মুকুজ্যেমশাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। রান্নাঘরে কাঠের জ্বালে বিপিন মালী রান্না করছে। রান্নার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। চাঁদের আলোয় আমাদের তিনজনকেই কালো দেখাচ্ছে।

ছোটকর্তা একসময় ছড়ি নামিয়ে বলেছিলেন, 'সময় সময় আমি কেঁদে ফেলতে পারি, আবার হাসতেও পারি। আপনারা কিছু মনে করবেন না। ভাবেররাজ্যে এইটুকু স্বাধীনতা আমার থাকবে। আমি কখন কোন সময়ে থাকবো, আমি নিজেই জানি না।'

মুকুজ্যেমশাই বলেছিলেন, 'আমরা এখন সংসারের বাইরে, সংসারের নিয়মকাননের বাইরে। যেমন ধরো আমি নাচতেও পারি।'

'নিশ্চয় পারেন।'

যখন সবাই ছিলেন, যখন ভরা হাট, তখন ওই বাড়িতে কি হয়েছিল আমার স্মৃতিতে না থাকারই কথা। তখন আমার জ্ঞান হয়নি। আমি আমার গল্পই শুনেছি। কোন জায়গায় বসে মা আমাকে দুধ খাওয়াতেন। কোন জায়গায় বসে মা আমাকে তেল মাখাতেন। সকালের রোদ কোনখানটায় গড়িয়ে আসত। দুপুরের রোদে বাগানের কোন জায়গাটায় আমি খেলা করতুম। দুপুরে খাবার ঘরে খেতে বসে ছোটকর্তা স্তব্ধ হয়ে যেতেন। অনেকটা জায়গা শূন্য পড়ে আছে। অনেকেই নেই। একটা প্রত্যাশা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ছোটবউ, মেজবউ যদি বেরিয়ে আসেন। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে। হাতে খাবারের থালা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাওয়া শুরু করতেন। আহারাদি শেষ হয়ে যাবার পর বলতেন, 'এই মুহূর্তে একটা শব্দের বড়ই অভাব, মেজদার পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর। ওই ঢেঁকুর আমরা কেউ তুলতে পারব না।'

আহারের পর আমরা যখন বিশ্রামের জন্যে একটু গড়িয়ে পড়তুম, ছোটকর্তা তখন বাগানে চলে যেতেন। বাগানের শেষ মাথায় নিচু একটা পাঁচিল।

www.BanglaBook.org

তারপরেই জমি হঠাৎ নিচু হয়ে গেছে। অনেকটা নিচু। শুরু হয়ে গেছে চাষের জমি। বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে, পাথরোল নদীর দিকে। ছোটকর্তা চলে যেতেন ওই দিকে। দুপুরে। দূরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন চুপ করে। বাঁধের ওপর দিয়ে রেল চলে যেত ধোঁয়া ছেড়ে, ছেড়ে। বাঁশীর উদাস করা সুর।

একদিন বিকেলে দুই মেয়েকে নিয়ে ব্যারিস্টার ভদ্রলোক এলেন। এসেই বললেন, 'খুব গেলেন! আমরা বসে রইলুম পথ চেয়ে!'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আমরা যাবার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিলুম। আমাদের সাজ দেখলেই বুঝতে পারবেন। কি সেজেছি একবার দেখেছেন!'

'তাহলে চলুন। আমরা আজ গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

সেদিন আমাদের আর যাওয়া হয়নি পরমার জন্যে। পরমা এস্রাজ শুনবে, গান শুনবে। পরমা রাঁধবে। রেঁধে আমাদের খাওয়াবে। পরমার মুকজ্যেমশাইকে ভীষণ ভাল লেগেছিল। মুকুজ্যেমশাইয়ের কাছে আসন, প্রাণায়ামও শিখবে! দাদুর গর্বে আমারও বেশ গর্ব হচ্ছিল। পরমা সেই প্রথম সেদিন আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। মেয়েটা ভারি সরল ছিল। আমার সঙ্গে ঘুরেঘুরে সে বাগান দেখল।

এরই মধ্যে একটা কার্পেট পাতা হয়ে গেল বাগানের বেদীতে। এস্রাজ এসে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জমে উঠল গানের আসর। মকুজ্যেমশাই বেহাগে গান ধরলেন, 'তারা পরমেশ্বরী মা গো।' গাইতে, গাইতে কেঁদে ফেললেন, 'অজ্ঞান জ্ঞানদায়িনী, ভক্তিমুক্তি প্রদায়িনী'। গান শেষ হয়ে যাবার পরেও সুর ঘুরে বেড়াতে লাগল বাগানে। আমার পালা এল। লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ। গলা বুজে আসছে। পরমার সামনে গান গাওয়া যায়! গান কেমন হয়েছিল জানি না, পরমা কিন্তু খুব প্রশংসা করেছিল। এইটুকু মনে আছে, গানটা ছিল স্বামীজীর। বাগেশ্রীতে, নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও-রূপরাশি। গানটি স্বামীজী গাইতেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের রচনা। মাঝে মাঝে মাতামহ আমাকে গলা দিয়ে সাহায্য করছিলেন। জায়গায়, জায়গায় একটু বাগেশ্রীর আলাপ জুড়ে দিচ্ছিলেন। বাগেশ্রী এমনই রাগিনী, যার গলায় সুর আছে, তাকে স্থির থাকতে দেবে না। টেনে নামাবেই। পরমা ওই সুরেই গেয়ে উঠল স্বামীজীর রচনা, নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর। ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর। একসময় গানটা আমরা তিনজনেই গাইলুম। 'কি গুণী মেয়ে রে!' বলে মাতামহ পরমাকে জড়িয়ে ধরলেন। শিলার মতো বুক পেয়ে পরমা বহুক্ষণ এলিয়ে

www.BanglaBook.org

রইল। ছোটকর্তা তখন এস্রাজে দরবারী ধরেছেন। সুরের মোচড়ে চাঁদ যেন আলোর জল ঝরাচ্ছে।

অমন গানের আসর আর জীবনে বসেনি। ছোটবউ আর মেজবউ যেন শরমা আর পরমা হয়ে ফিরে এসেছিল। ব্যারিস্টার ভদ্রলোক যেন মেজকর্তা। সংখ্যায় ঠিক মিলে গিয়েছিল, সেই ছ'জন। আমাদের পাড়ায় সবাই বলাবলি করত, 'ফেমাস সিক্স'।

মুকুজ্যেমশাই সেই রাতেই ব্যারিস্টারসায়েবকে বলেছিলেন, 'আপনার আপত্তি আছে, এই সোনা মেয়েটাকে যদি আমাদের আদরের মেয়ে করেনি ? আমার একমাত্র নাতি।'

বেদীর ওপর ছোটকর্তার এস্রাজ শুয়ে আছে। পাশে পড়ে আছে ছড়ি। চাঁদের আলো চমক মারছে তারে তারে।

ব্যারিস্টার ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। অবশেষে খুব করুণ গলায় বলেছিলেন, 'আমারও খুব মনে ধরেছিল ; কিন্তু উপায় নেই। বড় অসহায়। ব্যবস্থাটা আমার স্ত্রী করে রেখে গেছেন।' সেই রাতে মুকুজ্যেমশাইয়ের অহমিকা আহত হয়েছিল। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর নাতি হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। তাকে কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। হায় বৃদ্ধ! পৃথিবী অনেক বিশাল, অতিশয় জটিল। পরমাকে আমারও ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। তার ইওরোপিয়ান মুখ। তার একটু পুরুষালী চালচলন। নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার। মুক্ত মন। কেন জানি না, সেই একরাতেই আমি তার প্রেমে একেবারে ডুবে গিয়েছিলুম। অনেক রাতে আমাদের বাড়ির সামনের পাথুরে পথ ধরে, ছড়ছড় শব্দ তুলে তাদের টাঙ্গাটা যখন চলে গেল, মনে হল, একটা স্বপ্ন ভেঙে গেল। পরমা বলেছিল, 'আপনার কর্মস্থল থেকে আমাদের বাড়ি খুব কাছে। যখনই সময় পাবেন আসবেন। আমরা দু'বোন একা থাকি।'

লেবরেটারিতে টেস্টটিউব নাড়তে, নাড়তে কতবার উদাস হয়ে ভেবেছি, পরমা, এখন কি করছে ! একবার গেলে কেমন হয় ! পরক্ষণেই ভীষণ এক অভিমান জড়ো হয়েছে মনে। সে তো অন্যের স্ত্রী হবে। আমার সঙ্গে সে শুধু গল্প করবে। নিঃসঙ্গতা কাটাবে। নিজের স্বার্থ। আমার স্বার্থ কিছুই নেই। ভাগ্যবিশ্বাসী, দুর্বল মানুষ আমি। একবারও মনে হল না, নিজের পৌরুষ দিয়ে মেয়েটাকে আমি জিতে আনব। মা আমাকে একরাশ অভিমান দিয়ে গিয়েছিলেন। ঠোঁট ফুলিয়েই জীবনটা কেটে গেল। আমি যেন স্মৃতির ব্লাডব্যাঙ্ক। বোতল, বোতল লাল স্মৃতির হিমোগ্লোবিন সাজিয়ে বসে আছি।

www.BanglaBook.org

স্মৃতির প্লাজমা।

একদিন ইথারের বোতলে আগুন ধরে গেল। নিজের অসাবধানতায় পুড়েই মরতুম। বেয়ারা সুধীর চিৎকার করছে, 'বেসিনে ফেলে দিয়ে সরে আসুন, সরে আসুন।' গোটা ল্যাবরেটারিটাই জ্বলে যেতে পারত। সুধীর আমাকে ভীষণ ভালবাসত। তাড়াতাড়ি বালি এনে আগুন চাপা দিয়ে দিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা টুলে বসিয়ে দিয়ে, সুধীর প্রায় কেঁদে ফেলেছে, 'এখুনি যে আপনি পুড়ে যেতেন! এত অন্যমনস্ক কেন?' হাত দুটো ঝলসে গেছে। সুধীর স্পিরিট ঢালছে হুড়হুড় করে। ইনচার্জ বোসদা ছুটে এসেছেন। অভিজাত চেহারা। এত আস্তে কথা বলতেন, যে কান পেতে শুনতে হত। সাদা অ্যাপ্রন পরা দীর্ঘ শরীর। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলছেন, 'তুমি তো খুব সাবধানী! এই ভুলটা করলে কেন?'

বলতে পারিনি সেদিন, 'এ আগুন বোসদা, পরমার আগুন।'

হাত দুটো বেশ কিছুদিন কালো হয়ে রইল। দেখতুম আর ভাবতুম, পাপীর হাত। এইরকমই তো হবে। বোসদা একদিন ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি লেখো?'

'না বোসদা। কোনও দিন চেষ্টা করিনি।'

'আমার মনে হয় তোমার ভেতর বেশ বড় রকমের একটা দুঃখ জমে আছে। দুঃখই সৃষ্টির উৎস। অবসর সময়ে একটু চেষ্টা করে দেখ না! সারাজীবন, কি এই একঘেঁয়ে অ্যানালিসিস করে কাটাবে! একই স্যাম্পল বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসবে।'

বোসদা আমার আর এক পরম প্রিয়জন। আমার জীবনকে অন্য এক ধারায় প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। আমাদের নির্জন চিলেকোঠায় বসে একটা কিছু লেখার চেষ্টা চলল। এক এক পাতা লিখি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দি। কিছুতেই পছন্দ হয় না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের দেশে লেখক হওয়া অতই সোজা! একের পর এক মৃত্যু, আর কিছু মেয়ের দেওয়া আঘাতে প্রতিভা খুলে যাবে, আমার বিশ্বাস হল না। তখন একদিন আমি হাসতে শুরু করলুম। চিলেকোঠায় বসে আপনমনে হাসছি। এই একটা চরিত্র! আপনজনেরা যেমন ভাবে, ছেলে আমাদের বিশাল বড় হবে। কল্পনায় যখন যা হতে চেয়েছি, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, হ্যাঁ, তুমি তাই হবে। নর্তক হবে, সিঙ্গার হবে, সায়েন্টিস্ট হবে, এক্সপ্লোরার হবে, অ্যাক্টার হবে পাইলট হবে, ইওরোপ-আমেরিকা ঘুরবে। ভীষণ সুখের জীবন হবে। দরজায় হাতি বাঁধা থাকবে। কোথায় কি! কল্পনার

www.BanglaBook.org

প্রাসাদ কল্পনাতেই ভেঙে গেল। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, ভোর পাঁচটায় উঠি। সাড়ে ছটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। লেবরেটারিতে ঢুকি আটটায়। আট ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনি। ভবিষ্যৎ! কোম্পানিতে যে শ-পাঁচেক জিনিস তৈরি হয়, তাই পরীক্ষা করে যেতে হবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ভাত ডালের অভাব মিটবে। দেহ বাঁচবে। মনের কি হবে! মন কি নিয়ে বাঁচবে!

অবশেষে একটা ক্লাউনের গল্প লিখলুম। সার্কাসের ক্লাউন নয়, সংসারের ক্লাউন। যে-সব কিছু চেষ্টা করে পারে না কিছুই। এক একটা হার আসে, তারপরেই সে টানা সাত দিন ঘুমোয়। আবার জেগে ওঠে নতুন এক পৃথিবীতে। নবীন উদ্যমে লেগে পড়ে আবার। আবার হারে। সে আবার প্রেমও করেছিল। সেই প্রেমিকা তারই হাত দিয়ে চিঠি পাঠাত আর এক প্রেমিককে। সেই প্রেমিকার বাড়িতে তার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত গৃহভৃত্যের মতো খেটে গেছে। বিয়ের বাজার করেছে। ড্রামে বালতি, বালতি জল ভরেছে। পেয়েছে, একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি। শেষে একদিন দেখলে, দেশলাইয়ে আর কাঠি নেই। খোলটাই পড়ে আছে। দু'পাশের বারুদ বারবার কাঠির অভাবে উঠে গেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার গল্পটা একটা ছোট পত্রিকায় বেরলো। খুবই লজ্জা করছিল, তবু বোসদাকে পড়তে দিলুম। এ যেন নিজের ঢাক নিজে পেটানো। পরের দিন, আমি একমনে কাজ করছি, বোসদা আমার পাশে এসে, কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার হবে।'

ভীষণ একটা আনন্দ হল। খুব ভাল খেলে যা হয় না। তোমাকে আমি ভালবাসি, শুনলে যা হয় না। দুশো টাকা মাইনে এক কথায় বেড়ে গেলে যা হয় না। যেমনই হোক আমি পেরেছি। একজনও, যিনি বোঝেন, তিনি বলেছেন, তোমার হবে। প্রথম উৎসাহ তিনিই দিয়েছেন আমাকে। সেই আমার প্রথম অনুভব, আধ্যাত্মিক আনন্দের।

কিছু দিন পরেই বোসদা অন্য এক প্রতিষ্ঠানে চলে গেলেন। কেমিস্টের চাকরির এই এক মজা। যত পালটাবে ততই মাইনে বাড়বে। বোসদা চলে যাবার পর বড় অসহায় বোধ করতে লাগলুম। মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ চলে গেলে, সেখানে আর তিষ্ঠনো যায় না। এও আমার এক রোগ। একা থাকতে পারি না। ছায়ার স্বভাব। গাছ আর গাছের ছায়া। তলায় লুটিয়ে থাকে। একদিন চিফ কেমিস্টের সঙ্গে ধুম ঝগড়া হয়ে গেল, একটা জানলা খোলা নিয়ে। সেদিন কলকাতায় অসহ্য গরম। লেবরেটারির ভেতরে জোড়া জোড়া বারনার জ্বলছে, অ্যাসিড আর অ্যামোনিয়ার ফিউমস। টেঁকা যাচ্ছে না। একটা জানালা

www.BanglaBook.org

খুলে দিলুম। সেই জানালার সামনে কাঁচের কেসে একটা দামী ব্যালেনস ছিল। জিনিসটার মূল্য আমি জানতুম ; কিন্তু কাঁচে ঢাকা তো ! সেদিন খুব একটা বাতাসও ছিল না, যে ধুলো এসে ব্যালেনসটাকে নষ্ট করে দেবে ! চিফ কেমিস্ট গটগট করে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। আমি আবার গিয়ে জানালাটা খুলে দিলুম। এইরকম বার কয়েক হবার পর সেই প্রবীণ মানুষটি আমার সামনে এসে হাত পা নেড়ে বললেন, 'তোমার কত হাওয়া চাই ? অত হাওয়া দিতে পারব না। তোমার চেয়ে ওই ব্যালেনসটার দাম বেশি।'

মনটা খিচড়ে গেল। একেই তা হলে বলে দাসত্ব ! নোকর। চাকরি করব না। পকেটে তখন আমার আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। আরও ভাল চাকরি। সঙ্গে সঙ্গে একটা রেজিগনেশান লেটার লিখে চলে গেলুম ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে। সুন্দর, সাত্ত্বিক চেহারার মানুষ। প্রথম দিন থেকেই কেন জানি না, এই মানুষটি আমাকে ভালবেসেছিলেন। আমাকে লাঞ্চ খাইয়েছিলেন। প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন। দু-দশটা কাজের কথার পর অন্য আত্মিক কথা হত। নানা আলোচনা। ফর্সা টুকটুকে চেহারা ছিল তাঁর। তিনি মুখ নিচু করে কাজ করছিলেন। আমি ঘরে ঢুকে তাঁর সামনে ইস্তফাপত্রটা রাখলুম। চোখ তুলে বললেন,

'বোসো। রেজিগনেশান ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন ? কারোর সঙ্গে গোলমাল ?'

ঘটনাটা বললুম। একবারও বললুম না, আর একটা চাকরি আমার পকেটে ঘুরছে। এখানে আমার সুখের অন্ত নেই। ফ্রি চা, লাঞ্চ, কোম্পানির তৈরি সমস্ত কসমেটিকস ফ্রি, বোনাস। ছাড়ার মতো কোনো কারণ নেই।

তিনি বললেন, 'প্রবীণ মানুষ। আলসারের রোগী। যদি কিছু বলেই থাকেন, ঝেড়ে ফেলে দাও। মানুষটি খারাপ নন। অ্যানালিসিসে তোমার এত ভাল হাত ! তোমাকে দিয়ে আমি কত নতুন কাজ করাবো। যাও রাগ কোরো না। তোমার মাইনে আমি আরও দুশো টাকা বাড়িয়ে দিলুম। এখুনি আমি অ্যাকাউন্টসে নোট পাঠাচ্ছি।'

উঠে এসেছিলুম, মানুষটিকে মনে মনে প্রণাম করে। সারাটা রাত লড়াই চলল মনে। চাকরিটা খুব আচ্ছা। মালিক সহৃদয় ; কিন্তু ভীষণ অভিমান আমার। সেই কথাটা বারে বারে কানে বাজছে, কত হাওয়া চাই তোমার ? অত হাওয়া দিতে পারব না।

www.BanglaBook.org

পরের দিনই আমার নতুন চাকরিতে গিয়ে যোগ দিলুম। ভালই হল, পরমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে সরে যেতে পেরেছি। মানুষের ছোঁকছোঁকানির কথা আমি আর কি বলব ! একদিন ছুটির পর সন্ধ্যের মুখে, খুঁজে খুঁজে গিয়েছিলুম ওদের বাড়ির সামনে। সে এক পেল্লায় ব্যাপার। বিশাল বড় গেট। গাড়ি বারান্দা। পেতলের ফলকে নাম। ভেতরে কুকুরের ডাক, ঘাং, ঘাং। পরমা, তুমি তোমার প্রাসাদেই থাকো। মধুপুরের ওই একটা রাতই আমার স্মৃতিতে থাক। আমার মাতামহ রেলগাড়িতে সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলেন। স্ট্যাটাস দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন।

নতুন অফিসে আর টেস্টটিউব নাড়ানাড়ি নেই। কাগজপত্রে কাজ। ফাইল নাড়ানাড়ি। সরকারী ব্যাপার। লেখো। শিল্প প্রচার করো। দেশকে জাগাও। এই অফিসে পেয়েছিলুম আমার সেই মানুষটিকে। তাঁর নাম ছিল অমূল্যদা। ঢালাই-করা শরীর। কত বয়স, চেহারা দেখে বোঝার উপায় ছিল না। একমাথা সাদা ধবধবে চুল। পাহাড়ী মানুষদের মতো কাটাকাটা মুখ। চোখে গোল রুপোলি চশমা। মোটা ধুতি। মোটা কাপড়ের সাদা শার্ট। পায়ে টায়ারের চটি। তিনি ছিলেন দপ্তরের কেরানী। দশটায় তাঁর ঢেঁকি কাঠের চেয়ারে এসে বসতেন, আর ঠিক পাঁচটা বাজলেই উঠে চলে যেতেন। কাজের কথা ছাড়া, কোনও কথাই বলতেন না।

তিনি আজ কোথায় ? কোন লোকে ! আমার মনের পালকিতে চড়ে আমার সঙ্গেই ঘুরছেন। সেইদিন মৃত্যু হবে তাঁর যেদিন আমি মরব। আমার পৃথিবী মরলে তবেই আমার মানুষগুলো মরবে। সামান্য একজন কেরানী। সামান্য আয়। বিশাল সংসার, অথচ কি বিশাল মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। আমার বসার টেবিল-চেয়ারের তদারকি করলেন। চেয়ারটা তেমন আরামদায়ক ছিল না। স্টোর থেকে বদলে আনালেন। চৌকো একখণ্ড কাঁচ এনে টেবিলে বসালেন। যাবতীয় আয়োজন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করালেন। অবশেষে দু'কাপ চায়ের হুকুম করলেন। পয়সা দিতে গেলুম। ঘোরতর আপত্তি। কিছুতেই দিতে দিলেন না। টিফিনের সময় বললেন, 'আমার তো টিফিন জোটে না, আপনি কিছু খেয়ে আসুন।' ওই মানুষটি আমাকে সরকারী জীবনের সমস্ত ঘাঁচঘোঁচ সেই প্রথম দিনেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কোন সহকর্মী কেমন। কি কি পলিটিকস হয়। ঘুষঘাষ কেমন চলে। তেল কাকে বলে। তেলের ফল কি ! সততার পরিণাম কি ? শেষে বললেন, আগের চাকরিটা ছেড়ে এই চাকরিতে আসা ঠিক হয়নি। চালে ভুল হয়েছে। এই মানুষটি বয়সের তফাৎ সত্ত্বেও আমার একমাত্র

www.BanglaBook.org

বন্ধু হয়ে উঠলেন। মাঝে মধ্যে আমার জন্যে কাগজে মুড়ে পুজোর প্রসাদ আনতেন। একটা গুঁজিয়া বা একটা পেঁড়া। কোনও দিন শুধুই একটা বাতাসা। একদিন একটা তাগা এনে আমার ডান হাতের ওপর বাহুতে বেঁধে দিলেন। একদিন এক অবিবাহিতা মহিলা টাইপিস্ট আমার সঙ্গে খুব হেসে হেসে কথা বলছিলেন শেষবেলায়। একটু রঙ্গরসিকতার ধরনের। অমূল্যদা একান্তে বললেন, খুব সাবধান। ও অনেকের কেরিয়ার নষ্ট করেছে।

শীতের শনিবার। অমূল্যদা আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। খিদিরপুর অঞ্চলে। মাঠকোঠা বস্তি। দুটো মাত্র ঘর। সামনে একটু ফাঁকা জায়গা। একটা তেঁতুল গাছ। একপাল ছেলেমেয়ে। স্ত্রীর সাজপোশাক পণ্ডিত গৃহিনীর মতো। লালপাড় সাদা শাড়ি। স্ত্রীর বয়স অনেক কম। কৈফিয়ত দেবার মতো করে অমূল্যদা বললেন, 'ভাবছেন কেন আমি বিয়ে করলুম। যখন করেছিলুম তখন আমি ওপার বাঙলার এক সচ্ছল মানুষ। এ বাঙলায় এসে আমার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হল। সঙ্গে ছিল তার বোন। একেবারেই অসহায়। আমিও অসহায়, সেও অসহায়। শেষে আবার আমাকে বিয়ে করতে হল। বলা তো যায় না, কোন ছেলে কেমন হবে! একজনও তো ভীষণ ভাল হতে পারে। বড় হতে পারে। সে-ই আমার নাম রাখবে।'

সন্ধের প্রায়ান্ধকারে বসে আছি দু'জনে। ইলেকট্রিক নেই। হারিকেন জ্বলছে। ওই অবস্থার মধ্যেও আতিথেয়তার ত্রুটি হল না। অল্প দূরেই একটা মেলা চলছিল। অমূল্যদা আমাকে নিয়ে গেলেন। তাঁর সেই ছেলেমানুষের মতো আনন্দ ভোলার নয়। মাটির পুতুল। গেরস্থালির জিনিসপত্র। গরম জিলিপি। চিনেবাদাম। কাঁচের চুড়ি। ম্যাজিক। পুতুল নাচ। অমূল্যদা কিনছেন না কিছুই। কেনার পয়সাই নেই। নাগরদোলার ক্যাঁচোর-কোঁচোর শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, শৈশব ফিরে আসছে। নিজেও কিনবেন না, আমাকেও কিনতে দেবেন না। অসাধারণ তাঁর যুক্তি, অবস্থা সমান সমান হলে, হত উপহার। তাঁর ছেলেমেয়েকে কিছু কিনে দিলে হবে দয়া। তা ছাড়া কেনার কিছু নেই। মেলার মজাটাই হল আসল। কত রং, কত গন্ধ, আলো, শব্দ। কত মানুষের গা-ঢালা চলাফেরা।

অমূল্যদার বড় মেয়েটিকে একেবারে মা লক্ষ্মীর মতো দেখতে ছিল। একদিন নিজেই নিজের সম্বন্ধ করে ফেললুম। অমূল্যদাকে বললুম। বলতেই চমকে উঠলেন। বললেন, 'খুবই ভাল মেয়ে। লেখাপড়াতেও ভাল। গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। একগাদা টিউশানি করে; কিন্তু তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে, তোমারই

www.BanglaBook.org

বিপদ হবে। প্রথমত, তোমার বাবা মেনে নিতে পারবেন না। মেয়েকে মেনে নিলেও, আমাকে, আমার পরিবারকে মেনে নিতে পারবেন না। তোমাদের ঘর আলাদা। দ্বিতীয়ত, আমার মৃত্যুর পর এই বিশাল পরিবার তোমার দ্বারস্থ হবেই। তখন তুমি সামলাতে পারবে না। তৃতীয়ত, আমার মেয়ে আমার কাছে একেবারেই পর হয়ে যাবে। কোনও সম্পর্কই থাকবে না। বিয়েটা বিয়ে হবে না, হবে অনুগ্রহ। মাঠকোঠার মেয়ে মাঠকোঠাতেই আশ্রয় পাবে। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

আমি কিছু মনে করিনি। একটা দুঃখ আমার হয়েছিল। আমি বেশ বুঝে গিয়েছিলুম, সংসার আমার হবে না। আমি ভাঙ্গা সংসারের ফাটা বাঁশি। আমার মন আমি দেখাতে পারলুম না কারোকে। যখনই আমার মন কেঁদেছে, তখনই শুনতে হয়েছে, ওটা তোমার দুঃখ নয়, করুণা, অনুগ্রহ, বাহাদুরি দেখাবার ইচ্ছা।

কয়েক বছরের মধ্যেই অমূল্যদা রিটায়ার করে চলে গেলেন। তাঁর সেই ঢেঁকি-কাঠের চেয়ারে এক তরুণী এসে বসলেন। আমাদের বড়বাবুর বড় মেয়ে। অমূল্যদাকে বলেছিলুম, আপনার মেয়ের জন্যে একবার চেষ্টা করুন না। তিনি বলেছিলেন, পরিবেশ ভাল নয়। শিক্ষকতাই ভাল। ভদ্রলোক তাঁর আদর্শ নিয়ে ফিরে গেলেন, বিশাল, বিক্ষিপ্ত সংসারে। এক স্নেহময়ী সেই চেয়ারে এসে বসলেও, সেই স্নেহময় মানুষটির অভাব রয়েই গেল।

হঠাৎ একদিন মনে হল, অমূল্যদাকে একবার দেখে আসি। সেদিন শনিবার। একটা ট্রাম ধরে খিদিরপুর চলে গেলুম। ট্রামে রেসুড়েদের ভিড়। অনবরত ঘোড়ার কথা শুনতে শুনতে স্টপেজে গিয়ে নামলুম। অনেক দিন দেখিনি অতিশয় সেই বৃদ্ধ মানুষটিকে। বুকের ভেতরটা কেমন করছিল। গলিঘুঁজি পেরিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছলুম। সামনেই সেই মাঠকোঠা। দালানে বসে আছে অমূল্যদার মেয়ে। সামনে একদল ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। আমাকে একদিনই দেখেছিল, তবু চিনতে পারল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললে, 'বাবা তো নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

তার চোখ দিয়ে জল উপচে পড়ল। বুঝতে পারলুম কোথায় গেছেন! দাওয়ার একপাশে বসে পড়লুম। শুধু চা খেয়ে একজন মানুষ আর কত দিন বাঁচতে পারে! মেয়ের মা এসে বললেন, 'আপনার কথা রোজই বলত। আপনার জন্যে ছোট্ট একটা জিনিস রেখে গেছে।' ভদ্রমহিলা মেয়েকে বললেন, 'নিয়ে আয় তো!' কাগজের মোড়ক খুলতেই, পুরনো আমলের একটা পার্কার

www.BanglaBook.org

কলম বেরলো। কলমটা জড়ানো ছিল একটা চিঠি দিয়ে। সুন্দর হাতের লেখা, 'যদি তুমি আস কোনওদিন তাই রেখে গেলুম। এটি আমার প্রাচুর্যের দিনের সাক্ষী। একমাত্র তুমিই এর মর্যাদা দিতে পারবে। এ পরিবারে তেমন কেউ নেই। এই কলমে তুমি আমাকে একটি চিঠি দিও, যে-চিঠি আমি পাব না কোনও দিন। আমি হেরে গিয়ে হারিয়ে গেলুম। জেনে রাখো, তোমাকে আমি আমার ছেলে বলেই মনে করতুম। মনে করায় তো কোনও বাধা নেই। মনের তো কোনও দারিদ্র্য থাকে না। পার্থজগতে দেখা হবার কোনও আশা নেই, পরলোক বলে যদি কিছু থাকে দেখা হবে।'

চিঠিটা পড়ে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলুম। পুত্রের কর্তব্য তো পালন করিনি। সরকারী অফিসের সাধারণ একজন কর্মচারী। অবসর নিয়ে চলে যাওয়া মানেই মরে যাওয়া। অনেকের একজন। কে আর তার খবর রাখে! অমূল্যদার শেষ শয্যাটা একবার দেখতে চেয়েছিলুম। সে তো ভূমিশয্যা। ভদ্রলোকের একটা ছবি পর্যন্ত ছিল না। একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। অনেক সঙ্কোচে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলুম। অমূল্যদার স্ত্রী নিলেন না। অমূল্যদার নির্দেশ ছিল, দান গ্রহণ করবে না। উপবাস সাত্ত্বিক, দান তামসিক।

চিরকালের জন্যে ফিরে এসেছিলুম সেই বাড়ি থেকে। সে অনেক দিন আগের কথা। জানি না, সেই মাঠ, মাঠকোঠা আজও আছে কি না, বৃহৎ কলকাতার একপাশে। অমূল্যদার বংশধরেরাই বা কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল! কোথায় গেল সেই লক্ষ্মীপ্রতিমা। তারও তো বয়স হল অনেক।

আমার সেই সাবেক বাড়ির সামনের ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে যখন বাজারের দিকে যাই, তখন একটা জায়গায় থমকে দাঁড়াই। বন্ধ একটা দোকানের সামনে একটু উঁচুতে বিবর্ণ একটা সাইনবোর্ড হেলে আছে। দু'একটা অক্ষর বোঝা যায় মাত্র। এই সেই নারাণকাকুর দোকান। ক্রাচটা দেয়ালে হেলিয়ে রেখে একটা টুলে সোজা হয়ে বসে থাকতেন খদ্দেরের আশায়। কোথায় খদ্দের! মনিহারি দোকান দিয়ে শুরু করেছিলেন। সারাদিনে সাতটাকা বিক্রি। পরে যোগ করলেন ইলেকট্রিক মেরামতি। তখন একটু খদ্দেরপাতি দেখা গেল। গেলে কি হবে, ইলেকট্রিকের কাজের জন্যে যে-বন্ধুকে এনেছিলেন, তিনিই সব টাকা নিয়ে নিতেন। দোকান বন্ধ করে নারাণকাকু রাতে বাড়ি ফিরে এসেছেন। আমরা সবাই খেতে বসেছি। হঠাৎ ছোটকর্তার নজরে পড়ল। জিজ্ঞেস করলেন, 'নারাণ তোমার কপালের মাঝখানে ওটা কি?' নারাণকাকুর কপালের মাঝখানে একটা ফুটো। ভুসভুস ছাই ঝরছে। নারাণকাকু অম্লান বদনে বললেন, 'দেখলুম, আমার

www.BanglaBook.org

কপালে কি আছে ! তাতাল দিয়ে পোড়ালুম। কপালে শুধু ছাই আছে। ছাই। মুঠে মুঠো ছাই।' ছোটকর্তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা সরল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি সেদিন চোখের জল চাপতে পারিনি। নারাণকাকুকে আমি বলেছিলুম, 'আপনিও ব্যাচেলার আমিও ব্যাচেলার, অত ভাবছেন কেন ? আমাদের ঠিকই চলে যাবে।' বড় বনেদী ঘরের ছেলে। বড় মন, লম্বা খরচের হাত। শীতে কেউ কষ্ট পাচ্ছে, দামীশালটা নিজের গা থেকে খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। পরের দিনই সে সেটা বিক্রি করে দিয়ে আবার উদোম হয়ে গেল। কার সংসার চলছে না। পকেট ঝেড়ে সব টাকা দিয়ে এসে, নিজে তিন দিন উপোস করে রইলেন। পৃথিবীর কিছু মানুষ থাকে দেওয়ার দিকে, আর কিছু থাকে নেওয়ার দিকে। আর এই দেওয়া-নেওয়ার মাঝখানে একদল টেনিস খেলার নেটের মতো ঝুলে থাকে। থেকে থেকে মরে যায়। আমার কথা তাঁর ভাল লাগল না। কারোর কাছে তিনি নত হবেন না।

দোকান বন্ধ হয়ে গেল। কিছু টাকা গেল জলে। একদিন সকালে দোকানের সামনে বিশাল লাইন। ক্রেতার নয়, গ্রহীতার। সব জিনিস বিলিয়ে দেবেন। লাইনটা মিনিট পনের ছিল, তারপরেই সব লুটপাট। শ দুয়েক লোক দোকানটাকে প্রায় গুঁড়িয়ে দিল। শো-কেশ, দেয়ালের র‍্যাক, চেয়ার, টেবিল সব হাওয়া। মেঝেতে নারাণকাকু চিৎপাত। কপাল থেঁতো। ছেঁড়া জামা। ক্রাচটা একপাশে পড়ে আছে। আমরা ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলুম। সামনের দুটো দাঁতও ভেঙে গেছে।

নারাণকাকু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলে গেলেন। শুধু বলে গেলেন, 'আমি আসছি। এই আকাশের তলায় তো কিছু হল না, দেখি অন্য আকাশের তলায় কি হয়।' সেই যে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। সিন্দুক ভর্তি জ্যোতিষীর বই পড়ে রইল আমাদের নিচের ঘরে। চৌবাচ্চার ভেতর থেকে আবিষ্কার করলুম তাঁর একজোড়া প্রায় নতুন নিউকাট। জানালা আর বাক্সর মাঝের খাঁজ থেকে বেরল তালগোল পাকানো সাধের সিল্কের পাঞ্জাবি। একটা নোটবুক। তাইতে রাজ্যের হিসেব। যত লোক তাঁর কাছে টাকা ধার নিয়েছিলেন, তাঁদের নাম। যোগ দিয়ে দেখেছিলুম সে অনেক টাকা। ভীষণ মন খারাপ হত। আমাকে কত কি শেখাবেন বলেছিলেন—সম্মোহন, জ্যোতিষী। বলেছিলেন, তোমার জন্মসময়ে ভুল আছে। আমি একটা করকোষ্ঠী করে দেখব, কেন ফল এমন উল্টোপাল্টা হচ্ছে !

ছোটকর্তা ছিলেন মায়ামুক্ত, বৈদান্তিক পুরুষ। তিনি কোনও কিছুই গ্রাহ্য

www.BanglaBook.org

করতেন না। আমি একদিন খুঁজে খুঁজে তাঁর শ্রীরামপুরের বাড়িতে গেলুম। শীতের দুপুর। পুকুরের পাড় দিয়ে আম, জামরুলের ছায়ায়, ছায়ায় নারাণকাকুর সাবেক বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর দাদা উঠনে বসে সাইকেলের চাকায় এক, এক ফোঁটা তেল দিচ্ছেন আর বাঁইবাঁই করে ঘোরাচ্ছেন। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। একটা চকরবকর লুঙ্গি আর একটা পাঞ্জাবি পরেছিলেন। ফর্সা, পাতলা চেহারা। বার্মিজদের মতো দেখতে। শুনেছিলুম ভদ্রলোক রঙমহলে অভিনয় করেন। এই বেশি বয়েসে এক সহঅভিনেত্রীকে বিয়ে করেছেন। উঠোনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা তার টাঙানো। একাধিক। সেই তারে পরপর ছোট বড় কাঁথা ঝুলছে। উঠোনের ডানপাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। ভাঙ্গা, ভাঙ্গা সিঁড়ি। সিঁড়ির হাতলে রবার ক্লথ আর কাঁথার সারি। এক লহমায় সব দেখে নিলুম। ওই দৃশ্য দেখে ভদ্রলোকের ওপর আমার আর কোনও শ্রদ্ধা রইল না। অমন একটা শীতের শীতোষ্ণ দুপুর মূত্রগন্ধী হয়ে বসে আছে।

ভদ্রলোক উঠে এসে বললেন, 'কি চাই?'

আমার সামান্য পরিচয় দিয়ে নারাণকাকুর কথা জিজ্ঞেস করলুম। কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, দেওয়া হল না। দোতলায় সানাই বেজে উঠল। জোড়া পোঁ। ভদ্রলোক বললেন, 'দাঁড়াও ভাই।' তীরবেগে দৌড়লেন দোতলায়। দোতলায় একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোক এ-কোলে একটা ও-কোলে একটা শিশু নিয়ে সামনেটায় বেরিয়ে এসে, নানারকম শব্দ করে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সে এক অসম্ভব ব্যাপার। তারা নানা সুরে খেলিয়ে খেলিয়ে কাঁদতে লাগল। মাঝে, মাঝে আবার হ্যাঁচকা মারছে। মাছের মতো পিছলে যেতে চাইছে। ভদ্রলোক ওই অবস্থায় সিঁড়ির মাথায় এসে বললেন—'নারাণের খবর আমরা কিছু জানি না, জানতে চাইও না।'

আমি সেই অপূর্ব দৃশ্য আর নাকে সেই দুর্গন্ধ নিয়ে ফিরে এলুম। এক অভিনেতাকে দেখলুম বটে। কোলে ব্যাগপাইপ নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছেন দোতলায়। তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী কোন সুরলোকে বায়ুবদলে গেছেন কে জানে? নেতাজীর অন্তর্ধানের মতো নারাণকাকুর অন্তর্ধানও এক রহস্য হয়ে রইল। নারাণকাকুর পক্ষে কোনও কিছুই অসম্ভব ছিল না। একবার কয়েক ভরি আফিম খেয়ে ট্রেনের কামরার ওপরের বাঙ্কে শুয়েছিলেন। হরিদ্বারে মড়া ভেবে দেরাদুনে চালান করে দিয়েছিল। হঠাৎ চোখ পিটপিট করে উঠে বসে বললেন, 'আমি কোথায়?' তিনটে লোক ভূত ভেবে চোঁচাঁ দৌড় মারল। আত্মহত্যায়

www.BanglaBook.org

তিনবার ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রথমবার গলায় দড়ি দিতে গিয়ে হুকসুদ্ধ উপড়ে, পুরনো ছাতের খানিকটা খুলে নিয়ে মাটিতে নেমে এসেছিলেন। গাঁটের কড়ি খরচ করে সেই ছাত মেরামত করতে হয়েছিল পরের দিনই। আর একবার রেললাইনে মাথা দিয়ে চোখ বুজিয়ে শুয়েছিলেন, হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিল। রেলগাড়ি বেরিয়ে গেল পাশের লাইন দিয়ে। একজন লোক লাইন পেরোতে পেরোতে বলেছিল—খুব বাঁচা বেঁচে গেলে দাদা। আত্মহননের একটা প্রবল ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিলই। শেষবার হয় তো সফল হয়েছিলেন। কোথাও কোনও পাহাড়ে, পাথরের পাশে তাঁর ক্রাচটিকে শুইয়ে রেখে গড়িয়ে পড়েছিলেন খাদে। পড়ার সময় হা, হা করে হাসাটাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র ছিল না। অনেকের অনেক রকম আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল কোনওরকমে মরা।

ছোটকর্তা চারপাশে তাকিয়ে একদিন বললেন, 'একে বলে গুড ট্রিমিং। সব ছেঁটেছুঁটে একটি কাণ্ড আর একটি শাখা। তুমি আর আমি। আর মুকুজ্যেমশাই। সংসারটা এতদিনে একটা স্থায়ী চেহারা নিয়েছে। কোনও ঝামেলা নেই। সাধনভজন, জ্ঞানান্বেষণ।'

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'হাইটাইম। বিলুর একটা বিয়ে।'

'কেন, ও কি আর সামলাতে পারছে না!'

লজ্জায়, সঙ্গে, সঙ্গে আমার স্থানত্যাগ। ছোটকর্তা মাঝে মাঝে বড় আঁতে ঘা মেরে কথা বলেন। বিয়ের তেমন কোনও প্রয়োজন আমি কখনই বোধ করিনি। সবই তো সেই পণ্ডিতমশাইয়ের, তদ্রূপ। পণ্ডিতমশাই কৌতূহল চাপতে না পেরে চাদর মুড়ি দিয়ে বেশ্যালয়ে গমন করেছিলেন। ফিরে আসার সময় ধরা পড়ে গেলেন। প্রশ্ন করা হল, কেমন অভিজ্ঞতা। পণ্ডিতমশাই বললেন তদ্রূপ, তদবর্ণ, তদগন্ধ। হয়ে গেল, সার কথা।

মুকুজ্যেমশাই বললেন, 'কার কাছে রেখে যাবো ছেলেটাকে?'

ছোটকর্তার জবাব, 'ঈশ্বরের কাছে। রাখনেঅলা, আর মারনেঅলা সেই এক ঈশ্বর।'

মুকুজ্যেমশাই ছিলেন মজলিশ মারা মানুষ। তিনি বললেন, 'ওয়া, ওয়া।'

আমাকে তখন নাস্তানাবুদ করে মারছে, আমাদের অফিসের সেই মহিলা টাইপিস্ট। অমূল্যদা যার সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে গিয়েছিলেন। সে তখন অতিশয় বিবাহকাতর। ওড়াউড়িতে ক্লান্ত। একটা ডাল চাইছে বসার। পাখির বয়েস বাড়ছে। পাখির পালকের জেল্লা কমছে। পাখির ঝোঁটন কমছে। পাখির চোখের চমকানি স্থির হয়ে আসছে। পাখি দেখছে রাত নামছে, এইবার বাসা

www.BanglaBook.org

চাই। সে বসে আমার উল্টো দিকে ; কিন্তু তার চিঠি আসে আমার কাছে ডাকে। চিঠির পর চিঠি। অভিযোগ, কাব্য, কান্না, সমর্পণ, ক্রোধ, বিতৃষ্ণা, গালি, অন্তহীন প্রলাপ। সে আসে। আমার দিকে পেছন ফিরে বসে। সারাদিন টাইপ করে। দিনের শেষে ফড়ফড় করে চলে যায়। একটা করুণ চিঠিতে সে লিখলে, 'ওই বুড়োটা (অর্থাৎ অমূল্যদা) আপনাকে যা-তা বলে গেছে আমার সম্পর্কে। বলতেই পারে। চাকরিটা পাবার জন্যে আমাকে একটু কেরামতি দেখাতে হয়েছিল। ওটা আমার স্বভাব নয়, আমার অভিনয়। আমি আপনাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি। বিশ্বাস করুন আমার সব আছে।'

চিঠিটা হাতে আসার পর খুব ইচ্ছে হয়েছিল একটা জবাব দি। কেউ এইভাবে কাঁদলে স্থির থাকা যায় না। চিঠি শুরুও করেছিলুম, অমূল্যদার কণ্ঠস্বর, সাবধান! তুমি ছাড়া, আরও অনেকে আছে। ঈশ্বর আমাকে অন্যভাবে বাঁচালেন। আমার চাকরিটা বদলে গেল। সরকারী থেকে হয়ে গেল বেসরকারী। মনে কিন্তু একটা ক্ষত রয়ে গেল। একটা প্রাণ, একটা অনুভূতি, এমন একটা আত্মনিবেদনের আমি কোনও মর্যাদা দিলুম না। আমাকে যারা চালালেন, তাঁরা আমার চলাটুকু রেখে হাত ছেড়ে পালালেন। বললেন, আমাদের সময় হয়ে গেছে, আমরা আসি। তোমার পথটুকু তুমি চলে এস।

আমার তো এখন সময় কাটে না। বৃদ্ধ গরুর মতো টুকটুক করে এখানে ওখানে যাই। সেদিন ধুঁকতে ধুঁকতে দক্ষিণেশ্বরে গেলুম। দক্ষিণেশ্বর তো শুধু মন্দির নয়। ইতিহাস! গেলেই মনটা ভাল হয়ে যায়। মনে হয় একটা সঙ্গে পড়েছি। কিছুক্ষণের জন্যে আমি আর একা নই। উজ্জ্বল অতীত এসে আমার হাত ধরেছে। সকালবেলা। জ্বল, জ্বলে রোদে দিনটা যেন গলেগলে পড়ছে। নাটমন্দিরের লম্বা সিঁড়িতে। পাশাপাশি দুটি মূর্তি। এক প্রবীণ আর এক প্রবীণা। প্রথমে গ্রাহ্য করিনি, পরে মনে হল প্রবীণাটি যেন চেনাচেনা। কোথায় যেন দেখেছি। মনে হওয়ামাত্রই আর একবার তাকালুম। মহিলাটি হেসে আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি আমার সেই শ্লথ গতিতে দু'জনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। তখন চিনতে পারিনি। মনে হচ্ছে চেনা। খুবই চেনা। অসম্ভব বড়বড় দুটো চোখ। বকফুলের মতো নাক। মুখটেপা সেই হাসি।

প্রবীণা জিজ্ঞেস করলেন, 'চিনতে পেরেছেন?'

গলাটা শোনামাত্রই চিনতে পারলুম। সেই টাইপিস্ট ভদ্রমহিলা। আগের মতো আমি আর চটপটে নেই। তড়বড় করে কথা বলতেও পারি না। আমার বুঝতে সময় লাগে, আমার ধরতে সময় লাগে। আমার চোখ গেছে, দাঁত গেছে,

www.BanglaBook.org

স্মৃতিটাই কেবল আছে। বললুম, 'মনে হয় চিনতে পেরেছি। একসঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি আমরা একই অফিসে।'

মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। ধাপে, ধাপে নেমে এলেন নিচে। আমার হাত দুটো দু'হাতে ধরে সেই প্রবীণের দিকে ফিরে বললেন, 'জানো এর প্রেমে আমি একদিন পাগল হয়েছিলুম।' আমার দিকে ফিরে একমুখ হেসে বললেন, 'কি গো, বলো না, হইনি ? অন্তত, কমসে কম একশো চিঠি লিখেছি।'

আমি উদাসভাবে বললুম, 'তা হবে।'

প্রবীণমানুষটি বললেন, 'আপনি মশাই আমাকে সারাটা জীবন বহুত জ্বালিয়েছেন। কোথায় আপনি, কোথায় আমি, জানতুম না কিছুই। শুধু বুঝতুম আমার সহধর্মিণীকে কেউ অধিকার করে আছে। আজ চর্মচক্ষে তাকে দেখার সৌভাগ্য হল। আপনিই সেই ভাগ্যবান ! আসুন, বসে পড়ুন আমাদের পাশে। আমরা তো সব পারের যাত্রী !'

আমার সেই প্রেমিকা আমার হাত ধরে, ধরে সোপান শ্রেণী উত্তীর্ণ করালেন। বসলুম তাদের পাশে। হঠাৎ মনে হল মেয়েটি সেবিকা। হঠাৎ মনে হল, সেই সময় আমি যদি সাহস করে সিদ্ধান্তে আসতে পারতুম, তাহলে জীবনটা এমন নিঃসঙ্গ, মরুভূমি হত না।

মহিলা বললেন, 'তোমার কথা কিছু বল, আমার কথা কিছু বলি।'

আকাশের দিকে তাকালুম। বড় নীল। ভীষণ আলো। আকাশের বয়েস বাড়ে না। কি কথা বলব ? বলার কি আছে ! সবই তো সেই এক কথা। নিজের হাতের দিকে তাকালুম। বহুবছর আগে ইথারে পুড়ে গিয়েছিল। কোঁচকানো চামড়া আরও কুঁচকে গেছে। হঠাৎ দুটো লাইন আমার মাথায় এসে গেল। হঠাৎ হঠাৎ আসে যৌবনের অনুধ্যান,

Men have died from time to time and worms have eaten them/but not for love.

মহিলা বললেন, 'আজ একটা সত্য কথা বলবে, তুমি আমাকে কি ভেবেছিলে ?'

চুপ করে বসে রইলুম। সত্যিই কি কিছু ভেবেছিলুম। হয় তো ভেবেছিলুম। বললুম,

'তখনকার ভাবনা, এখন আর নেই। সে মন হারিয়ে গেছে।'

'বিয়ে তো করোনি বলেই মনে হচ্ছে !'

করেছিলুম, বালক বয়সে।'

www.BanglaBook.org

'কোথায় তিনি ?'

'সে আমার হাতে একটা পুতুল ধরিয়ে দিয়ে এই পৃথিবীতেই হারিয়ে গেছে।'

'তুমি যে আমাকে অপমান করেছিলে, তা কি মনে আছে ?'

'আমি তোমাকে অপমান করিনি, আমি একজনের নির্দেশ পালন করেছি।'

'কে সে ? বুড়ো অমূল্য ?'

'না। গোয়েন্দা-গল্পে যাকে খুনী মনে হয়, সে যেমন খুনী হয় না, এও সেইরকম। তিনি আমার পিতা। তিনি পছন্দ করতেন না আমি বিয়ে করি।'

মেয়েটি হা হা করে হাসতে, হাসতে জীবনের শেষ আঘাতটি হেনে গেল। বললে, 'রামভক্ত হনুমান শোনা ছিল, বাপ ভক্ত গাধা এই একবারই দেখলুম।'

আমি আমার নড়বড়ে শরীর আর ছানিপড়া দৃষ্টি নিয়ে ফিরে এলুম। ওরা পেছন থেকে দেখল। আবার আমার মনে পড়ল দুটি লাইন। আমার পিতার মানে ছোটকর্তার নোট খাতায় আছে,

He that is down need fear nofall
He that is low no pride.

লাইন দুটির পাশে ছোট্ট নোট, শ্রীচৈতন্যর উক্তি, তৃণাদপি সুনীচেন-র প্রতিধ্বনি। সব মহামানবেরই সমচিন্তা।

রাতে আজকাল আমাকে জাগতে হয়। আমার সঙ্গী বড় অসুস্থ। সে আমার বন্ধু, সে আমার গুরু, সে এক ব্রহ্মচারী। ছোটকর্তা জীবনের শেষদিকে বাড়ি এলেন একদিন, কোলে একটি কুকুর ছানা নিয়ে। বাদামী রঙ। মিষ্টি মুখ। প্রথম থেকেই সে আমার কাছে শুত। লেপের তলায় কোলের কাছে। ভাবত আমিই তার মা। সারারাত আমার পাজামার দড়িটা চুষত। সেই কুকুর ক্রমে বড় হল। বড় মানে বিশাল বড়। তেমনি তার তেজ। আমাদের দুঃখসুখের সাথী। একটু এ-পাশ, ও-পাশ হবার উপায় ছিল না। ছোটকর্তাকে বারসাতেক কামড়েছিল আমাকে বার তিনেক। তার মধ্যে একবার প্রবলভাবে। কুকুর বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, বড় মুডি কুকুর। কুকুরটি ছিল পুরুষ। জীবনে স্ত্রীসঙ্গ করেনি। আজীবন ব্রহ্মচারী। শেষটায় সন্ন্যাসীর মতো হয়ে গিয়েছিল। কুকুরটার নাম রেখেছিলেন, টম। টম তিনবার তিনতলার ছাত থেকে লাফ মেরেছিল বাগানের গরু তাড়াতে। প্রথমবার লাফ মারায় সামনের পা ভেঙে গেল। মুখে এমন লাগল, একমাস স্বরবন্ধ। কম্বল জড়িয়ে তাকে তুলে এনে বিছানায় শোয়ালুম। কারোকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না, এমন কি ডাক্তারকেও নয়। ডাক্তারবাবু দূর থেকে চিকিৎসা করে গেলেন। ওই অবস্থায় ছোটকর্তাকে সামনে দেখে বিছানা থেকে নেমে খোঁড়াতে, খোঁড়াতে এগোচ্ছে। বুকের ওপর দু'পা তুলে আদর

www.BanglaBook.org

জানাবে। সে-যাত্রা সেরে উঠল। ছাতের পাচিল উঁচু করা হল। বছর না ঘুরতেই আবার লাফ। এবার পড়ল গাছের ডাল ভেদ করে। কম লাগল ; কিন্তু চোট লাগা পাটা আর একটু জখম হল। পাচিল আরও একটু উঁচু করা হল। লাফও তেমনি বড় হল। তৃতীয়বার পড়ল বারান্দার ছাতে। এই শেষ পতনে সে খুবই কাবু হয়ে গেল। উচ্চতার বোধ এল। তার আর লাফাবার ক্ষমতা রইল না। ছোটকর্তা ঠাকুর ঘরে পূজো করতেন, টম বসে থাকত দরজার-বাইরে। প্রসাদ খাবে। শাঁখ বাজলে টমও শাঁখ বাজাত মুখে। টম ছিল ছোটকর্তার অতন্দ্র প্রহরী।

ছোটকর্তা অসুস্থ হলেন। জীবনের প্রথম ও শেষ অসুস্থ। তাঁর খাটে উঠে স্থির হয়ে বসলেন। নৌকো যেন ঘাটে বাঁধা হল। তিনি আসন করে বসলেন। দুরারোগ্য ক্যানসার। খাদ্যনালীতে। নাকে একটা নল পরানো হল। সেই নলে চালান হত তরল খাদ্য। ঘর ভরে আছে গুণমুগ্ধ মানুষে। সেই সমাবেশে আছেন সাধু-সন্ত, গায়ক, গায়িকা, আছেন চিকিৎসক। গান হচ্ছে, পাঠ হচ্ছে। রঙ্গ, রসিকতা হচ্ছে। আলোচনা হচ্ছে, বিতর্ক হচ্ছে। আর ছাতের সিঁড়ির ওপরের ধাপে বসে আছে টম। সেইখান থেকে স্পষ্ট দেখা যেত ছোটকর্তার ঘর। ডগ-গেট দিয়ে আটকান না থাকলে সে সোজা নেমে আসতে পারত। ওইখানে বসে বসেই সে ছোটকর্তার চলে যাওয়া দেখল। ছোটকর্তাকে যখন ধরাধরি করে নিচে নামান হল, টম তখন তার নাকটা গেটে ঠেকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল। দু'চোখে জলের ধারা। ধীরেধীরে ছাতে উঠে গিয়ে শাঁখ বাজাতে লাগল আকাশের দিকে মুখ তুলে। ছাতই হল তার আশ্রয়। নির্জন, নিরালা ছাতে এক একা ঘোরে। সূর্যাস্তের সময় চুপ করে বসে থাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে। ঠাকুরঘরের সামনে পাহারা দেয়। মুখ থুবড়ে শুয়ে থাকে। নিচে নামাতে চাইলেও নামে না। একদিন কি খেয়াল হল, নেমে এল ছোটকর্তার ঘরে। সারা ঘরটা ঘুরে, ঘুরে দেখল। ঘরের মাঝখানে বসে তাকিয়ে রইল শূন্য খাটের দিকে। ধীরে, ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেল ছাতে। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। সেইদিন ছিল ছোটকর্তার মৃত্যুদিবস।

সেই টম আজ মৃত্যুশয্যায়। সামনের দুটো পা পড়ে গেছে। উঠতে পারে না। সব দাঁত পড়ে গেছে। তার তীক্ষ্ণ কান নষ্ট হয়ে গেছে। চোখ দুটো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পা দুটো পড়ে যাবার আগে, তার ঘাড়টা বেঁকে গিয়েছিল। সেই বাঁকা ঘাড় নিয়ে সে তাকিয়ে, তাকিয়ে দেখত, চারপাশে কি হচ্ছে ! পৃথিবী তাকে ফেলে কেমন করে এগিয়ে যাচ্ছে ! হাঁটার শক্তি ছিল না, তবু চেষ্টা করত হাঁটার

www.BanglaBook.org

আর উল্টে, উল্টে পড়ে যেত। আমি তাকে তুলে দাঁড় করাতে, করাতে বলতুম, 'টম আস্তে, আস্তে, অত তাড়াহুড়ো করে! তোমার বয়স হয়েছে।' তার কণ্ঠস্বর চলে গিয়েছিল। সে করুণ চোখে তাকাত আমার দিকে, অজস্র প্রশ্ন নিয়ে। আমি যে ছ'ফুট পাঁচিল অক্লেশে লাফিয়ে পার হয়েছি। আমি যে ঝড়ের বেগে একসময় ছুটেছি। ভারি গলায় কত ধমকেছি! এখন কেন পারছি না! এমন কি, তোমাকে দেখে আনন্দে আমার যে লেজ নাড়া, সেটাও তো আসছে না! আমি এক নীরব, নির্বাক সময়ের স্তূপ।

দুঃখ কোরো না টম। এইরকমই হয়। সব প্রাণীরই শেষটা এইরকম। জরা এসে যৌবনের গলা টিপে ধরে। তোমার আয়ু তো তুমি শেষ করে বসে আছ টম। তোমার ষোলবছর হয়ে গেছে। এ তো তোমার বর্ধিত বাঁচা। তুমি ব্রহ্মচারী ছিলে বলে, এ তোমার আয়ুর পুরস্কার।

একটা রবার ক্লথে টম শুয়ে আছে মুখ থুবড়ে। সামনের অবশ পা দুটো পেতে রেখেছে। বৃহৎ একটা গিরগিটির মতো পড়ে থাকার ভঙ্গি। একটা ইউরিন ব্যাগ এনে লাগিয়ে দিয়েছি। তরল ছাড়া কিছুই সে খেতে পারছে না। কখনও স্যুপ খাওয়াচ্ছি, কখনও দুধে সন্দেশ গুলে দিচ্ছি। আগে মুখের কাছে ধরলে মাথাটা অতি কষ্টে তুলে খেতে পারছিল। এখন আর তাও পারে না। চামচে করে খাওয়াতে হচ্ছে। গলা পড়ে গেলেও, একটা শব্দ করতে পারে। কান্নার শব্দ। অস্বস্তি হলেই মানুষের মতো কাঁদে। কখনও আচ্ছন্ন, কখনও সজাগ। মানুষ হলে বুঝতে পারত, কি হতে চলেছে! টম বুঝতে পারে না। কপালের দিকে চোখ তুলে তাকায়। নীরব প্রশ্ন কি হল বলো তো! কোথায় গেল আমার সেই দিন! আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। কোথায় গেল আমার সেই দিন!

রাতে টম বার কতক কাঁদে। হয় জল তেষ্টা পায়। নয় তো তার মনে পড়ে যায় অতীত দিনের কথা! নয় তো তার প্রয়োজন হয় বেডপ্যানের। এক বৃদ্ধের সেবায় আর এক বৃদ্ধ! মুখ থুবড়ে শুয়ে থাকলেও সময় চলছে। একটু আগেই টমকে পাউডার মাখিয়েছি। দু'চামচ গ্লুকোজ খাইয়েছি। এখন আমার একটু বিশ্রাম।

বুকে হাত রেখে শুয়ে আছি। হঠাৎ চোখ চলে গেল সেই পুতুলটার দিকে। যত্নে রেখেছি। একটা স্মৃতি। সেই কোন শৈশবে আমার বাল্যসঙ্গিনী এটি উপহার দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। কয়েক দিন ঝাড়া মোছা হয়নি। তাক থেকে পুতুলটিকে নামিয়ে আনলুম। ফাঁপা একটা পুতুল। রঙের জেল্লা অনেক কমে

www.BanglaBook.org

এসেছে। তা পুতুলটারও তো কম বয়স হল না! হঠাৎ নজরে পড়ল পুতুলটার ভেতরে একটা কাগজ গোঁজা। তলার ফাঁপা, ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে ঢোকানো হয়েছে। আশ্চর্য! এতদিন কেন নজরে পড়েনি! আঙুল ঢুকিয়ে কাগজটা বের করে আনলুম। এক টুকরো কাগজ। মাটির আবরণে থাকার ফলে কাগজটা বয়সের হাত এড়াতে পেরেছে। কিছু একটা লেখা আছে। চশমাটা চোখে লাগিয়ে পড়ার চেষ্টা করলুম। গোটা গোটা অক্ষরের একটি মাত্র লাইন—'আমি গীতা।'

পুতুলটা একসময় ছিল, লাল টুকটুকে একটা বউ। ঝুলনের মেলা থেকে গীতা কিনেছিল। 'আমি গীতা।' কোথায় সে? কোন আকাশের তলায়! বহুকাল আগে এ-পাড়ার বসবাস গুটিয়ে তার মামারা চলে গেছেন। তারও আগে চলে গেছে গীতা তার মায়ের সঙ্গে। আর তো তার কোনও খোঁজ রাখিনি। মেজকর্তাকে আবদার করেছিলুম গীতাকে আমি বিয়ে করব। কাগজটা সাবধানে আবার ঢুকিয়ে রাখলুম। 'আমি গীতা।' 'আমার গীতা'। রঙচটা পুতুলটার মূল্য আরও বেড়ে গেল। আমার শৈশব প্রেমের মনুমেন্ট।

ঝেড়ে মুছে পুতুলটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিলুম। টম এখন ঘুমোচ্ছে। আবার আমি ফিরে এলুম আমার বিছানায়। আমি এখন সত্যিই একটা গরু। রোমন্থন করি। আমার গলকম্বলে জমা আছে জীবনের যত ঘটনা। মনের দাঁতে সেই সব স্মৃতি আমি চিবোই। গীতাকে খুঁজে বেড়াই মনে, মনে। কোথায় কার ঘরে সুগৃহিণী হয়ে বসে আছে! রাখালের মতো সংসার চালাচ্ছে! কি ছবি হয়ে দেয়ালে ঝুলছে। যদি কোনওভাবে একবার দেখা হত তার সঙ্গে? সে আর হবার নয়। এ জীবনটা এই ভাবেই গেল। কোথায় আমার বোসদা!

সে বেশ হল! গোটা পনের গল্প আমি লিখেছিলুম। আদর্শবাদী, বেহিসাবী এক প্রকাশকও পেয়েছিলুম। নতুন লেখককে সাহিত্যের আকাশে তিনি নক্ষত্র করবেন। একটা সঙ্কলন বেরল। বইটা উৎসর্গ করেছিলুম বোসদাকে। বই, মিষ্টি, ফুলের মালা নিয়ে খুঁজে খুঁজে গেলুম। সে এক বাড়ির ভেতর বাড়ি পদ্মপুকুরে। বেল বাজালুম। বুদ্ধিদীপ্ত এক তরুণী দরজা খুলল। চোখে সোনালি চশমা। বোসদার কথা জিজ্ঞেস করলুম। মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আপনি বোধহয় অনেক দিন পরে আসছেন?'

'আমি তাঁর সঙ্গে একসময় কাজ করতুম।'

জ্যাঠামশাই তিন বছর হল মারা গেছেন।'

সময়টা সন্ধে, সন্ধে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

www.BanglaBook.org

মেয়েটি বললে, 'ভেতরে আসবেন ?'

'আমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি ?'

তিনি যে বিয়ে করেননি।' মেয়েটি অসহায়ের মতো বললে।

'আচ্ছা, তাঁর কোনও ছবি আছে ?'

'তা আছে।'

দেয়ালে বোসদার একটি বড় ছবি। সেই মুখ টেপা হাসি। ফিসফিস কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলুম,

'তোমার বই বেরল বুঝি ?'

আমি মালাটা ছবিতে পরিয়ে দিলুম। বই আর মিষ্টির প্যাকেটটা টেবিলে রেখে প্রণাম করলুম। মেয়েটি বইয়ের মলাটে আমার নামটা পড়েছে। সে বললে, 'জেঠু আপনার নাম প্রায়ই করতেন।'

'কি হয়েছিল তাঁর ?'

'লাঙ্গ-ক্যানসার।'

আমি আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এলুম। জানা থাকলে বোসদার নামের আগে ঈশ্বর বসাতুম। বোসদার উচিত ছিল, আমাকে একটা চিঠি লেখা। পর মুহূর্তেই মনে হল, আমার ঠিকানা তো তাঁকে দেওয়া হয়নি। আমি এক মূর্খ! ভেবে বসে আছি, আমাকে যাঁরা ভালবাসতেন, তাঁরা সব অমর।

ওই এক বইয়েতেই আমার সাহিত্য অপকর্ম শেষ। এই বোকা লেখকেরও বোকা পাঠক ছিল। পঁচিশ কপি বিক্রি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এক পাঠিকা প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন। এখন ভাবলে হাসি পায়। বিশাল জগৎ সময়,, সময় কেমন ছোট হয়ে আসে!

রাত প্রায় দুটো বাজল। বৃদ্ধরা কেন যে রাতে ঘুমোতে পারে না! আরও একটা দিন চলে যাবার ভয়ে কি ? মহামূল্য গুটিকয় দিনের মোহর আগলে বসে আছি এক যক্ষ। তস্কর মহাকাল রোজ একটি করে তুলে নিয়ে যাবে তা কি হয়! সামান্য সঞ্চয় আমার! শরীরে শক্তি থাকলে একবার মধুপুরে যেতুম। সেই বাড়িটা এখন ধ্বংসস্তূপ। সামনের দিকটা আছে। জঙ্গলাকীর্ণ। পেছন দিকটা ধসে গেছে। শেষবার গিয়ে ছোটকর্তা আর মুকুজ্যেমশাইয়ের ছবি ঝুলিয়ে এসেছিলুম। শক্তি থাকলে সায়েবগঞ্জেও একবার যেতুম। দুটো পাহাড়ের মাঝে শীত শুকনো সেই অজানা নদীর মোরাম বিস্তার। ছোটকর্তা ডাকছেন, বিলু। পাহাড়ে, পাহাড়ে খেলা করছে ধ্বনি, প্রতিধ্বনি। যেতুম মান্দারহিলে। সেই বাড়ি। সামনে খোলাপ্রান্তর। দাওয়ায় বসে সকালে গান ধরেছে হৃষ্টপুষ্ট এক

www.BanglaBook.org

বালক তীব্র সুরে। ছোটকর্তা ধরেছেন এস্রাজ। শ্যামসুন্দর, মদনমোহন, মুরলি বাজাকে আও। দেহাতী মানুষেরা সামনে বসে পড়েছে। অবাক কাণ্ড! বাচ্চা ছেলে গান গাইছে। কত জায়গায় যে যাবার ছিল! পুরীর সমুদ্রসৈকতে গিয়ে পদচিহ্ন খুঁজতুম। যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের পদচিহ্ন।

কালো পালিশ করা ছোটকর্তার এস্রাজ শুয়ে আছে ছোটকর্তার খাটে। প্রাণহীন ছড়ি তার পাশে। ওই তারে শেষ যে-গান বেজে নীরব হয়ে গেছে,

দিন ফুরালো হে সংসারী,
ডাকো তাঁরে ডাকো যিনি শ্রান্তিহারী ॥
ভোলো সব ভব ভাবনা,
হৃদয়ে লহো হে শান্তিবারি ॥

একবার উঠলুম। দেখি আমার টম কি করছে! অন্যদিন সে এইসময় একটু জলের জন্যে কাঁদে। এ কি! তার দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কোথায়! এত নিথর কেন? জোর আলোটা জ্বাললুম। ধীরে, ধীরে চাপাটা সরালুম। টম চলে গেছে নিঃশব্দে। দরজা না খুলে, পাচিল না টপকে চলে গেল। ঘষা কাঁচের মতো চোখ দুটো স্থির। শেষ জলটুকু আর দেওয়া হল না। দুটো সন্দেশ কাল ভোরে দোবো বলে রেখেছিলুম। পড়েই রইল। পায়ে একটা কেডসোর হয়েছিল। সন্ধেবেলা ড্রেস করে বেঁধে দিয়েছিলুম। সেইটা খুলতে লাগলুম। আমার গলা বুজে আসছে। জীবনের শেষ সঙ্গী চলে গেল। এই শিথিল পায়ে একদিন কত শক্তি ছিল। এই কণ্ঠে একদিন কত গর্জন ছিল! এই চোখে কত ভালবাসা ছিল! এই মনে কত বিশ্বস্ততা ছিল! এই দেহে কত উত্তাপ ছিল! এখন বরফ শীতল!

ইউরিন ব্যাগটা খুলে নিলুম। কিছু ফুল এনে ছড়িয়ে দিলুম দেহে। দুটো ধূপ জ্বালালুম। তুমি যাও বিশ্বাসী বন্ধু আমার! আমি আসছি। শেষ রাত। আকাশ আলোয় ফাটছে। প্রথমে ভাবলুম কবর দোবো। একটা টগরের গাছ লাগাবো তার ওপর। পরে মনে হল, না, দিয়ে আসি গঙ্গায়। তুলতে পারবো কি! না, ভুগে, ভুগে না খেয়ে, খেয়ে হাল্কা হয়ে গেছে। আচ্ছা, তা হলে চলো।

বহুকাল পরে পেছনের দরজাটা খুললুম। ক্যাঁচ শব্দ করে একটা পাল্লা ঝুলে পড়ল। ফুল ফোটার মতো ভোর ফুটেছে। দিনের কুঁড়ি ক্রমশই খুলছে। এই সেই পথ, যে পথে বড় মা, ছোট মা, আর বিলু বেড়াতে যেত। রবার ক্লথ জড়ানো টম আমার বুকে। আমার মাথার পাকা চুল বাতাসে উড়ছে। আমি হাঁটছি। একটা দোয়েল শিস্ দিচ্ছে। দূরে সেই মাঠ। গাছের জটলা। ভোরের গঙ্গার জল চিকচিক করছে। ভ্রমণার্থী, স্নানার্থী কেউই নেই। সব আসবে একটু

www.BanglaBook.org

পরে। পারঘাটের ঘুমন্ত নৌকো ঢেউয়ের কোলে দুলছে। জোয়ার এসেছে। টমকে ধীরে শুইয়ে দিলুম জলের বিছানায়। কয়েকটা বুদবুদ তুলে সে তলিয়ে গেল। ক্ষরস্রোতে ভেসে গেল রবার ক্লথ। বিশাল একটা ফরমানের মতো। আমি সেই পাথরটার ওপর বসলুম। পৃথিবীর কলরব ফুটছে। মন্দিরের প্রথম ঘণ্টা বেজে উঠল।

একটু জ্বর, জ্বর লাগছে। পাথরটা কি শীতল!

ভোরের পাখির মতো ফুটফুটে একটা মেয়ে এল তার মায়ের হাত ধরে। কাচের মতো চোখ। মেয়েটা এপাশে, ওপাশে খানিক দৌড়োদৌড়ি করে, হঠাৎ আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল,

'হ্যাঁ গো, তুমি এখানে চুপটি করে বসে, বসে কাঁদছ কেন? তোমার মা বকেছে বুঝি?'

'কই, আমি তো কাঁদিনি মা!'

'তা হলে, তুমি হাসছ বুঝি!'

মেয়েটি ছুটে চলে গেল ফুলপরীর মতো। যাঁরা আমাকে বলেছিলেন, তুমি সব পারবে, তাঁরা তো সব একে, একে আমাকে ফেলে চলে গেলেন। ছোটকর্তা ছাড়া কেই বা হাসতে, হাসতে যেতে পারলেন। তাঁরা তো বলেছিলেন, সব পারবে, এ কথা কি বলেছিলেন, তুমি হাসতে, হাসতে শান্তির কোলে ঢলে পড়তে পারবে। পারলুম কি সেই মহাবাণী অনুসরণ করতে,

তুলসী যব জগমে আয়ো জগ হাসে তোম রোয়।
অ্যায়সে কর্ণি কর্‌চলো কি, তোম্ হসো জগ রোয়॥

BanglaBook.org